Chowrongee 2020

উৎসব

19th Annual Magazine

The Bengali Association of Greater Sacramento, California

An Utsav App?

YES! And it' s coming soon!
It has

- Live Schedule and updates
- Easy-to-use Ticket System
- Announcements
- **AND MUCH MORE**!

Volunteer to be a BETA tester by sending an email to:
kidsonfilms@gmail.com

EXPECTED RELEASE:
JANUARY, 2021

DESIGNED AND DEVELOPED BY KIDSONX

UTSAV
Sacramento

সূচিপত্র / Contents

সম্পাদকীয় / Editorial	3
Utsav Literary Committee and Disclaimer	4
Utsav Committee Members	5
Message from the Utsav Boardroom	6
Utsav Accounts	7
Program Schedule	8
Community News	9
Utsav Award Winnners	12

আঁকিবুকি * Drawings

Schoolgirl	Evani Paul	14
Lord of The Rings	Suchitra Mukherjee	15
Collage	Suchitra Mukherjee	15
Double Bloom	Esha Banerjee	16
Painted Rocks	Shriya Banerjee	16
The Globe	Rishan Dey	17
Badaami	Ileena Saha	17
Dinosaur	Toushini Banga	18
Lego Characters	Aayan Banerjee	18
The Sunrise	Mia Das	19
Flapping Wings	Anaisha Mitra	19

পদ্য * Poems

করোনা ভাইরাস/ করোনার অভিযান	কৃষ্ণা দেব	21
ইমন / ঐকতান	তপতী রায়	22
অবসর / দূর / চক্র	তন্দ্রা ব্যানার্জী	23
করোনা দুপুর	মানস রায়	24
বড় একা	বুলু খাটুয়া	24
অন্য শারদ	আরতি সেন	25
জীবন্মৃত	স্বপ্না কুমার	25
গ্রেটা গ্রেটা গ্রেটা / বিমুগ্ধ বিস্ময়	অরূপ চন্দ্র	26
পথ ডেকে গেছে বারে বারে	ড: সুশান্ত কুমার দে	26
Days of COVID-2020	Tanima Bhadra	27
“Mayhap…	Shampa Sarkar	27
Ghost Town	Nirvik Basuroy	28
The COVID Poem	Anaya Bhattacharyya	28
Ocean Life	Siddhartha Dey	29

প্রবন্ধ * Articles

জীবন স্মৃতি থেকে	তপতী সাহা	31
দেশপ্রেমিক / মাসিমা	শিখা ভদ্র	33

ধূমকেতু আবার	মঞ্জু রায়চৌধুরী	34
একটি মডার্ন গপ্পো	জয়া ব্যানার্জী	35
আবর্ত	আরতি সেন	37
চিন্তক শিক্ষক	জয়দীপ দাস	39
একটি সাক্ষাৎকার	মৈনাক বঙ্গ	41
"পুরনো পুজোর কথা"	পৌলোমী চ্যাটার্জী	43
নদীর পাড়ে বসত ...	শ্যামল চৌধুরী	44
ভজনের জন্য একটি প্রার্থনা সংগীত	মঞ্জু রায়চৌধুরী	46
চিরকুট	জয়তী সেন	47
International Conspiracy	Tanima Bhadra	50
Chasing the Night Sky	Sandipan Samaddar	53
Marvelous Marvel: A Golden Heart with a Golden Voice	Subhra Gima	55
A Dog's Life (In Quarantine)	Anaya Bhattacharyya	57
COVID-19 Remedies – How and When?	Somen Nandi	58
COVID-19: Viewpoint of a Physician-Scientist	Anupam Mitra	60
Plagued by the Virus: COVID-19 Changed Our Lives Forever in 2020	Supriya Mukherjee	66
What is Life Like Now?	Sudhit Ganguly	69
The War That Shaped Our World (World War I)	Suhaan Devavarapu	70
The Meaning of Life: Swami Vivekananda's Solution to a Postmodern Problem	Swami Ishadhyanananda	72

ভ্রমণ * Travel

My Long Road Trip	Mahika Adishree Chowdhury	78
33G Notebook: New Zealand	Biswanath Mukherjee	81
Following My Father's Footsteps!	Shyamal Roy	87

বিবিধ * Miscellaneous

এক ঝুড়ি প্যালিনড্রোম	মিথুন চক্রবর্তী	90
A Collection of Quotable Quotes	Barin Kumar	92
চিঠিপত্র	সম্পাদক	94
Brief History of Utsav		95
Obituary – Paris Ann-Powell Chakroborty		97
Obituary – Samrat Majumdar		98
Obituary – Mr. K. B. D. Sharma		99
Obituary – Dr. Arun Sen		100
Obituary – Marvel Gima		101
Utsav Membership Roster		102

সম্পাদকীয়

ভাবছিলাম করোনা নিয়ে লিখবো না, কিন্তু এ বছর আদ্যপ্রান্ত করোনা জর্জরিত। তাই তাকে বাদ দিয়ে এ বছরের কোনো আলোচনা বোধহয় সম্ভব নয়। বছরের প্রথম থেকেই দক্ষযজ্ঞ শুরু, এখনো আশার আলো দূর অস্ত। করোনার ভয়াবহতা, সংক্রমণ প্রবণতা, সম্ভাব্য প্রতিকার পদ্ধতি - কোনোটাই আমাদের জানতে বাকি নেই । এ নিয়ে আলোচনা অপ্রয়োজনীয়।

আমি ভাবছি অন্য কথা। করোনায় অনেক অবাঞ্ছিত প্রাণনাশ হয়েছে - এ কথা নিঃসন্দেহে সত্যি। কিন্তু করোনার অন্য একটা দিকও আছে, যা হয়তো চট করে নজরে পড়ে না । এহেন করোনার জন্য লকডাউনের সুবাদে সারা পৃথিবীতে দূষণ অনেক হ্রাস পেয়েছে, উত্তর মেরুর ওপর ওজন স্তরের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়েছে, রাস্তায় দুর্ঘটনার পরিমান অনেক কমেছে, কল কারখানা কিছু সময় বন্ধ থাকার ফলে নদী-নালার জলে দূষণের মাত্রা নিম্নগামী হয়েছে, আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের বাতাস পরিশুদ্ধ হয়েছে ।করোনার সুবাদে সাধারণ মানুষের পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভেবে দেখুন তো, হাত পরিষ্কার করে যে কোনো কাজ করা আমাদের ক'জনের অভ্যেসে ছিল?

করোনা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে গেলো, দেখিয়ে গেলো। সামাজিক জমায়েত ছাড়াও বাঁচা যায়, ভ্রমণ ছাড়াও থাকা যায়, নিজের ঘরে বসেও নিজের মনোরঞ্জন করা যায়, বন্ধুবান্ধবদের সাথে কয়েক মাস না দেখা করেও কাটানো যায়। পরিপ্রেক্ষিতে, করোনা অবকাশ প্রত্যেককে নিজের পরিজনদের আরো কাছ থেকে অনুধাবন করার সময় করে দিলো - যে সময়টার জন্য ইচ্ছে থাকলেও আপনি উপায় করে উঠতে পারছিলেন না। পেশার পাশাপাশি আমাদের ব্যক্তিগত নেশার জন্য সময়ও করোনা জুগিয়ে দিলো। অনেকে নিজেদের সেই প্রতিভা গুলো আবিষ্কার করলো যা তাদের কল্পনাতীত ছিল।

কথায় বলে – *" ঢিল ছুঁড়লে পাটকেলটি খেতে হয়"* । পৃথিবীতে দূষণের পরিমান যে হারে বাড়ছিল তাতে লাগাম দেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই প্রকৃতি নিজেই হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে। করোনা তো শুধু নিমিত্ত মাত্র। করোনা না হলে অন্য কিছু হতো।

আশা করছি এই বিপর্যয়ের খুব শীঘ্রই সমাধান হবে, আগের মতন স্বাভাবিক জীবনযাপনের ধারা ফিরে আসবে, গৃহবন্দী দশার থেকে সবাই একটু মুক্তি পাবো, এবং সর্বোপরি কোরোনার প্রকোপ থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলো আমরা ভবিষ্যতে মনে রাখবো।

চৌরঙ্গী ২০২০ কে বাস্তবায়িত এবং অলংকৃত করার জন্য যারা নিজেদের লেখা বা আঁকা পাঠিয়েছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তদুপরি সম্পাদক মন্ডলীর প্রত্যেকের সহযোগিতা এবং উৎসাহ এই পুজোসংখ্যাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। গৃহবন্দী এই দশায় চৌরঙ্গী স্বল্পক্ষণ আপনাদের বিনোদনের সাথী হতে পারলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক। উৎসবের তরফ থেকে সকলকে শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই কলম টানছি। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন - এই কামনা করি।

নমস্কারান্তে -
মৈনাক বঙ্গ

Editorial

Initially, I was reluctant to write on COVID-19. But almost the entire 2020 has been so much about COVID-19 that any discussion without it is probably not feasible. The mayhem started right at the beginning of the year. There is still no light at the end of the tunnel. The COVID-19 menace and its details are probably known to everyone by now.

I was thinking more about the aspect of COVID-19's aftermath, which is likely to be less conspicuous in mundane life. It is true, COVID-19 has caused the loss of innumerable lives, but due to the restrictions on the human race, there is a drop in the overall pollution in the atmosphere, the ozone layer above the north pole has recovered greatly, the number of road accidents has reduced significantly, water bodies have had a chance to replenish their health since industrial debris has stopped polluting them temporarily, and we are inhaling cleaner air. The general cleanliness of the masses has improved. How many of us used to wash our hands every time we did something – *I mean, seriously*?

COVID-19 showed us a lot of ground realities of life – we can survive without social gatherings, we can live without traveling now and then, we can entertain ourselves at home as well. We got to spend more time with our family members – many priceless memories created in return. Many of us wanted a break for such family time but were unable to get it under normal circumstances. COVID-19 break gave us the opportunity to find innovative means of spending time – refreshing our hobbies and skills and for some, rediscovering themselves through things they felt they could never do.

As they say – "*Tit for tat*". Reducing the indiscriminate increase in the pollution level on earth was beyond the control of humans. So, nature had to intervene. COVID-19 is just a manifestation. Had it not been COVID-19, it would have been something else.

Hopefully, the hour of despair will be over soon. We will return to our regular schedule of daily life, and most importantly, we will remember to live in harmony with nature.

My heartfelt thanks to all the contributors of Chowrongee 2020; your contributions have added to the richness of our magazine. The relentless support and encouragement of the Literary Committee has enabled us to create this beautiful piece that you behold in front of you. If this magazine can provide you some small companionship in this hour of despair, our efforts would be deemed successful. On behalf of *Utsav* and the *Literary Committee*, we wish you all a Very Happy *Durga Pujo* 2020. We wish you stay safe and stay healthy. Au Revoir till next year!

With Best Compliments
Mainak Banga

Literary Committee

Anupam Mitra
Biswanath Mukherjee
Manas Ray
Rajat Saha
Rashmi Nandi
Somen Nandi
Tanima Bhadra
Mainak Banga (Editor)

Cover designed by **Santana Das**

Since 2008, Chowrongee is online and can be accessed at https://utsavsac.org/magazine/

Disclaimer

The views and opinions of authors in this magazine do not necessarily state or reflect those of Utsav, Inc. For writings published in this magazine, Utsav does not warrant or assume any legal liability and responsibility for accuracy, completeness and usefulness of any information disclosed and/or published. Information provided is accurate as of the date of going to press; Utsav or Chowrongee is not responsible for any errors or omissions. Opinions expressed are those of individual authors. Advertisers are solely responsible for the advertisements, not Chowrongee or Utsav. Utsav acknowledges and thanks online sources for providing many images used in the text.

Utsav Inc.
11230 Gold Express Drive
P.O. Box 310-412
Gold River, CA 95670
www.utsavsac.org

Chowrongee is published annually for Utsav members by Utsav, Inc., Sacramento, CA, USA
(www.utsavsac.org)
Printed at: J. Prassa Printers, 2313 C Street, Sacramento, CA 95816
Phone: (916) 446-7865; http://www.jpprinting.net

Postmaster: If undelivered, please return to Utsav Inc., 11230 Gold Express Drive, P.O. Box 310-412, Gold River, CA 95670.

Utsav Committee Members

Governing Body Members (GBM):
Joydeep Ray (President)
Soummya Mallick (Vice President)
Joya Banerjee (Cultural Secretary)
Subir Saha (Treasurer)
Subhra Chakraborty (Public Relations/Pujo Liaison)

Community Council Members (CCM) and Election Committee:
Adi Choudri
Biswanath Mukherjee
Sanjib Nayak

Literary Committee:
Mainak Banga (Editor)
Anupam Mitra
Biswanath Mukherjee
Manas Ray
Rajat Saha
Rashmi Nandi
Somen Nandi
Tanima Bhadra

Cultural Committee:
Joya Banerjee (Lead)
Ajay Joshi
Alodipa Datta
Manas Ray
Nupur Joshi
Pubasha Das Banga
Rajat Saha
Somen Nandi
Subhra Chakraborty
Suvra Mukherjee
Tanushree Ganguly
Udayan Chanda

Puja Committee:
Anima Kumar (Lead)
Mitra Choudri
Supriya Mukherjee
Paramita Bhattacharya
Rupa Chowdhury
Santana Das
Seema Chanda
Soma Nayak
Subhra Chakraborty

Registration Committee:
Prodosh Chakraborty (Lead)
Adi Choudri
Barin Kumar
Biswanath Mukherjee
Manas Ray
Subhra Gima

Website Committee:
Siddharth (Neil) Ray (Lead)
Joydeep Ray
Sudhit Ganguly

Utsav Youth Group:
Rupa Chowdhury (Lead)
Sangita Biswas (Lead)
Dayita Biswas
Ena Nayak
Ronit Mukherjee
Sayak Datta
Sharod Nandi
Siddhartha Dey
Siddharth (Neil) Ray
Sudhit Ganguly
Veer Arjun Joshi

Food Committee:
Soummya Mallick (Lead)
Barun Bandyopadhyay
Joy Mukherjee
Mainak Banga
Pradosh Chakraborty
Sanjib Nayak
Saumen Dey
Shomeek Paul
Shyamal Roy
Somnath Ganguly
Subir Sarkar

Welcome Committee
Mitra Choudri (Lead)
Sharmila Mallick – Roseville/Rocklin
Supriya Mukherjee – Davis/UC Davis
Lily Sarkar – Folsom
Joya Banerjee – Natomas/Sacramento
Sanchita Dey (Soma) – Elk Grove
Suvra Mukherjee – Gold River

Message from the Utsav Boardroom

Dear Utsav Families and Friends,

It is that familiar time of the year again, which we look forward to with great eagerness and anticipation! When maple leaves and pumpkin decorations appear on front porches, vagrant white clouds appear across the blue canvas above us this is when Utsav families usually get ready to celebrate their most significant event of the year – Durga Puja.

This year, however, is anything but usual. An unprecedented pandemic has plagued the world around us; forced us into a new normal. We have lost over one million of our fellow citizens across the world to this virus. Hundreds of millions have lost their livelihood due to the mammoth economic slowdown.

This is the time when we need to support each other; be steadfast in our faith that good will eventually prevail. This festive season is a great time to reinforce these beliefs, show camaraderie, and practice benefaction, all of which are typical of this celebration and are also the need of this hour.

The GBM cordially welcomes you to the **19th Durga Puja** organized by Utsav. As you all know by now, due to social distancing requirements and related restrictions, we have changed this year's celebration to be virtual.

We will surely miss the warmth and excitement of our usual weekend-long Durga Puja at the Community Center - the voice of the priest reverberating, the fresh-cooked meals, the lively on-stage performances. Despite all the restrictions, our volunteers have worked hard to ensure an enjoyable Durga Puja this year. Our members and external artists have participated in many cultural programs, to be webcast over four days. Our Puja Committee has made every effort to provide the feel of a real Puja. While the actual Puja will be live-streamed online, there will be a drive-through "Utsav's Station" at the local Sri Siddhi Vinayak Temple for Thakur-darshan, and to pick up bhog and prasad.

This festive season is also a good time to look back – to reminisce about our past events and efforts. Last year, in December we held Utsav's first Charity Concert and we were able to donate $1000 to St. John's Program for Real Change. Keeping with that tradition, this October we organized a virtual Concert to raise money for struggling musicians in India. Our heartfelt thanks to all the participants, sponsors, and donors.

Finally, from the Utsav Boardroom, we wish you a very happy, prosperous, and fun-filled Durga Puja; and we wish you "Shubho-bijoya" as well. We certainly hope that the situation will allow us to hold a normal Durga Puja next year, which will also be Utsav's 20th anniversary!

Joydeep Ray
President, Utsav 2019-20

Governing Body Members (GBM):

Joydeep Ray, President
Soummya Mallick, Vice President
Joya Banerjee, Cultural Secretary
Subir Saha, Treasurer
Subhra Chakraborty, Public Relations

Utsav Accounts (July 2019 – June 2020)*

		Individual Amount	Total
Balance Savings from 2018-2019 (Inc. $2115 from Savings)			
Revenues		$10,478	$10,478
Membership Fees (Durga Puja 2019)		$27,008	
Cash, Online & Ticket+Book Sales (Durga Puja 2019)		$2,405	
Saraswati Puja 2020		$60	
Holi 2020		$0	$29,473
	Total Revenue		$39,951
Expenses			
Utsav Website Renewal		$483	
Insurance for 2019-2020		$314	
Gold River Storage Rental Fee (2018 - 19)		$1,507	
Mail Box UPS (4/20 - 4/22)		$652	
RRF Payment		$25	
Donation to NABC		$150	
			$3,131
Durga Puja 2019			
Hall Rental (Orangevale Community Center)		$6,847	
Transport & Set Up		$400	
Magazine Printing		$853	
Pujo Proshad Expense (Sponsored by Member)		$0	
Priest Officiation & Travel Expenses		$201	
Food		$5,852	
Sound & Audio (DJ Sneh)		$2,500	
External Artist & Props (Natok)		$7,858	
Kitchen Help		$1,320	
STL		$285	
			$26,116
Saraswati Puja 2020			
Hall Rental (Fair Oaks Community Center)		$2,170	
Transport and Set Up		$250	
Priest Donations (Vedanta Society)		$200	
Food		$1,291	
Kitchen Help		$275	
Artist, DJ & Stage Rental		$650	
Pujo Prasad (Sponsored by Members)		$100	
Total Expenses			$4,936
Holi 2020 - Park Rental, Food & Clean Up			$0
Annual General Meeting-cum-Picnic 2020			$0
	Total Expenses		$34,183
** To be Audited*	**Net Balance 2019-2020**		$5,768

Program Schedule* for 19th Durga Puja, 2020

Thursday, October 22, 2020

Durga Ahovaan - Mahaloya	7:30 PM - 9:00 PM
Zoom Skit - Mukhosh Khulun	7:30 PM - 9:00 PM
Rag Charukesi Classical Instrument Recitation	7:30 PM - 9:00 PM

Friday, October 23, 2020

Pujor Gaaney Agomoni	7:30 PM - 9:00 PM
Jhonkaar - Utsav Local Artistes Variety Program	7:30 PM - 9:00 PM

Saturday, October 24, 2020

Durga Puja(Saptami to Dashami)	10:00 AM - 12:30 PM
Anjali	12:00 Noon
Thakur Darshan of Maa Durga and Prasad Pickup (at the Siddhi Vinayak Temple)	1:00 PM - 4:00 PM
Sur O Nupur (Medley of Songs and Dances)	7:00 PM - 9:30 PM
Jalsa – Classical Songs by Namistha (Guest Artist)	7:00 PM - 9:30 PM
Gaan Bajna by Bong Connection (Bay Area Artists)	7:00 PM - 9:30 PM

Sunday, October 25, 2020

Little Champs- Colorful variety program by Utsav kids and Local Little Celebrities	2:00 PM - 5:00 PM
Award Distribution	2:00 PM - 5:00 PM
Antyakshari for Adults	2:00 PM - 5:00 PM

**Subject to change*

Community News

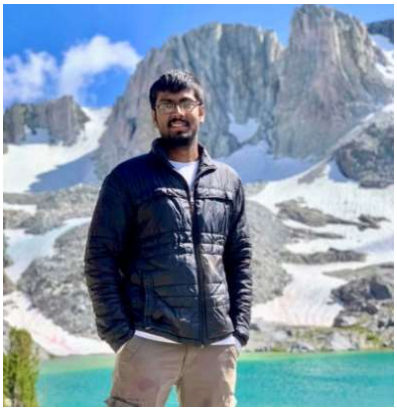

Abhishek Roy *received his Ph.D. degree from the Department of Electrical and Computer Engineering with M.S. in Statistics at the University of California, Davis, in June 2020. His Ph.D. Dissertation is titled "On Online Nonconvex Nonstationary Optimization and Game Theory". He joined the Department of Statistics at UC Davis as a Postdoctoral Scholar in July, 2020.*

Paromita Dubey *graduated from the University of California, Davis, in June 2019 with a Ph.D. in Statistics. Her doctoral thesis was titled "Fréchet Analysis of Variance and Change Point Detection for Random Objects". She is currently a Stein Fellow in the Statistics Department at Stanford University. In June 2021, she will join as an Assistant Professor in the Department of Data Sciences and Operations, University of Southern California Marshall Business School.*

Ronit Mukherjee, *son of Suvra and Joy Mukherjee, is now an incoming Freshman at Penn State after graduating from Bella Vista High School. He got Scouted and Recruited for basketball, and will be playing the sport he loves in college.*

Rinita Mukherjee*, daughter of Suvra and Joy Mukherjee, graduated from the University of Nevada, Reno, in Business Management and is now working full time at IBM.*

Joy and Suvra Mukherjee *celebrated their 25th Anniversary of togetherness far from Sacramento in Cabo, Mexico.*

Ena Nayak, *daughter of Soma and Sanjib Nayak, graduated from St. Francis Catholic High School in Sacramento. She has started her 3+4 years integrated BS-MD program at the California Northstate University. We wish her all the success for her future endeavours.*

Sharod Nandi*, son of Rashmi and Somen Nandi, graduated from Inderkum High School (Natomas). He completed his high school diploma in International Baccalaureate (IB) program with Summa Cum Laude (Highest Honors) and has joined the University of California, Davis, with a goal for his undergraduate studies in Environmental Engineering in Fall 2020. Sharod is passionate about STEM, hands-on design architectures, various volunteering activities, and sports. He represented his high school on the Tennis team. We wish him all success for his undergraduate studies and beyond.*

Ayan Chowdhury*, son of Rupa and Arun Chowdhury, graduated from the University of California, Berkeley, in May 2020, with a major in Cognitive Science and a minor in Computer Science. Ayan is currently employed with Vanguard as a software developer.*

*In December of 2019, several Utsav members spearheaded a **fundraiser** to support various charitable organizations. A ticketed Musical Concert (**A Qawwali and Ghazal Night by Sukhawat Ali Khan and Ensemble**) was organized and supported by many Utsav members and friends. Sukhawat Ali Khan represents the family lineage of the 600-year-old Sham Chorasi traditional school of music, which was established during the reign of Emperor Akbar of India. His training in both classical raga and Sufi Qawwali singing began at the age of seven under his father, legendary Pakistani/Indian vocalist Ustad Salamat Ali Khan. Utsav wants to extend theirheratfelt thanks and recognize Pramila Kriplani who donated $1000 for the Qawaali program fundraiser. Utsav chose to support "**St. John's Program for Real Change**" and contributed all the proceeds (net of venue and artist) and donated an amount of $1000 for the same.*

*Pubasha Das and Mainak Banga were blessed with a baby girl, **Soumini**, in September 2020. Their elder daughter, Toushini, is super excited to get going with her little sister.*

Utsav Award Winners (2003-2019)

Utsav gratefully acknowledges the winners of Utsav Awards in past years!

Cultural Award
2003: Somen Nandi
2004: Shyamal Chattaraj
2005: Nabanita Sen
2006: Shashwati Roy
2007: Sharmila Mukherjee
2008: Marvel Gima
2009: Joydeep Roy
2010: Mala Paul
2011: Tuhina Ghosal and Sanjib Sarkar
2012: Ajay Joshi
2013: Bipasha Chowdhury and Rajat Saha
2014: Joydeep Ray and Snehungsu Guha
2015: Sanhita Bandyopadhyay
2016: Tanushree Ganguly
2017: Suvra Mukherjee
2018: Manas Ray
2019: Tanusree Ganguly

Literary (and Educational) Award
2003: Arijit Chatterjee
2004: Arun Das
2005: Dilip Roychowdhury
2006: Rashmi Nandi and Pat Chatterjee
2007: Santana Das
2008: Manas Ray
2009: Rashmi Nandi
2010: Manas Ray
2011: Tapati Bhowmik
2012: Prodyot Bhattacharya
2013: Avishek Nag
2014: Shimika Basuroy
2015: Manju Roychoudhury
2016: Barin Kumar
2017: Tapati Ray
2018: Najmus Saquib
2019: Nirvik Basuroy

Fundraising Award
2003: Udayan Chanda
2004: Deb Saha
2005: Anita Ghoshal
2006: Somen Nandi
2007: Deb Saha
2008: Anima Kumar
2009: Ajay Joshi
2010: Deb Saha
2011: Anima Kumar
2012: Deb Saha
2013: Joy Mukherjee
2014: Udayan Chanda
2016: Marvel Gima
2017: Sanjib Nayak
2018: Pradeep Devavarapu
2019: Shyamal Roy

Outstanding Volunteer Award
2003: Suvayu Bose
2004: Shashwati Roy and Mala Paul
2005: Santana Das
2006: Joy Mukherjee
2007: Seema Chanda
2008: Rupa Chowdhury and Koushik Das
2009: Subir Sarkar
2010: Anima Kumar and Rashmi Nandi
2011: Koushik Das and Arun Chowdhury
2012: Biswanath Mukherjee
2013: Mitra Choudri and Pulak Chowdhury
2014: Subir Sarkar
2015: Shomeek Paul
2016: Prodosh Chakraborty
2017: Sangita Biswas
2018: Adi Choudri
2019: Mainak Banga and Saumen Dey

Outstanding Youth Volunteer Award
(This award was initiated in 2004)
2004: Joey Chakraborty
2005: Mohana Roy
2006: Natasha Choudri
2007: Aninda Chowdhury
2008: Robby Chakraborty
2009: Arunav Sarkar
2010: Rudrani Ghosh
2011: Sunoy Nandi and Sharod Nandi
2012: Sunoy Nandi and Sharod Nandi
2013: Neel Chanda
2014: Avishek Umesh Jadhav
2015: Ayan Chowdhury
2018: Ena Nayak and Sayak Datta
2019: Siddharth (Neil) Ray

আঁকিবুকি

Drawings

"*Schoolgirl*" by ***Evani Paul (13 years)****, an 8th grader at Sutter Middle School, Folsom, CA.*

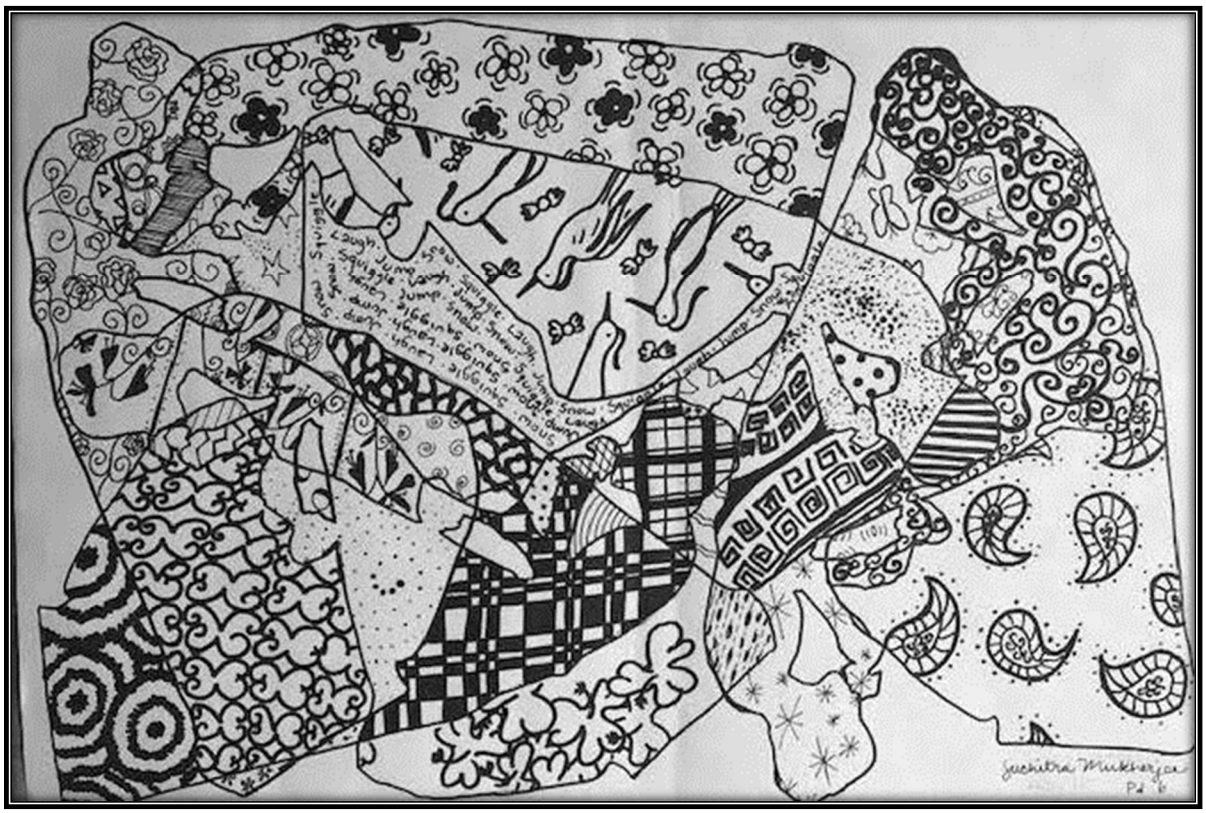

"Lord of the Rings" *and* ***"Collage"*** *by* ***Suchitra Mukherjee,*** *done when she was a 7th grader at Holmes Junior High School, Davis, CA.*

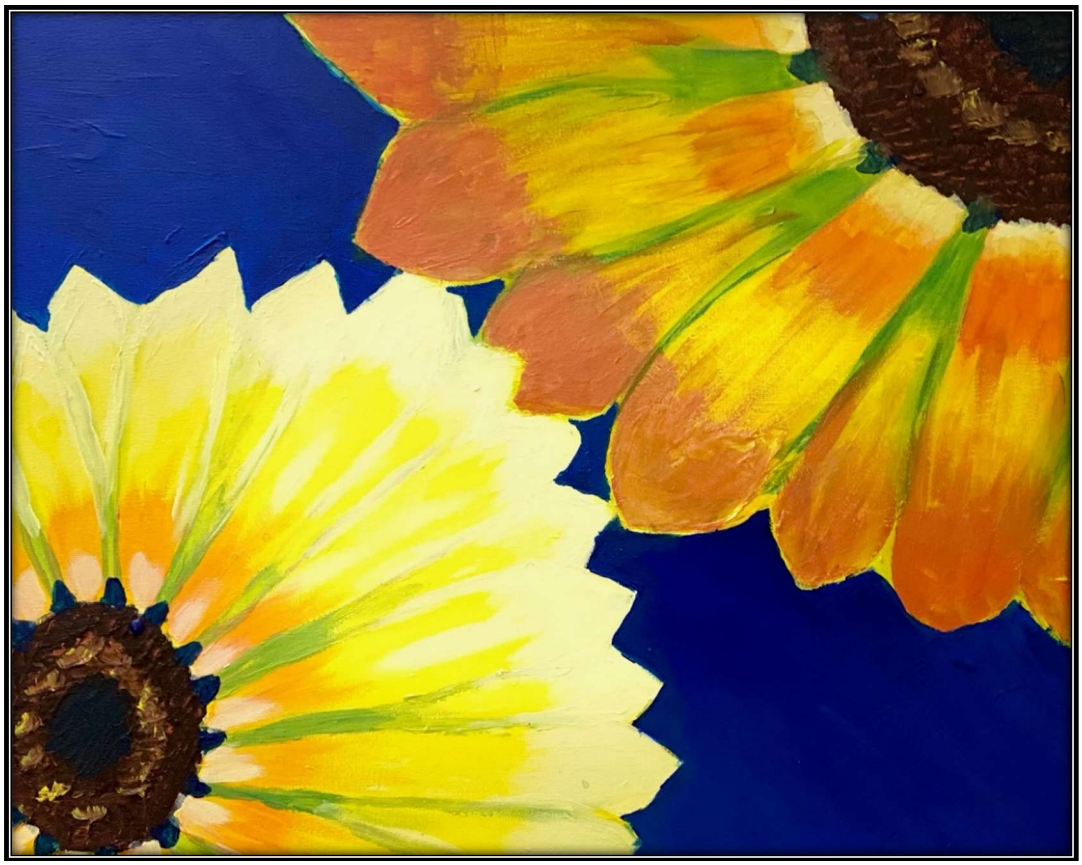

"Double Bloom" *by* ***Esha Banerjee (13 years),*** *an 8th grader at Winston Churchill School, Sacramento, CA.*

"Painted Rocks" *by* ***Shriya Banerjee (9 years),*** *a 4th grader at Westlake Charter School, Sacramento, CA.*

"The Globe" *by* ***Rishan Dey (6 years)****, a 1st grader at Star Academy, Sacramento, CA.*

"Dinosaur" *by* ***Toushini Banga (6 years),*** *a 1st grader at Russell Ranch Elementary School, Folsom, CA.*

"Badaami" *by* ***Ileena Saha (5 years),*** *a Kindergartener at Paso Verde School, Sacramento, CA.*

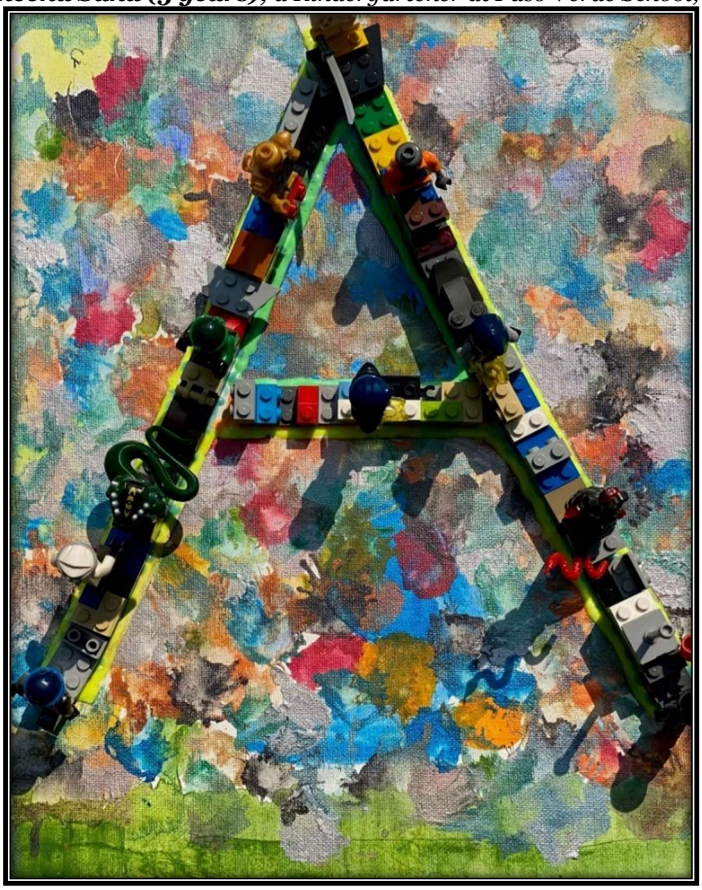

"Lego Characters" *by* ***Aayan Banerjee (7 years)****, a 2nd grader at Westlake Charter School, Sacramento, CA.*

"The Sunrise" *by* ***Mia Das (9 years)****, a 3rd grader at Empire Oaks Elementary School, Folsom, CA.*

*"****Flapping Wings****" by* ***Anaisha Mitra (Mishti, 2 years),*** *daughter of Ananya Datta-Mitra and Anupam Mitra.*

পদ্য

Poetry

করোনা ভাইরাস

দু'হাজার বিশ, দু'হাজার বিশ,
সারা বিশ্ব জুড়ে করোনার বিষ
ছড়ালো পবন বেগে।

বড় সুন্দর সোনার পৃথিবী,
তছনছ হল সে আনন্দ ছবি,
ব্যাধির কালিমা লেগে।

অনুবীক্ষণে যায় নাকো দেখা
অগোচরে রেখে পরিচয় রেখা
তুফানের মতো ধেয়ে চারিদিকে
তান্ডব চলে তার।

নাশ করে প্রাণ, প্রথমে উহান
পাড়ি দিল দ্রুত, বিলেত-ইরান
ইটালির মাটি, অতি পরিপাটি
গাড়ল মৃত্যু-বাসর।

এবারের হানা ভারতের পানে
শতক কোটির বসত সেখানে,
নিমেষে মরিবে পালে পালে লোক
মরণের মহাস্রোতে।

কত মহামারী সয়েছে মানব
কত না শতক ধরে,
এসেছিল বিষ জলের ধারায়
অথবা বাতাসে চড়ে।

করোনার সব নতুন রকম
সকলই সৃষ্টিছাড়া
সলিল, সমীর, পুরোনোপন্থা
চমকটাই যে গড়া।

নতুন বাহন সন্ধানে তাই,
এবার বাড়ালো হাত
সৃষ্টির সেরা সম্পদ নর
তা দিয়ে মেটাবে সাধ।

চির চলমান মানব পথিক
রয় না কোথাও স্থির
জলে, স্থলে আর বন, পর্বতে
ছুটে চলে অস্থির।

তার অবয়বে লুকিয়ে গোপনে
ভাইরাস চলে সাথে,
দেশ-দেশান্ত ঘুরে বেড়াবার
ভিসা পেয়ে গেছে হাতে।

এত সহজেই নিধন চায় না
দুনিয়ার ইনসান
দেশে দেশে তাই জারি ফরমান,
স্বঘরে নির্বাসন।

একুশ দিনের একক বাসের
জরুরী নিয়মজারি
জন-জনার্দন শপথ নিয়েছে
ঠেকাবই মহামারী।

পিতৃসত্য রাখেন শ্রীরাম
চোদ্দ বছরের বনবাসে ।
তিন সপ্তাহ এত কী কঠিন
থাকি যদি ঘরে বসে?

করোনা বিনাশ শেষে,
বিজয় কেতন উড়াবে মানুষ
অনন্ত উল্লাসে।।

করোনার অভিযান

ভয় পেও না, ভয় পেও না সবায় আমি মারব না।
উল্টে কলার, চমকে চাকু, ভয় দেখাবার এই বাহানা।

দু'পেয়ে গুলোর বাড় বেড়েছে, ধরাকে করছে সরা জ্ঞান,
আচ্ছা রকম টাইট দিতে, তাই করেছি এমন প্ল্যান।

বন কেটে সব করছে লোপাট বনের পশু যায় কোথায়?
নদীর স্রোত আটকে দিয়ে বাঁধ বেঁধেছে হেথায়-হোথায়।

সেখান থেকে বানিয়ে তড়িৎ গড়ছে হরেকরকম গ্যাজেট,
চালিয়ে এসি, দেখছে টিভি, জমায় ফ্রিজে খাবার প্যাকেট।

সুখে যাতে জীবন কাটে সে কারনে সব আয়োজন,
গ্রীন হাউসের এফেক্ট, দেখ উঠছে সোজা খাড়া লাইন।

তাপ বেড়ে যায় বছর বছর মেরু দেশের বরফ গলে,
সাগর জলে উথাল পাথাল সৃষ্টি ভাসে বানের জলে।

ভেপার ল্যাম্পের তীব্র আলোয়, রাত করেছি দিনের মতো,
প্রকৃতির সব নিয়ম কানুন পাল্টে দিচ্ছে ইচ্ছে মতো।

ভয় পেয়ে সব পাখি পালায় রাতের আঁধার হারিয়ে গেল,
ছোট্ট নীড়টি বাঁধবে কোথায় বন কেটে যে বসত হলো।

এতেও শান্তি হয়নি তাদের ফন্দি ঘোরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
মহাবিশ্বের অন্য কোথাও মানব বাসের জায়গা আছে?

সেই সন্ধানে পাঠায় যান আজ মংগল, কালকে চাঁদে,
জল, তাপ আর বাতাস পেলে নতুন গ্রহে ঘরটি বাঁধে।

সে আশাতে ঢালব জল স্বার্থপরের খেল খতম,
করোনার এই ঘুর্ণি ঝড়ে হবেই তাদের মহাপতন।

দূষণহীন শ্যামল ধরা আবার গড়ে উঠবে ভাই,
গাইবে পাখি, ফুটবে ফুল, একতরফা শাসন নাই।।

কৃষ্ণা দেব, *অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন।বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত এবং দিল্লিনিবাসী। ওনার লেখা ভ্রমণকাহিনী, ছোটগল্প, স্মৃতিচারণ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।উনি উৎসবের সদস্যা রশ্মি নন্দীর মা, সেই সূত্রে স্যাক্রামেন্টোতে এসে কিছু সময় কাটিয়েছেন ও উৎসবের সংগে পরিচিত হন।*

ইমন

পড়ন্ত বেলা
বলাকারা ফিরলো নীড়ে ঐকতানে
চাঁদের হাতে রাত কে দিয়ে
সূর্য গেল ঘুমের দেশে।

সে পরে রইলো একা
রাতের সাথে মোকাবিলা করতে
টল-টল জল বিন্দুর ছায়া ওর চোখে
কত না বলা কথা লুকিয়ে আছে সেই জলে
প্রদীপ জ্বেলে তারাদের জানালো আহ্বান
ধরল ইমন কল্যাণ সন্ধ্যারতির তরে।

ঐকতান

মেঘের অন্ধকার মুখ দেখে
বিবস্ত্র বৃষ্টি এলো ছুটে
পৃথিবীর বুকে

তৃষ্ণার্তা, নিল তাকে
সাদরে আকণ্ঠে
করলো পান

সাগর তুললো ঢেউ
নদী ধরল গান
পৃথিবীর ঐকতানে ।

তপতী রায়, *অবসরপ্রাপ্ত এনাস্থেসিওলজিস্ট, বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষায় লেখালেখি করেন, নিউক্যাসল, ক্যালিফর্নিয়া নিবাসী।*

অবসর

চোখের পাতায় বৃষ্টি নামবে বলে
রোদের উঠোনে বসে আছি,
আঁচল বিছিয়ে রেখে মেঘের আশায়
আলোছায়ায় বুনে রেখেছি অবসর

সময়কে বলেছি, স্থির হয়ে বসো
অনেকদূরের পথ যাওয়া বাকি
এইটুকু অপেক্ষায় গাছের পাতার ঝিলিমিলি
তুলে নিয়ে হাতের মুঠোয় রেখে দিও

বেলা যায় অবেলায় বুকের শিরায় লাগে টান
যে কথা বলার ছিলো, যে কথা ভুলেও গেছি কবে
জলের ঢেউয়ের মতো দূরে সরে যায়
কে আমাকে বলে দেবে উজানের আরো কত দেরি ।

দূর

আলো জ্বলে কাছে দূরে
রাতপ্রহরীর চোখের মতো
একলা রাতে ঘুমিয়ে থাকা
হাওয়ায় ভাসে স্বপ্নগুলো

আবছা রাতে ভাঙা চাঁদের
ছুরির মতো তীক্ষ্ণ ফলা
আকাশ চিরে দুঃখ আনে
তারার বুটি পড়ছে খসে

অন্ধকারের পাপড়িগুলো
ডানা মেলে ফুটবে বলে
ভোরের আলো গুটিয়ে পাখা
থমকে আছে অনেক দূরে ।

চক্র

দোর খুলে দেখি আজ গভীর দুপুরে
অর্থহীন আলো
সময়ের শব নিয়ে ক্রান্তিকাল বসে আছে একা

পাথুরে মাটির নিচে জলের ঠিকানা
গোপন লুপ্তির দিকে চলেছে এগিয়ে
চেয়ে দ্যাখো, ওই পথ জন্মান্তরে গেছে

নিষাদ, আবার তুমি ধনু তুলে নাও,
লক্ষ্য স্থির করো
অমোঘ তোমার তীরে কালচক্র শেষ করে দাও ।

তন্দ্রা ব্যানার্জী, *পেশায় গ্রাফিক ডিজাইনার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জনকারী। দুটি ভাষায় লেখালেখি করেছেন অনেক লিটল ম্যাগাজিনে, ছবিও আঁকেন এবং প্রদর্শনী করেছেন।*

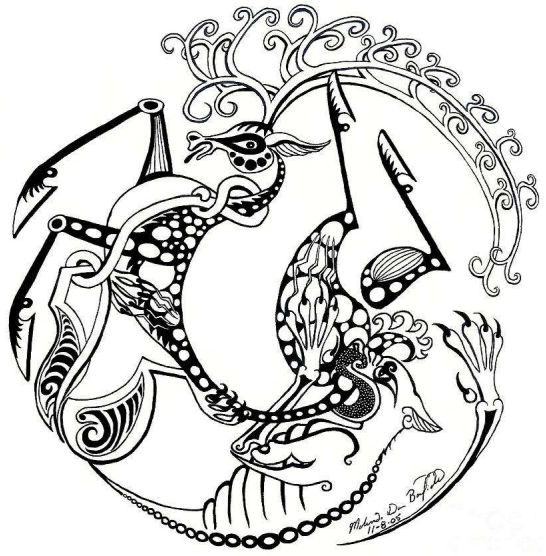

করোনা দুপুর

বন্ধ দোরে
কড়া নাড়ে
করোনা ভাইরাস,
অলস দুপুর
হাপায় কুকুর
শুনশান চারপাশ।

পুরনো চিঠি
খুলে দেখি
প্রথম প্রেমের সুবাস,
লেকের পাশে
সবুজ ঘাসে
হৃদয় জোড়া বাতাস।

সাদা কালো
ছবি গুলো
লুকিয়ে কোথায় ছিলি,
করোনা দুপুর
সময় প্রচুর
স্মৃতির সড়কে চলি।

সড়কে নেমে
ডাইনে বামে
নজর ইতি উতি
ফিরে গেলে
সেই বিকেলে
হয় কি কোন ক্ষতি।

অলীক বিকেল
কাটে তালমেল
কনে দেখা আলো,
সেই আলোকে
ভেজা তোমাকে
বেসেছিলাম ভালো।

মহামারী
পাতছে আড়ি
কাঁপছে সকল দেশ,
করোনা দুপুরে
স্মৃতির সফরে
কাটছে আমার বেশ ।

মানস রায়, *ফলসম নিবাসী, প্রকৌশলী, চৌরঙ্গীর প্রাক্তন সম্পাদক ও সাহিত্যসাধক।।*

বড় একা

দীর্ঘ চলার পথ শেষ হল।
জীবনে একসাথে চলা
মনের কথা বলা
হঠাৎ থেমে গেল।

মনে পড়ে সেই প্রথম দিনটির কথা
যখন প্রথম দেখা
আর চেনা অচেনার দোল লাগা
ভালো লাগার কথা
আজও কাল বৈশাখীর ঝড়ের মত
মনকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।
মনে ব্যথা লাগে যখন ভাবি
বাকী জীবনের পথ চলাটা
আমি একা বড় একা।
শেষ হল মোর হাতে হাত রেখে
জীবনের একসাথে চলা
মনের কথা বলা
আজ আমি একা - বড় একা।

বুলু খাটুয়া, *কবি, সমাজসেবী ও ভ্রমণপিপাসু। ওনার স্বামী ড: শ্যামাপদ খাটুয়ার ২০২০ এ প্রয়ানে উনি মর্মাহত, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্য এই কাব্য রচনা।*

অন্য শারদ

বোঝেনা অবুঝ মন
তবু তো বোঝালে।
ভয়াল ভ্রুকুটি হেনে
আমাকে ফেরালে?
তুমি তুমি তুমি বল
ঘন নীল কুয়াশায়
কিছু কি লুকালে?

কিছু কি লুকালে
এই অস্থির কালে
দ্বিধান্বিত বিশ্ব কাঁপে এই দোলাচলে।
এই শঙ্কা এই ত্রাস
নিজ গৃহে পরবাস
অতি লোভে অতিমারী
কেন এনে দিলে?

কেন এনে দিলে এই জলে-জঙ্গলে
ধূমায়িত ক্রোধবাষ্প
দিকচক্রবালে?
স্তব্ধ রাত রুদ্ধ দিন
কর্মহীন দিশাহীন
ভূমিপুত্র সারি সারি
দীর্ঘায়িত দলে।

তবু তো জীবন বয়
কি নিবিড় মায়াময়!
তবু তো অমৃত ওঠে
মন্থনের কালে।

ঝরুক শান্তিবারি
হিমায়িত প্রাণে
উঠুক তুমুল ঝড়
চিন্তা-চেতনে।
যুদ্ধ-দাঙ্গা-ভয় মুক্ত
অনাগত দিনে
ফিরুক ছন্দ-লয়
আগমনী গানে।

আরতি সেন, *রবীন্দ্রনগর, কলকাতা নিবাসী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। উনি সমাজসেবা এবং সাহিত্যচর্চায় রুচি রাখেন। উনি পুবাশা দাসের মা।*

জীবন্মৃত

মা দুর্গতিনাশিনী পৃথিবীতে তোমার আগমনবার্তা
চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে
শরতের মেঘের আনাগোনা, কাশফুলের দুলুনি, শিউলি ফুলের সুগন্ধ,
তোমার আসার কথা মনে করাচ্ছে।
পৃথিবীতে মানুষ যে এখনও 'করোনা' ভয়ে আতংকিত ও গৃহবন্দী
কিশোর - কিশোরী যাচ্ছে না শিক্ষালয়ে, তরুণ - তরুণী যাচ্ছে না
বিদ্যাভবনে,
যুবক-যুবতীরা যাচ্ছে না কর্মস্থলে, সকলেই ঘরে বসে কাজ সারছে
ইন্টারনেটে।
এই দমবন্ধ করা আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হতে হয়েছে মানুষকে,
"মা" তুমি আসছো ধরাতলে, এখনও কি "মা" আমরা বন্দী থাকবো?
তোমার দশভূজায় দশখানি অস্ত্রে নিঃশেষিত করো করোনাকে
'মা' সারাবছর ধরে সংসার সুখে দুঃখে করি, পূজোর চারটে দিন
থাকবো বলে অনাবিল আনন্দে।
দুর্গতিনাশিনী 'মা' তুমিই পারো এই দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে
জীবানুমুক্ত করো দেশকে, তোমার পূজোর সাথে সাথে
আমরা যেন ফিরে পাই পুরোনো পৃথিবীকে, পুরোনো জীবনকে,
পুরনো কর্মকে, পুরনো মানুষকে।
মুখে 'মাস্ক' পরে, হাত 'স্যানিটাইজারে' ধুয়ে যাব না পূজামন্ডপে
প্রতি বছরের মত শুদ্ধ মনে, নতুন বস্ত্রে নিজেকে রাঙিয়ে তোমার
চরণামৃত চাই খেতে।
শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ সকলেই একই মন্ডপে পাশাপাশি থেকে যেন করতে
পারি প্রণাম তোমাকে।
বেঁচে থেকেও মৃতের ন্যায় জীবনযাপন থেকে মুক্তি চাই মা -
এ আকুতি আমার সমগ্র মনুষ্য সমাজের।

স্বপ্না কুমার, *উৎসব সদস্য বারীন কুমারের ভ্রাতৃবধূ॥*

গ্রেটা গ্রেটা গ্রেটা

'তোমাদের লজ্জা করে না' চেঁচিয়ে ওঠে গ্রেটা
লোভের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত -
ওরা শ্রমিককে করেছে হাড় জিরজিরে
মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত
উষ্ণতা দিয়ে পৃথিবীকে করেছে শূন্য
দূষণের নিবিড় কালো ছায়ায় ঢেকেছে পৃথিবী

ষোড়শী থুনবার্গ লেখাপড়া ছেড়ে
একা দাঁড়িয়ে থাকে খোঁয়াড়ের সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে
'নির্লজ্জরা তোমরা আমাদের শৈশব নষ্ট করেছ'
দূষণ থেকে জন্ম হলো গভীরতম অসুখ করোনা
দশ হাজার দিন কাঁপছে পৃথিবী
এখন লুকোচ্ছ কেন হে রাজপুরুষেরা !

বিমুগ্ধ বিস্ময়

অপার সৌন্দর্য নিয়ে
দাঁড়িয়ে আছ ঝুল বারান্দায় মগ্ন বিন্যস্ত বিভোর
মুগ্ধতা নিয়ে চেয়ে দেখি সেই নীরব আহ্বান
সৃষ্টির দ্যোতনায় কাব্য উঠে আসে -

কীসব অবয়ব অবশ সম্মোহিত করে
মগ্ন চৈতন্যের নীরব হাহাকার
নিশ্চল নির্বাক ...
এ শুধু অন্তরের কথকতা –

অরূপ চন্দ্র, *বহরমপুর নিবাসী, কবি, প্রাবন্ধিক, চিত্রকলা ও ইতিহাস গবেষক, বহু সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত।*

পথ ডেকে গেছে বারে বারে

পথ ডেকে গেছে বারে বারে
সূর্যোদয়ের থেকে সূর্যাস্তের পারে
রাজপথটুকু দেখার হয়নি সময়,
দূস্তর মরুর হাতছানি এসেছে স্বপনে
সাগরের ঢেউ বেলায় পড়েছে এসে
নোনা জলের স্বাদ পেয়েছি ঠোঁটে
হঠাৎ দখিনা সমীরণে
পাতার আন্দোলনে
মরুদ্যানের জলোচ্ছাসে
তুষার ঝঞ্ঝার শুভ্র বরণে
সমুদ্র গর্জনের মত্ততায়
মন যেন ফিরে পেল
ঈশানের ঘ্রাণ,
প্রাণ উঠল নেচে
জীবন গেল বেঁচে
বুঝলাম এবার
গা ঝাড়া দিয়ে
উঠবার হয়েছে সময়।

ড: সুশান্ত কুমার দে, *অবসরপ্রাপ্ত পশুচিকিৎসক এবং সাহিত্য অনুরাগী।উনি উৎসব সদস্যা সংগীতা বিশ্বাসের কাকা।*

Days of Covid – 2020

April
I have worked from home before, but this time is different
The roads are quiet, the sky a clear blue
The migrating geese in the yard are new
As is the turtle that suns itself on a rock
Is it the recent rain?
Perhaps the fear that makes us cower,
Has emboldened nature to power
To face us, the bully, and say "Enough".

June
I have worked from home before, but this time is different
Bored faces look to be entertained
And lacking that, need to be fed
While the TV continues with 'gloomsday'.
I don't dislike the dear faces
Just that shuttered cafés and stores
And the gym now on the living room floor
Say: Your escape hatches are no more.

September
I have worked from home before, but this time is different
The numbers rise, and fall, and rise
Will they ever stabilize?
Hope too ebbs and flows.
Seventeen vaccines, surely one must work?
But now flames, and skies reflecting orange
Catastrophes – nature's revenge
Come November, is a new 'Orange' on the horizon?

**Kamala Harris is the first Indian American to be a contender for the office of Vice President. In Bangla, Kamala means orange.*

Tanima Bhadra *is a graduate of the Indian Institute of Technology, Kharagpur, and has spent most of her career in computer chip design. She is currently pursuing her interests in business and investments. She divides her time between Newcastle and Southern Oregon.*

"Mayhap…

Walking through dark tunnels, meandering endlessly
No light in sight
Is Hope with us, or back in Pandora's chest
Quivering in fright?

Did she sense what we sightless did not, as we craved for
endless power, wealth, and happiness?
That looming was the day where all that would remain was
doubt, pain, disease, and woeful darkness?

Where integrity, industry, tolerance, nay humanity, turns to naught
and disappears into the horizon
And anarchy, bigotry, and avarice rear their ugly heads, bent
on ending all that is human?

That Earth, beloved Mother her patience lost at last
by insolent murder of the human conscience,
Now strikes down to annihilate all that she brought forth
through fire, flood, COVID-19, and hurricanes?

Mayhap Hope sensed, hence sublimated into countless atoms, each nestling
into every tortured soul
Soothing, healing, inspiring, to rise in unison, reach out to seize the world,
take it out of that deep dark hole

Then tired, but her work done, will gather her strewn self and
go hover over Pandora's chest
watching with loving eagle eyes over all, till they need her again
But for now, she must rest."

Shampa Sarkar *is a graduate of R. G. Kar Medical College, Kolkata, India. She is a psychiatrist and moved to Northern California three years ago.*

Ghost Town

When times of happiness decay
The colors of joy fade away.
When the gloom melts the beauty
The sun cowers behind the valley.

Doom and gloom cover the sky
Predicting we'll all die.
Yet the sun acts shy
Since the mayhem won't fly by.

The streets are silent
Deprived of excitement.
People are lost in crossroads
Yearning for freedom from their abodes.

The clock hands repeat
And our loved ones are unable to meet.
Normality has broken down
Since we're dwelling in a ghost town.

Nirvik Basuroy (14 years), *is a freshman at Folsom High School, CA.*

The COVID Poem

It gives me a scare,
That there are people out there,
Who think that the restrictions,
Are just fiction.
But when it is detected
That they are infected,
And as they get sick,
It gives them a good "kick"!
And by the time they are hospitalized,
Friends and family have realized,
That it is best to stay at home,
Than go out and roam
If not, just do a simple task...
When you go outside, just wear a mask!

Anaya Bhattacharyya (10 years), *is a fifth grader in Rocklin Academy, CA.*

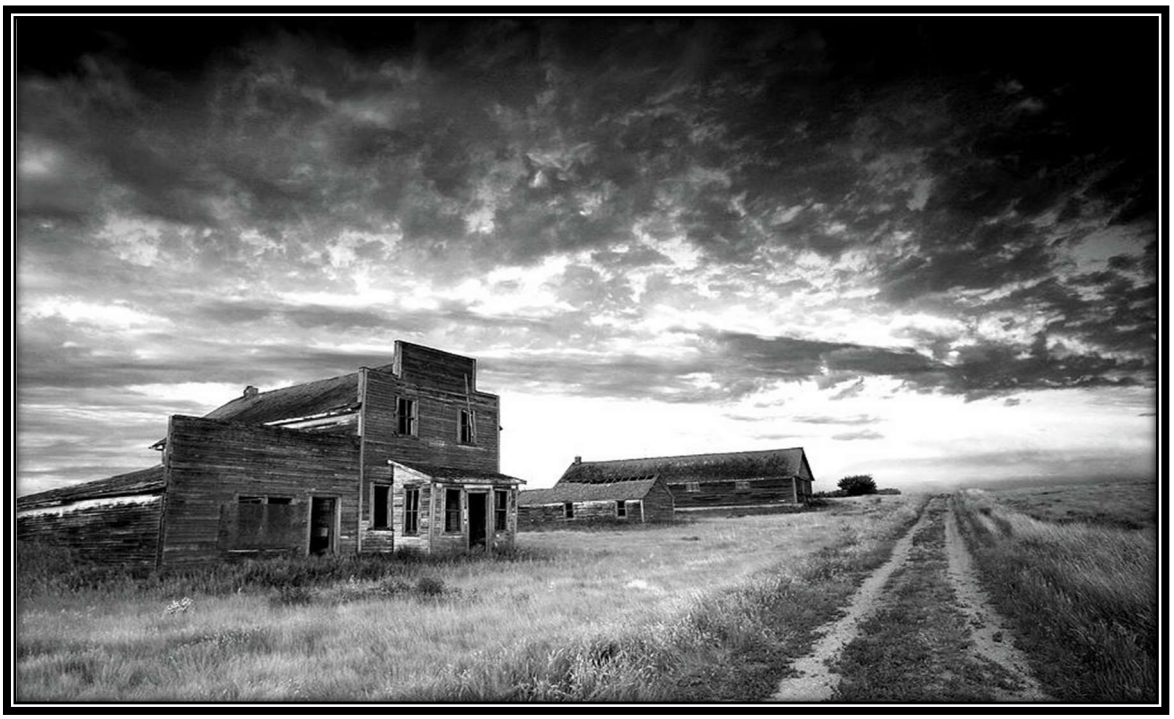

Ocean Life

Would you like to visit the ocean?
Or take a look at its motion?
Wanna take an amazing deep-sea journey for good?
Let's see what they eat for food!

Sharks eat fish, whales eat krill.
Fish are eaten by dolphins who are shrill.
Crustaceans do eat a lot.
Now let's see what communications they got!

Dolphins whistle, whales sing,
Sharks move their fins.
Crabs pinch, jellyfish are signaling
Now let's see where they are living!

Clownfish live in sea anemones,
Hermit crabs live in shells, you see.
Eels live in shallow waters.
Now let's see how colorful they'll be!

Blue tangs are blue, black, and yellow.
Yellow tangs are just a simple yellow.
Clownfish are orange and white.
Eels are black, not at all bright!

Oh, crustaceans are worth studying.
Their ways are very satisfying.
They are fun, colorful, and social too.
Venture out into the big blue!

Siddhartha Dey (12 years), *a 7th grader at Natomas Charter School, Sacramento, CA.*

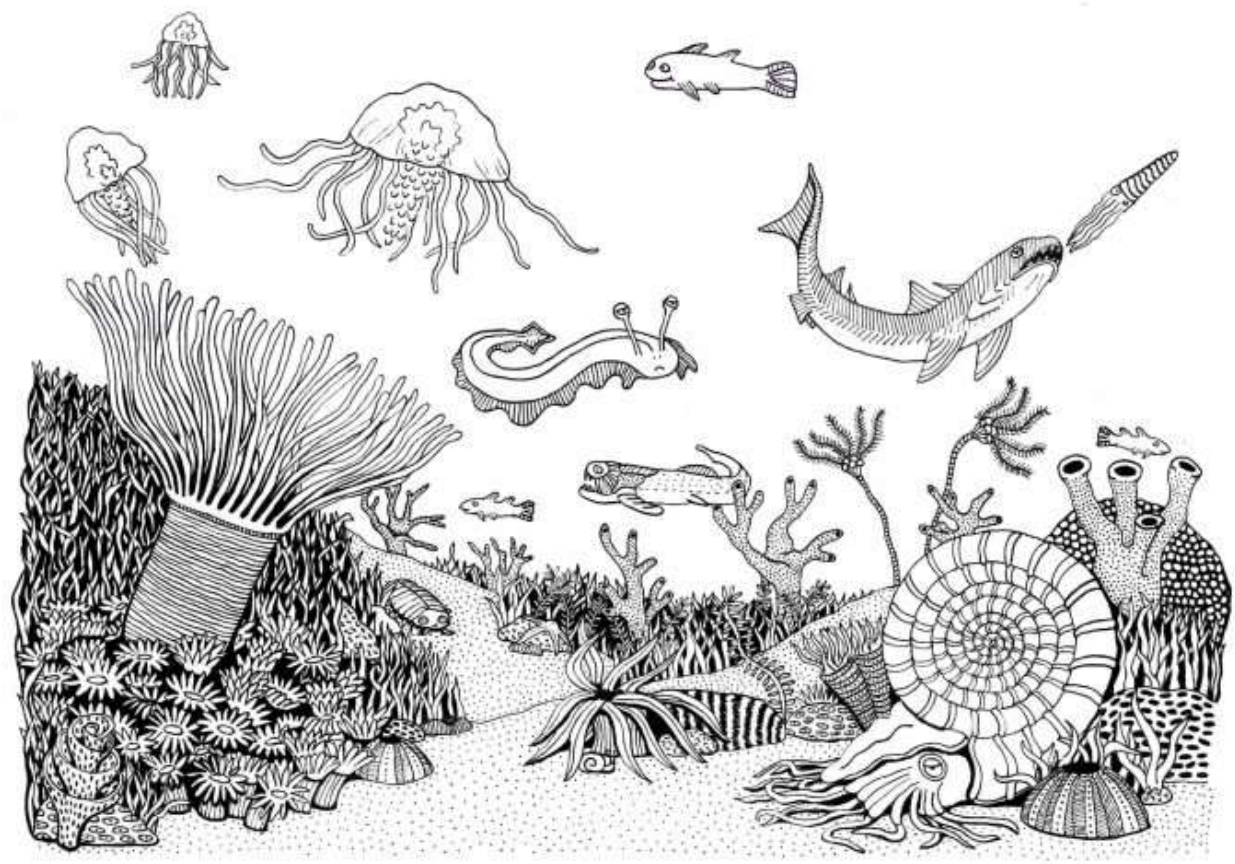

প্রবন্ধ

Articles

তপতী সাহা

জীবন-স্মৃতি থেকে

এ নিবন্ধ যতটা না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবন-স্মৃতি' নিয়ে, তার থেকেও বেশী জীবন বোধের। তিনি প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে 'জীবন-স্মৃতি' বইটি লিখেছিলেন। স্বাভাবিক কারণে তাঁর খুব ছোটবেলার ঘটনাবলী না-ই মনে থাকতে পারে। সে কথা তিনি অকপটে স্বীকারও করে নিয়েছেন - "দাদাদের ও বড় ভাগিনেয়দের সাথে আমিও বাড়ির গুরুমশায়ের কাছে পড়তে যেতুম। ওটাই আমার মনে আছে। পরে আমার ভ্রান্তি দূর হয়েছে।" সবাই জানেন 'রবিজীবনী' কার। প্রশান্তকুমার পাল বহু পরিশ্রমে, গবেষণায় তথ্য-প্রমাণ সহ পাঠকের বিভ্রান্তি কাটাতে সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছিলেন ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ, সোমবার রাত ২টো ২৮ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড (ইংরেজীর ৭ই মে ১৮৬১, মঙ্গলবার), কলকাতার জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে। তাঁর জীবন ছিল মাত্র আশিটি বছরের। আর তাঁর রচনা-সম্ভার প'ড়ে শেষ করতে বোধহয় ৮০ টা জন্ম লাগবে। কিন্তু তাঁর ছোট বেলা থেকে বেড়ে ওঠার সময়টুকু খুব অল্প সময়ে জেনে নিতে দোষ কি?

রবি ঠাকুর ছিল সবার ছোট। তার ছিল সাত দাদা ছয় দিদি। তাহলে কি সবার ছোট, সে খুব আদুরে ছিল? মোটেই তা নয়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায়ই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। আর মা সারদাসুন্দরী দেবী খালি অসুখে ভুগতেন। মা বাবা কাউকেই বেশী কাছে পেত না ঐ টকু ছেলে। তা বলে তার যে কোন খেলার সাথী ছিল না এ কথা বলা যায় না। রবির বড়দিদি সৌদামিনির ছিল এক ছেলে, দুই মেয়ে - সত্যপ্রসাদ, ইরাবতী ও ইন্দুমতী। ইরাবতী ছিল রবির সমবয়সী ও বন্ধু। কিন্তু তাহলে কি হবে 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র' এ পরিচারক ঈশ্বর খড়ির গন্ডি কেটে রবিকে বসিয়ে রাখত, বাইরে বেরোতে দিত না। একদিন ইরাবতী রবিকে খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখে গন্ডির মধ্যে রবি চুপটি করে বসে আছে। "ও মা, তুমি এখানে! আমি তোমায় সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি!" অবাক হ'য়ে ইরাবতী বলে। রবির মুখ ভার। তাকে কেবলই আটকে রাখে। ইরাবতী রবিকে খেলতে নিয়ে যায় বাগানে। রবির মন বসে না। ইরাবতী যে রাজার বাড়ীর গল্প বলে সেখানে যেতে চায় সে। আরে রবি তো রাজার বাড়িরই ছেলে! ইরাবতী তাকে ঘুরিয়ে দেখায় কোন্ টা রাজমহল, কোন্ টা অন্দরমহল আর রাজবাড়ির সুন্দর সাজানো দেওড়িটা - যেখানে মস্ত বড় হাতি বাঁধা। রবি ভাবে এ তো আমাদেরই বাড়ি, রাজা তবে কে? তাঁকে তো সে কখনো দেখেনি!

ওদিকে সত্যপ্রসাদের স্কুলে যাবার সময় হ'লো। সে রবির চেয়ে তিন বছরের বড় কি না। সত্য সুযোগ পেলেই রবিকে ভয় দেখাত- 'এ-ই পুলিশম্যান, ইধার আও। রবিও ছুটতে ছুটতে এক্কেবারে দাইমা দিগম্বির কোলে লুকিয়ে পড়ত। বায়না ধরল সেও যাবে স্কুলে। তাহলে আর সত্য তাকে ভয় দেখাতে পারবে না। সে তো সত্যর মামা না কি? এর মধ্যেই সে বাড়ির পাঠশালায় গুরুমশাইয়ের কাছে 'শিশুশিক্ষা, বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ' পড়ে ফেলেছে। যতই তাকে বোঝানো হচ্ছে তার এখনও স্কুলে যাবার বয়স হয়নি, ততই তার কান্না বেড়ে যায়। শেষে বিরক্ত হয়ে বাড়িতে পড়াতেন যে গুরুমশাই, ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিলেন, বললেন - 'আজ এতো বায়না করছ, একদিন ইস্কুলে না যাবার জন্য এর থেকে ঢের বেশী কাঁদতে হবে।' এ কথা যে অক্ষরে-অক্ষরে ফলে যাবে তা সেদিন আর কে জানতো? কান্নার জোরে কিছুদিন পরই রবিকে ভর্তি করে দিতে হ'ল 'কলিকাতা ট্রেনিং এ্যাকাডেমি' স্কুলে। তখনও তার চার বছরও পূর্ণ হয়নি (শুক্রবার, ৭ এপ্রিল ১৮৬৫)। স্কুলটি ছিল ভয়ানক কড়া। পড়া না পারলে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে ক্লাসের অনেকগুলো স্লেট হাতের চাপিয়ে দেওয়া হত। পিঠে বেতও যে পড়ত না তা নয়। আর তার প্রতিবাদে নিজেদের বাড়ির বারান্দার রেলিংগুলোকে ছাত্র বানিয়ে রবি সপাং সপাং বেত মারত। কয়েক মাস যেতে না সেই স্কুল ছাড়িয়ে দিয়ে গভর্মেন্ট পাঠশালা বা 'নর্মাল স্কুলে' ভর্তি করানো হ'ল তাকে। ক্লাস শুরু হবার আগে একটি ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করতে হ'ত। ছাত্রদের উচ্চারণ কিন্তুতকিমাকার মনে হ'ত, রবির কছে শব্দগুলি এই রকম ছিল- 'কলোকি পুলোকি সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং। আসলে 'নেলসনস্ ইন্ডিয়ান রীডার' এ মূল কবিতাটি ছিল -'Follow me with full of glee, singing merrily, merrily, merrily'। অত ছোট ছেলেরা কি বিদেশী ভাষায় ঐ শব্দগুলো স্পষ্ট করে বলতে পারে! ছোট বেলার এ রকম ক-ত স্মৃতি, ক-ত যে চিন্তা-ভাবনা রবির সাহিত্য সৃষ্টির উৎস ছিল তা বলে শেষ করা যাবে না। আর তার ৭ বছর ২ মাস বয়সে নতুনদাদা - জ্যোতিরীন্দ্রনাথের বিয়ে হ'ল কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে। কাদম্বরীর বয়স তখন ৯। তিনিই রবিকে মাতৃস্নেহে - শাসনে-অনুশাসনে, আদরে যত্নে ভরিয়ে রেখেছিলেন। রবির সারা জীবনের অনুপ্রেরণা, তার সকল রচনা-খনির মণি - নতুন বৌঠান।

সাত আট বছর বয়স থেকে রবির পদ্য লেখা শুরু। দাইমা রামায়ণ মহাভারত সুর ক'রে পড়তেন। তাই শুনে শুনে সে 'পদ্যচ্ছন্দ' এ উৎসাহ বোধ করত। একটা ভুল ধারণা আছে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' – রবির প্রথম কবিতা। আসলে এই বাক্যটি মূল বর্ণপরিচয়ের ১ম ভাগের তৃতীয় পাঠে ছিল। তার প্রথম পদ্য লেখা শুরু হয় পদ্মফুল নিয়ে। যদিও সেটা কি জানা যায়নি। যাই হোক বাড়িতে একাধিক গুরুমশাই পড়াতে আসতেন, চলত নানা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা - সাহিত্য, বিজ্ঞান, অস্থিবিদ্যা, জিমনাস্টিক এবং কাব্য-চর্চাও। এখানে রবির পরিবারের শিক্ষার কথা না বললেই নয়। রবির ন' বছর বয়সে তাকে লাঠিখেলা শেখাবার জন্য একজনকে আনা হ'ল। গুরুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার প্রথা। গুরু ছিলেন জাতে মুচি। এদিকে শিষ্য ব্রাহ্মণ। কিন্তু পিতা দেবেন্দ্রনাথ রবিকে গুরুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে বললেন। গুরু গুরুই হয় তার কোন জাত ধর্ম বয়সের হিসেব হয় না।

নর্মাল স্কুলের হরনাথ পন্ডিত ছাত্রদের সাথে খুবই দুর্ব্যবহার করতেন। রবি তাঁর ক্লাসে লাস্ট বেঞ্চে বসত। পড়া শুনত না এবং তাঁর কোন প্রশ্নের উত্তরও দিত না। পরের বছর পন্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির কাছে বাংলার বাৎসরিক পরীক্ষায় রবি সবার থেকে বেশী নম্বর পেল। হরনাথ পন্ডিত প্রচন্ড রেগে গেলেন। মধুসূদন পন্ডিতের নামে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করলেন। রবিকে আবার পরীক্ষা দিতে হ'ল স্বয়ং স্কুলের সুপারিন্টেন্ডের সামনে বসে। এবারও সে সর্বোচ্চ নম্বর পেলো। স্কুলের সব শিক্ষকই যে রাগী ছিলেন তা কিন্তু নয়। 'প্রাণীবৃত্তান্ত' পড়াতেন সাতকড়ি দত্ত। তিনি রবিকে কবিতা লিখতে উৎসাহ দিতেন। নিজে দু' লাইন কবিতা লিখে- 'রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই, / বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই। , বললেন এর সাথে আর দুটি লাইন মিলিয়ে লিখে আনতে। রবিও লিখল, 'মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে, / এখন তাহারা সুখে জল-ক্রীড়া করে। এই সময়েই রবি নিজেই লিখে ফেললেন - 'আমসত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি, / সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে / হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ, / পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে। দেখতে দেখতে নর্মাল স্কুলে রবির প্রায় ছ' বছর কেটে গেল। এই স্কুল ছাড়িয়ে ১৮৭২ এর মার্চ মাসে তাকে

ভর্তি করা হ'ল বেঙ্গল অ্যাকাডেমি স্কুলে। এই বছরেই ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপে সারা কলকাতার মানুষ আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়ল। রবির স্কুলে যাওয়াও বন্ধ হ'ল। কিন্তু বাড়িতে গুরু বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে রবির সঙ্গীত-শিক্ষা নিয়মিত চলতে লাগল।

রবির বারো বছর পূর্ণ হতে তিন মাস বাকী। ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ (২৫ মাঘ) সবচেয়ে ছোট দাদা সোমেন্দ্রনাথ, ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ ও রবির উপনয়ন হ'ল। আচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ যজ্ঞোপবীত পরিয়ে ও গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। আর পিতা দেবেন্দ্রনাথ গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিলেন - পৈতে হবার পর প্রতিদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাত মুখ ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে সূর্য প্রণাম ও গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা অবশ্য কর্তব্য। উপনয়নের ক'দিন বাদে দেবেন্দ্রনাথ রবিকে ডেকে পাঠালেন, জিগ্যেস করলেন - "নেড়া মাথায় কি ইস্কুলে যাবে?" রবি তার বাবাশাইয়ের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি বললেন যে এবারে তিনি হিমালয়ে বেড়াতে যাবেন। তার আগে বোলপুর যাবেন। সেখানে দুদিন থেকে হিমালয় যাত্রা করবেন। রবি কি যাবে? রবির আনন্দ আর ধরে না। এই প্রথম রবি বেড়াতে যাবে। তাও আবার বাবামশাইয়ের সাথে! মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বরাবর তাঁর সন্তানদের খুব সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হ'তে শিখিয়েছিলেন। আর বাড়িতেই রেখেছিলেন উচ্চমানের শিক্ষা-ব্যবস্থা। বাড়ির ছোটদের বছরভর বরাদ্দ ছিল নেয়ামত খলিফার তৈরি সাদাসিধে সাদা জামা। তাতে না থাকতো কোন পকেট না থাকতো কোন ডিজাইন। এবারে রবির জন্য বানানো হ'ল মখমলের টুপি, কারুকাজ করা কামিজ। প'রে রবিকে একদম রাজপুত্তুরের মত লাগছে। ইরাবতীর রাজার কথা মনে পড়ে গেল রবির - এই কি তবে রাজার পোষাক!

বাবামশাই রবিকে একটি সোনার ঘড়ি হাতে দিয়ে বললেন, "সাবেক কালের ঘড়ি, যত্ন করে দম দিও।' রবি এলো বোলপুরে। রোদের আলোয় ঝলমলে সারি সারি সোনাঝুরি গাছ আর খোয়াইয়ের সুন্দর জলের ধারা দেখে রবি খুশীতে আত্মহারা। বাবামশাই পরদিন জিগ্যেস করলেন- "রবি ঘড়িতে দম দিয়েছ?" "আজ্ঞে, রোজ যত্ন করে দম দিই, কিন্তু ঘড়িটাতে আর দম দেওয়া যাচ্ছে না ।' ব'লে রবি মাথা নীচু করে রইল। বাবামশাই একটুও রাগ করলেন না। তিনি ছোট ছেলের মধ্যে দায়িত্ব বোধ দেখতে চেয়েছিলেন। শুধু মজা করে বললেন যে যত্নটা কিঞ্চিৎ বেশী হয়ে গেছে। ঘড়িটা তিনি মেরামতের জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন। পরের দিন হিমালয় যাত্রা করলেন।

পাহাড়ে এসে রবি খুব খুশী। চারদিকে জ্যোৎস্নার আলো উপছে পড়ছে। বাবামশাই বসে আছেন বারান্দায়। রবিকে গান গাইতে বললেন। তার সঙ্গীত-চর্চা কেমন চলছে তা পরখ করবেন। "তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে / কে সহায় ভব-অন্ধকারে।' রবির গলায় ব্রহ্ম সঙ্গীতের সুর প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল আকাশে, বাতাসে, পাহাড়ে...। মুগ্ধ হ'য়ে শুনলেন মহর্ষি। পরদিন ভোর হতে না হতেই রবিকে ডেকে তুললেন বাবামশাই - "রবি ওঠো, ওঠো - একটু বাদেই সূর্য উঠবে। হিমালয়ে সূর্যোদয়! এমনটি আর কোথাও দেখতে পাবে না রবি। প্রণাম কর রবি , মন্ত্র বলো - ওঁ জবাকুসুম শংকাসং...। পাহাড়ের চূড়োয় ঠিকরে পড়ছে আলো। অপূর্ব ! চলো বেরিয়ে পড়ি। পাহাড়ে ঘুরে বেড়াবার মজাই আলাদা।' প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে চলেছে রবি - আঃ কী চমৎকার পাইন গাছের সারি, ঝরণার ধারা আবার কোথাও বা মনে হচ্ছে যেন সবুজ গালচে পাতা। রবি দুচোখ ভরে দেখছে। হঠাৎ তার মনে হ'ল বাবামশাই তো পাশে নেই। কই তাঁকে তো দেখা যাচ্ছে না! সে কি তবে হারিয়ে গেল? রবি চিৎকার করে উঠল - বা-বা-ম-শা-ই... আমি পথ খুঁজে পা-চ্ছি না...। তার ডাক কেবলই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফিরে এলো। বাবামশাই যেন বলছেন-" চে-ষ্টা ক-রে দে-খো ঠি-ক প-থ খুঁ – জে পাবে।'

এমনি করেই রবির বেড়ে ওঠা । কালক্রমে মস্ত বড় কবি হলেন। ভুবন-জুড়ে তাঁর খ্যাতি হ'ল । তিনি আমাদের সবার বড় আপন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তপতী সাহা, *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী, অধুনা যাদবপুর প্রাংগনে অবস্থিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদে কর্মরত।ভ্রমণকাহিনী, ছোটগল্প, নাটক, নিবন্ধ ও ছোটদের জন্য অনুবাদ রচনা করেন।*

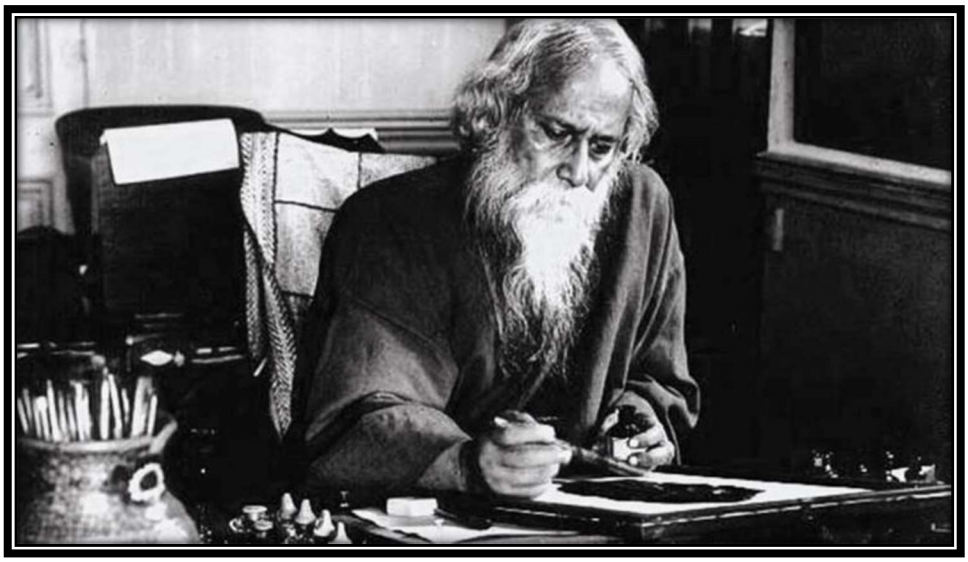

মাসিমা

কাল দাদার থেকে খবর পেলাম সজল আর নেই। সজল আর রানু আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতো – আমার ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী ছিল। আমার বয়েস লেট সেভেন্টিজ, তাই অনেক ছোটবেলার সাথী আর এই পৃথিবীতে নেই। সজলের সাথে বাংলাদেশ ছাড়ার পর আর দেখা হয়নি – তাও মনটা খারাপ। সজল আর রানুর বিষয়ে ভাবতেই, মাসিমার কথা মনে পড়ে গেলো। কি ভয় পেতাম উনাকে। উনি অবশ্য আমাকে, দাদাকে খুবই স্নেহ করতেন। উনার গলার আওয়াজ বেশ উঁচু, তার উপরে বিরাট পার্সোনালিটি। খুব দাপট ছিল মাসিমার !

আমাদের ছোট শহরে তখন বিজলী আসে নি। রাতে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে কাজ করে সকলেই। নয়টার পর তো শতকরা একশো ভাগ অন্ধকার। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে, রাতের গভীরে, সজলদের বাড়িতে চোর ঢুকলো। রানুর মামার ছেলে, বিষ্ণুর, বিয়ে হবে ওদের বাড়ি থেকে। বিয়ে বাড়িতে সোনা, গয়না থাকবেই – এই খবর পেয়ে চোর বাড়িতে ঢুকে ছিল। ঘরের বাইরের থেকে সিধ কেটে, শোয়ার ঘরে প্রবেশ করেছিল চোর। চোরের ভাগ্য খারাপ, মেসোমশাই জেগে ছিলেন। উনি উঁচু গলায় "চোর চোর" চিৎকার করতে শুরু করলেন। আমাদের বাড়িতে দাদা ও বাবা জাগা। তারা লাঠি নিয়ে বাড়ি থেকে ছুটে বেরোলেন। আশে পাশের অন্য অন্য বাড়ির ছেলে, পুরুষ মানুষ ও বেরোলেন। রাতের অন্ধকারে চোর কে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না - সে পালিয়ে গেছে এটাই ধরে নেওয়া হলো।

হঠাৎ, মাসিমার গলার আওয়াজ ভেসে এলো – "ধরেছি, ধরেছি, চোর ধরেছি।' সবাই আবার ছুটলো সজলদের বাড়ির দিকে। আর একটি গলাও শোনা গেলো – "আমি চোর না, আমি চোর না - পিসিমা এটা আমি।" আর তার পর মাসিমার উত্তেজিত আওয়াজ - "এই নিঃবংশ্যা, আমি আবার কবে তোর পিসিমা হলাম ?"

হ্যারিকেনের টিম-টিমে আলোয় সবাই দেখলো মাসিমা ভাইপো বিষ্ণুকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন আর বিষ্ণু থর-থর করে কাঁপছে। ওর ভয়, পাড়ার সবাই যদি একটা করে দিয়ে যায় তাহলে তো অনেক মার খাবে সে। বিষ্ণুর গায়ের রং খুবই কালো – চোখের সাদা গুলো বাদ দিলে অন্ধকারে ওকে দেখাই যায় না। তাই মাসিমাকে আর ভুল পরিচয়ের দায়ে দোষ দেওয়া হলো না।

দেশপ্রেমিক

তখন ব্রিটিশ শাসন – স্বাধীনতার কয়েক বছর আগের কথা। অখণ্ড বাংলা। শহর জুড়ে প্রায় প্রতি দিন রাস্তায় যুবক যুবতীদের দল বেরোয় – মুখে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান। আমার দিদি স্কুলে লাঠি খেলা শেখে, দাদা পাড়ায় কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার। আমি ছোট্ট তাই কিছু করি না – দাদা-দিদির কাছে কেবল গল্প শুনি। এক দিন ঘোষণা করা হয় যে এক নামি ফ্রিডম ফাইটার আসছেন আমাদের শহরে। ভাষণ দেবেন এবং ডোনেশন ও চাইবেন।

ফ্রিডম ফাইটারকে শ্রদ্ধা জানাতে আমাদের পাড়ার মহিলা, পুরুষ, ছেলে এবং মেয়েরা এক বিরাট দল বেঁধে স্টেশন পৌঁছোলো। আমিও মার সাথে তাদের মধ্যে শামিল। লোকের ভীড় স্টেশনে – ট্রেনের জন্য অপেক্ষা। কিছু কংগ্রেসের যুবক হাতে ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে, নেতা কে পরাবে। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন প্রবেশ করলো স্টেশনে, আর নেতা ও প্লাটফর্মে নামলেন। কিছু লোক উনার পায়ে প্রণাম করে, কিছু উনার গলায় মালা পরায়।

আমাদের পাড়ার একটি ছেলে হঠাৎ বলে উঠলো "ওটা পরেশ কাকা না?" ঠিকই তো, আমাদের পাড়ার পরেশ কাকাও ট্রেন থেকে নেমেছেন। উনার কোমরে দড়ি বাঁধা, দড়ির শেষের অংশ টা একটি পুলিশের হাতে। পাড়ায় কয়েক দিন ধরে কানাঘুসোতে শোনা গেছে পরেশ কাকা নাকি জেলে। উনি নাকি অনেক লোকের থেকে টাকা নিয়ে কলকাতা গেছেন, ব্যাঙ্ক খুলবেন। সব ব্যাঙ্ক তখন প্রাইভেট। লোকেরা তাদের টাকা ফেরত চাইতে, পরেশ কাকা আজ দেবো, কাল দিচ্ছি বলে তাদের বিদায় করেন। শেষে কিছু লোক উনার নামে ব্রিটিশ সরকার কে নালিশ জানায়। তাই আজ উনাকে গ্রেফতার করে নিজের শহরের জেলে পুলিশ নিয়ে এসেছে।

পরেশ কাকা প্লাটফর্মে এত চেনা মানুষ দেখে অপ্রস্তুত - খুব লজ্জিত। ভাগ্য কে দোষ দিলেন - এই নেতা কে আজই আসতে হয়েছিল? তবে উনার উপস্থিত বুদ্ধি খুব তীব্র – ডান হাত উপরে তুলে চেঁচিয়ে বলেন "বলো ভাই বন্দে মাতরম।" তাই শুনে প্লাটফর্মের অনেক আওয়াজ বলে ওঠে – "বন্দে মাতরম।" ব্যস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। এক স্লোগানে পরেশ কাকা নিজের পরিচয় পরিবর্তন করে নিলেন, উনি বিদ্রোহী হয়ে গেলেন। লোকে বলাবলি করলো "আহা রে, আর একটি দেশপ্রেমিক কে ব্রিটিশ সরকার এরেস্ট করলো।"

শিখা ভদ্র, *গত তিন বছর ক্যালিফর্নিয়া তে আছেন ।উনার একাডেমিক ডিগ্রীর সাথে আর একটি বিশেষ ডিগ্রী আছে, MOTT - মাদার অফ তনিমা এন্ড তন্ময় ।*

ধূমকেতু আবার

আমরা ছেলেবেলায় খুব ব্যবহার করতাম কথাটা সেটা হলো ধূমকেতু। হঠাৎ কাউকে দেখলে "এ কি রে ভাই, এ যে ধূমকেতুর উদয়"! আমার ভারতবর্ষে বেহারে জন্ম, পরে অধুনা বারাণসীতে লেখাপড়া।তারও পরে বিয়ে হয়ে কলকাতা যা আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। এরপর আমার মেয়েরা দু'জনে সপরিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছে বলে প্রায়ই যাওয়া আসা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেলাম। হাঁটু এবং আরও কতগুলো হাড় ভেঙ্গে যাকে বলে অক্ষম হয়ে গেলাম। এখানে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকার পর মাথা এবং অন্যান্য ভাঙাচোরা অঙ্গ সব জোড়া লাগলে আমি আবার হাঁটলাম। ধন্য এদেশের চিকিৎসা। গল্প দীর্ঘ করবো না, শুধু এইটুকু বলি যে এই হাঁটাটাই একটি ওয়াকার এর সাহায্য লাগে। স্থায়ী বসবাস করার জন্য টুরিস্ট ভিসা রইলো না। আমাকে নাগরিকত্ব নিতে হলো। ইতিমধ্যে আমার মেয়েরা তাদের বাবাকে হারিয়েছে। নাতি-নাতনিদের কাছে আমি সমাদৃত, সকলেরই পড়াশোনা শেষ। এদিকে বড় নাতির দুটি ছেলে হয়ে আরো সিনিয়র হয়েছি। আমার পুরোনো স্মৃতি থেকে গল্প, বিশেষতঃ আমার বাবার, ওরা খুব আদর করে শোনে। এখন করোনা নামক ভয়ানক অসুখ এদিকে সবকিছু বন্ধ করেছে। সবাই অফিস করছে বাড়ি থেকে। বাচ্চারা স্কুল করছে বাড়ি থেকে। যে নতুন কলেজে যাবে তার উৎসাহ কোথায় ? এর মধ্যে হঠাৎ কেমন চঞ্চলতা লাগল। ২/৩ দিন পর পর ওরা ধূমকেতু দেখতে রাত্রি ৮টার সময় ৫০ মাইল গাড়ি করে গেলো। আমার দ্বারা হবে না, যাবার চেষ্টাও করি নি।আমার নাতনি ক্যামেরায় যে ছবি এনেছে সেটা দেখে চক্ষুস্থির!

Neowisec/2020/F3 (Stands for New Earth Object Widefield)

- Infrared survey, Explorer
- Found March 27, 2020
- Orbit period 6,766 years
- From oort cloud as theorized by NASA appear big dipper constellation.
- Icy space rock 190m miles away from the Sun, 160m miles away from earth.
- Comet is 3 miles wide.
- Tail – sodium ion, length 10million miles
- Speed 144,000 milies per hour (MPH)

এই হলো এ শতাব্দীর সেরা খবর।একটু খোঁজখবর দেখে ইংরাজী শব্দ বসিয়ে তাই আপনাদের সজাগ করলাম। এর পর সৌরমণ্ডলে ঘুরপাক খাওয়া, তার গতি, কত লাইট ইয়ার লাগে হিসাব কষতে মাথা ঝিম-ঝিম। খুব মনোগ্রাহী ব্যাপার যাই বলো। এই ৬,৭৬৬ বৎসর ঘুরে আসছে, তারপর এই স্পীডে, যা না কি ১৪৪,০০০ মাইল ঘন্টায় ! স্যাক্রামেন্টোর লোকেরা ভাগ্যবান বটে। আমি নিজে তো জানতামই না। পরিবারের মানুষেরা, বিশেষতঃ নাতনীর উৎসাহে জানা গেলো। অনেক বিষেশজ্ঞের দল পড়াশোনা করে আর একটি গ্যালাক্সির নাম বলেছে - তার নাম এন্ড্রোমেডা। সে ২.৫ মিলিয়ন লাইট ইয়ার দূরে। এর তারকার সংখ্যা এক ট্রিলিয়ন হবেই। এর পড়াশোনা করতে হলে আবার ঘুরে আসতে হবে।এই ধূমকেতুটির সম্বন্ধে লিখতে আমার বোধ হয়েছে যে পুচ্ছটি বরফ, ধুলোবালি এবং সোডিয়াম আয়ন দিয়ে ভরা। লম্বায় ১২ টি চন্দ্রিমা যদি পাশাপাশি যদি রাখা যায়, যার কিনা প্রত্যেকের ডায়ামিটার ২,১৫৯ মাইলস হয়, তাহলে কি রকম একটি ছোট খাটো খেলনা তৈরী হয়। এই সমস্ত খবরাখবর অসাধারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল।

আমার বাবা নতুন চাকরি নিয়ে উড়িষ্যায় গেছেন।বয়স ২৫/২৬ হবে। আমার মা ঠাকুর্দ্দার বাড়িতে দু'ছেলেকে নিয়ে থাকেন। বাবা একলা, সন্ধ্যেটা কাটেনা বলে একটা ক্লাবে বেশ দূরে তাস খেলতে যেতেন। একদিন বাড়ি ফিরবার সময় দেখলেন দূরে রাস্তায় কেমন আলো জ্বলছে। গভীর রাত্রি, তবু সাইকেলে যতটা গতি বাড়ানো যায়। কাছাকাছি আসতে দেখেন রাস্তার দুধারে কালভার্টের ওপর বসে আছে দুটি ব্যাঘ্রপুঙ্গর। অবর্ণনীয় কান্ড, তখন তিনি পারেন না এগোতে, না পেছতে।তিনি শক্ত পোক্ত মানুষ ছিলেন। তা হলেও শেষ পর্যন্ত উর্দ্ধশ্বাসে কি করে বাড়ি পৌঁছালেন তার বাকি ইতিহাস শোনা গেলো একটি ছেলের কাছে যে বাড়ির কাজ করত। সে খাটিয়ায় পরে ঘুমোচ্ছিলো। তাকে টান দিয়ে ফেলে দিয়ে সেখানেই শয়ন। ৫ দিন জ্বরে বেহুঁস হয়ে ছিলেন। শেষে কোলিয়ারির ডাক্তারেরা নানা চেষ্টায় পদত্যাগ করিয়ে দাদুর বাড়িতে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এরপর আমার বাবা অবশ্য রেলওয়েতে চাকরি পান সারা জীবনের মত।

আমরা ধূমকেতু দেখলাম, করোনা বা কোভিড কতকটা দেখলাম, এরপর বাঘ দেখলাম। নাঃ আর লেখা যাবে না - যদি ঘাড় মটকে দেয় ? সকল দুঃখের শেষ হোক, সকল অশুভকে বিনাশ করবার প্রার্থনা জানিয়ে পরমেশ্বরকে নমস্কার করছি। এখানে স্যাক্রামেন্টোর বন্ধুদের জন্য পুনর্বার প্রার্থনা জানাই।

***মঞ্জু রায়চৌধুরী**, অশীতিপর, গ্র্যানাইট বে - তে অবসর জীবন যাপন করছেন। বাংলা ভাষা, রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি তাঁর আনুগত্য তাঁকে লেখালেখি ও পড়াশোনায় ব্যস্ত রাখে।*

জয়া ব্যানার্জী

একটি মডার্ন গপ্পো

দিনকাল পাল্টে গেছে। আমরা সবাই হয়তো বা ভয়ার্ত, আতংকিত বা কেউ কেউ আবার বেপরোয়া। আচ্ছা ভাবুন তো? সেই একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবাণু। সে কিনা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মানুষের মুখোশ ঘেরা মুখ গুলো থেকে মুখোশ নাবিয়ে ফেলেছে? আজ আমরা সবাই বেরুচ্ছি মুখোশ পরে, কিন্তু ঘরে বন্দী মানুষ জনের সেই আগেকার মুখোশ গুলো সব যেন ধ্বসে ভেঙে আসল মুখ বেরিয়ে এসেছে। আজ আমরা সবাই জানতে পারি মুখোশের পেছনের আসল মানুষ কে। আমরা আজ সবাই নিজেদের ক্রোধ, ঘৃণা আকাঙ্খা সব কিছুই সেই স্বচ্ছ একুয়ারিয়ামএর মতন সোশ্যাল মিডিয়া তে তুলে ধরেছি. আমাদের প্রীতি ভালোবাসা, আমাদের ছোট ছোট হাসি কান্না তার সব কিছুরই সাথী এখন এই সোশ্যাল মিডিয়া! পার্টি নেই, শ্রীমতি পাকড়াশীর সেই গোটা পাঁঠার মাংস কিংবা গলদা চিংড়ির বাহার নেই - COVID-19 আমাদের যেন টেনে নিয়ে গেছে এক গভীরে, যেখানে কেবল আছে আমাদের choose না করা পরিবার আর সেই মানুষ জন যাদের আমরা কেবল tolerate করতাম ঠিক সেই যেন সাজানো flower ভাসে সাজানো এক গুচ্ছ ফুলের মতন? তারাই এবার আমাদের ২৪ ঘন্টার সাথী?

বেহাগ রাগের সাথে কিন্তু রাগ ভৈরবীও শোনা যাচ্ছে। ঘরে ঘরে পরিবার এর বন্ডিং বাড়ছে, মা বাবা বাচ্চা কাচ্চা এক সাথে খাবার টেবিলে।লোক জনের ক্রিয়েটিভিটি এখন তুংগে আর beach ভরে-ভরে করোনা - না না কোনো ভয় নেই। ভ্যাকসিন তো আসছে। মারকে লেঙ্গে -

তা সে যাই হোক, দিনকাল তো সত্যিই পাল্টাচ্ছে করোনা আর নো করোনা। এবার একটা এই পাল্টে যাওয়া দিনকাল নিয়ে গপ্পো বলি। গপ্পোর প্লট তা একটু চিরাচরিত কিন্তু দিনকালটা মডার্ন আর চরিত্রও কিন্তু খুবই মডার্ন।

এক যে ছিলো রাজা।কেন? মডার্ন না? আজকের দিনেও কিন্তু অনেক দেশে রাজা রানী আছেন আর মানি মানি আমরা তো "সবাই রাজা আমাদেরই ।."

আচ্ছা এক যে ছিলো রাজা। আহা এ রাজা কিন্তু সে রাজা না। নামে ছিলো রাজা বাপ মা আদর করে নাম রেখেছিলেন রাজা. সেই কানা ছেলের নামে পদ্মলোচনের মতন। কিন্তু slum এর জন্ম তাকে আটকে রাখতে পারে নি। সে নিজের নামকে আত্মস্থ করে সত্যি সত্যি রাজা হয়েছে - King অফ সুলেমান পাড়া।রাজার মতনই তার এখন প্রচুর প্রতিপত্তি ব্ল্যাক মানি, এক্সট্রশন মানি।আরও সব চুরি রাহাজানি মানি। ছোটোখাটো এক আর্মিও তার আছে। সুলেমান পাড়ায় তাকে এক ডাকে সকলেই চেনে এমন কি পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট তাদের কাছেও সে সমান খ্যাতিপ্রাপ্ত।

এখন তো মডার্ন যুগ তাই সবরকম বিজনেসই তো অনলাইন। রাজাকেও ইন্টারনেট শিখতে হয়েছে অর্ডার আর সাপ্লাই বজায় রাখতে. সেখানে তার বিজনেস এক্কেবারে গ্লোবাল।

মন্দার সময় এখন লোক জন করোনার ভয়ে বাইরেও বেরোয় না, মারামারি লুটপাট সবই বন্ধ, বেজার রাজা তাই সার্ফিং করে সারাদিন। সেই করতে করতে একদিন দেখতে পেলো আগুন জ্বলছে। আগুন জ্বলছে আমেরিকায়। কি ব্যাপার? ভালো করে দেখে বোঝা গেলো প্রোটেস্টএর আড়ালে - লুট পাট রাহাজানি। ইশ গেলো গেলো। রাজার তো চক্ষু বলাকার! হুঙ্কার করে ভাবে -আমার বাজারে এরা করা? তৎক্ষণাৎ অ্যাসিস্ট্যান্ট কে তলব - হেই টোনি আমার ইম্পেসালিটি আমেরিকা চালায় কি করে? কোন সালা হামার আইডিয়া চুরি করে এক্সপোর্ট করেছে রে? সব সালাদের খবর নে তো। সালা আমাকে ফাঁকি? তা টোনি খবর টবর নিয়ে জানায়। রাজা সাব আমরা পেটেন্ট করতে ভুলে গেছি তাই হয়েছে। বলেছিলাম তখন YouTube পোস্ট করবেন না, এখন হলো তো? ওঁরা তুমার মেথডোলজি পাচার করে দিয়েছে। ইশ কত টাকার রয়ালটি মিস!

রাজার ক্যাম্পের সবার মন বেজায় খারাপ। কাজের অর্ডার, তা রাজাদের না দিয়ে ইন্ডেপেন্ডেন্টলি করলো আমেরিকা ? এত্ত ভালো আইডিয়াটা এক্কেবারেই গোটা ইউনিভার্স জেনে গেল ।

এবার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে আর সারা রাত ধরে নেট ঘেঁটে রাজা ঠিক করলো ট্রাম্প কে একটা ফোন লাগাতেই হবে। অবশ্য এটা ঠিক এক্কেবারে রাজার একার আইডিয়া নয়। তার বহুদিনের দোস্ত লাল্লু জির জিনিয়াস মগজ দিয়ে আইডিয়া টা বেরিয়েছিলো। তবে রাজার সন্দেহ। রাবড়ি দেবীর যে হাত নেই তাতে তা ঠিক মানা যায় না। রাবড়ি দেবী তো আবার ভীষণ ইন্টারন্যাশনাল savvy ।

যাই হোক। এবার সময় টময় বিচার করে রাজা ছাড়লেন টুইট ট্রাম্প কে। আজ কাল কেউ ফোন করে নাকি। ধুস! সে কোন আদ্দিকালের ব্যাপার-স্যাপার! এখন সব কথা ইনস্টাগ্রাম আর টুইট।

এখন সে হয়েছে এক কান্ড। আজকাল তো আবার ইলেকশনএর ধুম । ট্রাম্প প্রচুর ব্যস্ত - কাকে কি নিয়ে নাস্তানাবুদ করা যায় কোন মিছা কথা বললে TRP বাড়বে- জীবন তো এক্কেবারে রিয়ালিটি শো করে ফেলেছেন সার! এই নিয়ে কেবিনেট আর হাউস মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে। তাই টুইট একাউন্ট অন্যেরা হ্যান্ডেল করছে পালা করে।

আমাদের রাজা ডোনাল্ড কে খুব একটা ফলো টোল করে না বুঝলেন, তার হাতে অনেক কাজ আর ঐসব ফস্টি-নষ্টি করা লোক তার পোষায় না। আজ নাহয় উপায় নেই তাই।

তা রাজার টুইটের জবাবে একটা নম্বর পেয়েছে রাজা। বলেছে ফেস টাইম করতে। রাজার কলার উঁচু!

এক টুইটেই ট্রাম্প খালাস! মিলতে চায়। রাজা ক্যাম্প তখন করোনা পার্টি COVID-19 পার্টি সব বাদ দিয়ে জুটে গেছে রাজার ইংরেজি ঠিক ঠাক করে দিতে। আর ট্রাম্প সালা ১ নম্বর দেশের রাজা তো। আর সুলেমান পাড়ার নাম তো রাখতে হবে। তো দেখুক কোন রাজার পয়সা সাঁটিয়েছে।

তা এবার রাজা রেডি, মনিশ ভাইয়ের স্যুট সব্যসাচীর টাই। ইন্টারপ্রেটার রেডি ! Zoom করবে নিজের প্যালেস থেকে! রাজা বলে কথা এমনি এমনি নাকি?

ওররে বাব্বা। zoom যখন খুলে এলো, রাজার তো প্রায় হলুদ অবস্থা - দুই অপ্সরা। এরা করা? পাশ থেকে হাবিব বলে ফিসফিসিয়ে - ফার্স্ট লেডি মিলেনা আর তার মেয়ে টিফানি। রাজার আর নজর সরে না! ওধার থেকে টিফানিও স্তব্ধ। যেন সঞ্জয় লীলা বানসালির সিনেমা। রাজার মুখে কথা নেই, মিলেনা যেন অনেক কিছু বলে যাচ্ছে কিন্তু তার এক বিন্দুও রাজা শুনছে না। তার তখন হৃৎপিণ্ড রকেট, চারিদিকে যেন ঘুঘু পাখি ডেকে যায়। একেই কি বলে লাভ এট ফার্স্ট সাইট? পাশে সবাই উসখুস করছে -রাজা কেন সব মেনে নিচ্ছে? কিন্তু রাজার প্রাণ তখন উরু- উরু মন যেন ঘুরু- ঘুরু রয়ালটি হাওয়া, পয়সা তুচ্ছ একাধিপত্ব লাট মার।

ওধার থেকে ফার্স্ট লেডি বলছে- রাজা তোমার অ্যাকশন আমরা বেশ কয়েক বছর ধরেই ফলো করছিলাম। হাব্বি তোমার বেজায় ফ্যান। আমাদের ইলেকশনে কিন্তু ভোটিং বুথ সামলাতে তোমাকে দরকার। রিমোটেলই যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারো। তবে কিন্তু সব কিছু ভলান্টারি। টাকা পয়সা একটু টান পড়েছে বুঝলে? কি ভাবে তোমার ঋণ শুধবো একটু বলতো সোনা।

রাজার তখন পলক পড়ে না।এক গাল হাসি তার মনমুগ্ধ চোখে। টিফানি ভাবে ইশ! এক্কেবারে চোখের বালি (eye - candy)। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো - না না ভার্চুয়াল কেন। Mr. রাজা তো আসতেই পারেন হোয়াইট হাউসের গেস্ট হয়ে কিছুদিন। আমি ওনাকে পার্সোনালি সব ঘুরিয়ে দেখাবো। কি বলেন রাজা ওস্তাদ?

বিশাল একটা গুঁতুনি খেলো রাজা হাবিবের কুনুই থেকে। হাবিব বলছে এই তো চান্স- চেয়ে নাও রাজা ওস্তাদ- রাজার যেন তখন যোগনিদ্রা, থুড়ি অপ্সরা নিদ্রা, ভঙ্গ হলো। হ্যাঁ এই তো চান্স পে ডান্স। বহুদিনের প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করা থালাইভার ইস্টাইলে সে ডেলিভারি দেয় "I may say it once, but it means it is said a hundred times" ই আমি তোতলায় ইন লাভ উইথ ইউ ম্যাডাম। আপনি যা মাংবেন এই রাজা বুক উজাড় করে দিয়ে দেবে।" টিফানি তো আনন্দই ডগমগ। ভাবছে কি করে মা বাবা আর রিচার্ড কে লেঙ্গি দেয়া যায়। কিছু বলেই ওঠার আগেই আমাদের রাজা । তার দ্বিতীয় গুরু শারুখের মতন হস্ত প্রসারিত করে বলেই- এই বোরো বোরো দেশে ছোট ছোট কাজ আমি তোমার জন্য করেও দিতে পারি মিলেনা ডার্লিং। একবার হামায় ডাক দিয়ে তো দেখো। হামার সারা লাইফ তোমার পদতলে। তোমায় আম্রিকার প্রেসিডেন্ট যদি না করে দিয়েছি হামার সালা নাম রাজা নাহি! তার পরের ঘটনা কি আর বলে দিতে হবে? ইন্টারপোল এখন ক্রিমিনাল ইভেন্টের একটা বিশাল মিস্টারী সল্ভ করতে ব্যস্ত - শিগগিরই নেটফ্লিক্সেয় নতুন ড্রামা - অপেক্ষায় থাকুন।

জয়া ব্যানার্জী, *স্যাক্রামেন্টো ন্যাটোমাস বাসী। উনি ক্যালিফর্নিয়া স্টেটে কাজ করেন এবং বাকি সময়টা স্বপ্ন দেখেন।*

আরতি সেন

আবর্ত

কি যে হল নিজেও বুঝতে পারছেন না। সুমনবাবুর নিজেকে নিজে এবং অবশ্যই অন্যরাও তাঁকে সফল মানুষ বলেই মনে করেন।তাহলে কেন যে আজ এই লুকোচুরি! উঠেছেন সেই কোন্ ভোরে-প্রায় অন্ধকার থাকতে।তাড়াহুড়ো করে তৈরি হতে হতে ব্যালকনি থেকে উঁকি দিলেন পাশের ফ্ল্যাটে।দীপেশ কি উঠেছে? বুঝতে পারছেন না।ঠিক আছে-না উঠলেও ক্ষতি নেই।তিনি অপেক্ষা করবেন না।দরজায় লক টেনে চলে এলেন গ্যারেজে। আসলে, মিতালী উঠে বাধা দেবার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে।নাঃ, দীপেশ দাঁড়িয়ে।ইশারায় গাড়িতে উঠতে বললেন।কিন্তু দীপেশ কর্তব্য সচেতন।দুটো বেলুন লাগানো হার্টের রোগীকে সরিয়ে নিজেই বসল চালকের আসনে।যাক, এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত সুমনবাবু। আর একজনকে তুলতে হবে। ছেলেটি থাকে একটু দূরে একটা কলোনিতে। ওর সূত্রেই এই যোগাযোগ॥ সুমনবাবু ভাবছিলেন, বিগত বছরগুলোর মতো এবারেও আবাসনের পতাকা তোলার দায়িত্ব ছিল তাঁরই উপর। রাতে হঠাৎই মনে হল- আর নয়। চোখে ভেসে উঠলো কয়েকদিন আগের ছবিগুলো।সিদ্ধান্ত পালটে ফেললেন।দায়িত্বটা অন্যের উপর দিয়ে অত রাতেই ছুটেছিলেন দোকানে। সেখানে দীপেশ - ধরা পড়ে গেলেন। যার পরিণতিতে দীপেশও সঙ্গ নিল। ভালই হয়েছে একপ্রকার।এই অবস্থায় দু'একজন সাথে থাকলে পুরো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সহজ হয়।

গাড়ি ছুটছে। দূর থেকে দেখলেন--ছায়া মানুষের মতন তিন চারজন দাঁড়িয়ে।প্রত্যেকের হাতেই ছোটবড় ব্যাগ, প্যাকেট।দলটা বেশ উদ্যোগী। কে জানে কত কষ্টে এইটুকু সময়ে এসব ব্যবস্থা করেছে। যাবে তো একজন।কিন্তু সবাই হাজির।গাড়ি থামতে তাড়াতাড়ি সব জিনিস গাড়ির পিছনে চালান করে বাবাই উঠে এল।

ভোরের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে।অদ্ভুত ভাললাগার গন্ধ।সকালে বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকা সুমনবাবু বুক ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। এই করোনা আবহে মিডিয়ার শত চ্যানেলের সহস্র প্রচারেও যা হয়নি-তাই হচ্ছে-কার্যত তিনি প্রাণায়ামই করছেন, চোখ ভরে দেখছেন রাস্তার দু'ধারের উদার প্রকৃতিকে।তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে।কারণ সবকিছু মিটিয়ে সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে। একটা ভাবনা মাথায় এল। আগের বারের মতো দুপুরের খাওয়া নিয়ে ওদের বিব্রত করা যাবে না। গাড়িতে মুড়ি চিঁড়ে ছাতু আছে, এতেই চলে যাবে। তবে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। মানুষগুলোকে যতদূর বুঝেছেন, এই ব্যবস্থা ওরা মেনে নেবে না। গতবারে কী কাণ্ডটাই না হল। দুটো গ্রামের মানুষ কাঠকুটো জ্বালিয়ে মাটির পাত্রে রেঁধে ফেলেছিল।ভাত ডাল আর মাঠঘাট থেকে ধরে আনা ছোট ছোট কাঁকড়ার ঝোল। উঁচু দাওয়ায় লেপেপুঁছে কলাপাতা বিছিয়ে ভাত বেড়ে দিয়েছিল। বাবাইয়ের দল বসে গিয়েছিল। সুমনবাবু দ্বিধায় দাঁড়িয়েছিলেন।লকডাউনের পর থেকে বাইরে কিচ্ছুটি খাচ্ছেন না।পেটে খিদে, মনে ভয়।এক অল্পবয়সী বিধবা এগিয়ে এসেছিল।"গরম ভাতে কোনো দুষ নাইগো, এ গেরামে রোগ ঢুকে নাই।' কথায় আন্তরিকতা, চোখে আকূতি। চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে অভুক্ত অর্ধভুক্ত মানুষের দল আর তাদের গা-ঘেঁষে কুচো-কাঁচারা। ভিতরে কোথাও কি কিছু ছিঁড়ে যাচ্ছিল সুমনবাবুর? লজ্জায় মাথা নেমে এসেছিল বুকের কাছে।আমরা কতটুকু চাল ডাল তেল নুন এনেছি? ওরা যে তার থেকেই বাঁচিয়ে দেবতাকে নিবেদনের মতো করেই সাজিয়ে দিয়েছে খাবার।একে ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য কোথায়? স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।কী বুঝলো কে জানে! চোখের চাউনিতে চত্বর ফাঁকা।গুটি গুটি পায়ে সুমনবাবু তখন ভাতের পাতায়।এরা নাকি অশিক্ষিত! প্রত্যেকের মুখে মাস্ক, পরিস্কার গামছায় বাঁধা মাথার চুল।প্রত্যেকেই স্নাত, ধোওয়া জামাকাপড় পরিহিত, হতে পারে তা সস্তার, কোথাওবা ছেঁড়া। আচ্ছা এইতো এদের দশা, তবু শহরের বড়লোকদের পুরনো দামী পোশাক (বাবাইদের সংগ্রহ করা) এরা নেয়নি। বলেছে , খুব অল্প জামাকাপড় হলেই ওদের চলে, তাছাড়া পুরনো পোশাক নিয়ে ওরা করোনাকে ডেকে আনতে চায় না।সুমনবাবু তখনই স্থির করেছিলেন, পুজোর আগে নতুন কিছু জামাকাপড় নিয়ে আসবেন। উনি জানেন গ্রীষ্ম কাটলেই শীত যে এখানে জাঁকিয়ে বসে।খাওয়ার পর গ্রাম দেখা। যে দুটো গ্রামের জন্য রিলিফ আনা হয়েছে সেই জায়গা একটু ঘুরে নেওয়া। মুণ্ডাগ্রাম - আদিবাসীদের আর বিধবা গ্রাম। এখানে এসে জেনেছিলেন সুন্দরবন অঞ্চলে আসলে অনেক বিধবা গ্রাম বা বিধবাপাড়া আছে। যেসব পরিবারের পুরুষরা মাছ ধরতে গিয়ে জলে ডোবে বা কুমিরের কামড়ে মরে কিংবা জঙ্গলে বাঘের পেটে যায় তাদের বিধবা স্ত্রী আর বাচ্চাদের নিয়ে হয় বিধবা গ্রাম বা গ্রামের মধ্যেই বিধবাপাড়া। ভয়ংকর ব্যাপার! লকডাউনে মাছধরার ট্রলার সাগরে যায়নি।যারা বাইরে কাজেকর্মে যায়--কেউই বেরোয়নি। বাইরে থেকে সব গ্রামে ফিরেছে--এরা নাকি 'পরিযায়ী'। এরা সরাসরি গ্রামে ঢুকতে পায়নি। সীমানায় ছাউনি গেড়ে থেকেছে বারো চোদ্দ দিন। রোজগারহীন মানুষগুলোর মূল ভরসা ছিল রেশনের চালডাল। তারপর এল প্রকৃতির অভিশাপ। আছড়ে পড়লো মহাঝড়। লণ্ডভণ্ড করে দিল গ্রামকে গ্রাম। সর্বত্রই তার ভয়াল চিহ্ন। ওপড়ানো গাছ, ভেঙে পড়া বাড়িঘর। প্রবল বৃষ্টিতে ভেঙেছে নদীবাঁধ। সাগরের লোনা জল ঢুকে নষ্ট হয়েছে ক্ষেত, ক্ষেতের ফসল।কবে জমি ঠিক হবে, আবার ফসল ফলবে? জানা নেই।পানীয় জলের হাহাকার। ওষুধ নেই, চিকিৎসা নেই।আচ্ছা, এদের আছেটা কী?

গ্রামের লোকজন বলল, নদীর ওপারের গ্রামগুলোর অবস্থা নাকি আরও খারাপ। সেটাই স্বাভাবিক! সুমনবাবুদের লোকবল কিংবা অর্থবল এতটাও ছিল না যে ঐসব গ্রামে যাবেন। সমস্যা অনেক। ফেরি ভাড়া করতে হতো।আরও এক বা দু'দিন থাকতে হতো।সত্যি কথা বলতে কি, বেশিরভাগ রিলিফ নদীর এপারেই বিলি হচ্ছে। ওপারে কুমিরমারি, মোল্লাখালি, কচুখালি ইত্যাদি আরও কত কত গ্রাম! পথের পানে চেয়ে আছে তারা। সামান্য একটা প্যাকেটের জন্য ,সন্তানসম্ভবা বৌ, বাচ্চাকাচ্চা, বৃদ্ধ বৃদ্ধাও নেমে পড়ছে মানুষখেকো কুমির-ভরা নদীতে। হায় ভগবান! কি অদ্ভুত এই অঞ্চল! পৃথিবীর বৃহত্তম ডেলটার একাংশ এই সুন্দরবন - যদিও তার বেশিরভাগ অংশটাই বাঙলাদেশে।জালের মতো ছড়ানো নদীনালা, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর, অতুলনীয় যার বায়ো-ডাইভার্সিটি, শহরের ঢাল - অথচ এতটাই নিঃসম্বল, অসহায়!

"স্যর, গাড়ি কি এখানে থামাব?" তন্ময়তা ভাঙল সুমনবাবুর।অনেকটা রাস্তাই চলে এসেছেন।কিছু দোকানপাট দেখে গাড়ি থামলো।সবাই নেমে চা খেলেন। তুলে নিলেন আরও কিছু কেক বিস্কুট রুটি। হ্যাঁ, এবার বেশিরভাগটাই বাচ্চাদের জিনিস।ইচ্ছে ছিল খাতা পেন আর কিছু খেলনা নেওয়ার।কিন্তু সবার আগে দরকার খাবার।ভরপেট খাবার।গাড়ি ছুটছে। মন ছুটছে তারও আগে।ফেরার সময় কত লোকই না জড়ো হয়েছিল গাড়ির পাশে! রিলিফ এনেছেন বলে কি? না, এত লোকের জন্য কিছুই আনা হয়নি।তবে কী?

এই "কী"টাই তো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে অনুভব করলেন "জাতীয় পতাকা"।স্বাধীনতা দিবসে ওখানেই পতাকা তুলবেন বলে সঙ্গে এনেছেন।চকিতে মনে হল-- এ কোন্ স্বাধীনতা?!
তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে।ওরা কি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নয়? ওদের জন্য কিছুই কি করার নেই? এ জীবনকে তিনি এতটা কাছ থেকে কখনও দেখেননি। তাঁর কি ওখানে পৌঁছতে বেশি দেরী হয়ে যাচ্ছে??

আরতি সেন, *রবীন্দ্রনগর কলকাতা নিবাসী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। উনি সমাজসেবা এবং সাহিত্যচর্চায় রুচি রাখেন। উনি পুবাশা দাসের মা ।*

জয়দীপ দাস

চিন্তক শিক্ষক

রবীন্দ্রসদনের কাছে বাস থামতেই হুড়মুড়িয়ে একদঙ্গল মানুষ উঠতে উদ্যত প্রায়ে চলতি বাসটিতে। কন্ডাক্টর নিপুণভাবে যাত্রীদের টেনে তুলছেন বাসের পা-দানি থেকে এবং ঠেলেঠুলে তাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। কাজটির জন্য যথেষ্ঠ দক্ষতার প্রয়োজন, মোটেও সহজ নয়। কাজটি এমনভাবে করতে হবে যাতে বাসের অভ্যন্তরে অনেক যাত্রী থাকা স্বত্বেও বাইরে থেকে ভিড় তেমন বোঝা না যায়। এবং আরও বেশী যাত্রীদের আকর্ষণ করা যায়। আবার বেশি জোরে যাত্রীদের ঠেলাঠেলি করলে, আছে জনরোষের বিপদ। এমত অবস্থায় বাসের ভিড় যখন বাড়ছে এক যাত্রীর বিরক্তি সূচক মন্তব্য শোনা গেল। "এত লোক সব ফিল্ম স্টার দের দেখতে এসেছে"। বাসে ভিড় হওয়া স্বত্বেও একটা নীরবতা ছিল। লোকজন কিছুটা শোকার্ত ও বটে। কিন্তু ফিল্ম স্টার দেখতে আসার উক্তিটি শোনার পর কয়লা গাদায় অগ্নিসংযোগের মত সবাই প্রায় একসঙ্গে জ্বলে উঠল।রীতিমত গর্জে উঠলেন সকলে। "কে বললে কথাটা? নিশ্চয় বেটা এ রাজ্যের লোক নয়। বাইরে থেকে এসেছে। বাঙ্গালির কালচার সংস্কৃতি শিক্ষা এসব কিছুই জানে না হতভাগা? এর সঙ্গে একসাথে যাত্রা করাও পাপ।" লোকটিকে এখুনি বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হোক, রায় দেন সকলে।

এমন ঘটনা কলকাতা শহরে প্রায়ই ঘটে থাকে।কিন্তু এই দিনটির একটা বিশেষত্ব আছে। ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাস, তখন কলেজে পড়ি। ওই বাসটিতে ওঠার মিনিট ২০ আগে আমি সত্যজিৎ রায় কে দেখি । সেটাই প্রথম ও শেষবারের মতো দেখা। তার দীর্ঘ দেহটি শায়িত কাঁচের বাক্সে নন্দন প্রাঙ্গণে। মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে তাঁকে শেষ বারের মত বিদায় জানাবার জন্য। চিত্র তারকারা অনেকে উপস্থিত সেখানে। মাইকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা শুনছি, বলছেন "আজ দ্বিতীয় বার পিতৃহারা হলাম"। নন্দন চত্বর থেকে বাইরে এসে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যাই। সেখানেও কাতারে কাতারে লোক। যিনি কোনদিন হয়ত গান করেননি তার গলায় সুর ".... বলো দুঃখ কিসে হয়"। একসঙ্গে হাজার হাজার মানুষ কে দুঃখে এতটা শোকার্ত হতে আমি আর কোনওদিন দেখিনি।

সত্যজিৎ রায়ের ওপর দেশে বিদেশে আজ অবধি যা যা লেখা হয়েছে তা এতই সুবিশাল ও সুসমৃদ্ধ যে আমার মত লোকের পক্ষে আর কিছু লিখতে যাওয়া মানে সেটা বাতুলতা, বা বাচালতা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবু কিছু লেখার চেষ্টা করছি, বিশেষ করে সত্যজিৎ রায় কি ভাবে আমায় ব্যক্তিগত ভাবে প্রভাবিত করেছেন। খুব ছোটবেলায় মা এর সঙ্গে গুপি গাইন বাঘা বাইন ছবি দেখেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সূত্রপাত। তখন এতই ছোটো ছিলাম যে গল্পটা যে ঠিক কি নিয়ে সেটাই বুঝতে পারিনি । মা আমাকে আগে থেকে গল্পটা শুনিয়েছিলেন তাই ছবি দেখে খানিকটা অনুমান করা যাচ্ছিল। ভুতের নাচ ও আকাশ থেকে মণ্ডা মিঠাই পড়ার দৃশ্যটাই সবচেয়ে উপভোগ করেছিলাম। তারপর আরেকটু বড় হয়ে একদিন জন্মদিনে উপহার পেলাম তাঁর লেখা কৈলাসে কেলেঙ্কারি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন -শিক্ষা সম্প্রসারণ বিভাগের সুবাদে পাড়ায় পাড়ায় অনেক সরকারী লাইব্রেরি তৈরী হয়েছিল। আমাদের পাড়াতে ছিল এমনি একটি লাইব্রেরি – শহীদ স্মৃতি পাঠাগার, আজ ও সেটি হয়ত আছে। এই লাইব্রেরিটির কল্যাণে খুব ছোটবেলাতেই আমার বই পড়ার নেশা তৈরী হয়েছিল। একে একে ফেলুদা, প্রফেসর শঙ্কু ও অন্যান্য নানান গল্প শেষ করছি। আবার স্কুলে গিয়ে এই সব গল্প নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খুব আলোচনা হত। একদিন এক মাতব্বর ও কিঞ্চিত জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত এক ছাত্র এসে বলল যে সত্যজিতের লেখা তার ভাল লাগেনা কারন তিনি তার লেখার মধ্যে "বেশী পণ্ডিতি দেখান"। তার মতে উনি অনেক দেশ ঘুরেছেন, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন ঠিকই কিন্তু তাই বলে গল্পে সেগুলো লিখে আমাদের শোনাবার কোন যুক্তি নেই। এই যুক্তি আমার কাছে খুবই ভ্রান্তিকর মনে হয়েছে। এখন বুঝি সেই সময় সত্যজিৎ রায় না থাকলে আমি অনেক কিছুই জানতে পারতাম না। স্প্যানিশ ও ইতালীয় ভাষায় "ধন্যবাদ" যে যথাক্রমে "গ্রাসিয়াস" ও "গ্রাতসিএ" এবং এদের উচ্চারণে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে (যা প্রদোষ মিত্রর কান এড়ায় না), অথবা লাতিন আমেরিকার এল দোরাডোর কথা, ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য, আলতামিরা গুহার ভেতর আঁকা বাইসনের ছবি, মায়া সভ্যতা, হার্জ এর টিনটিন এসবই সত্যজিতের কাছ থেকে আমার জানা ও শেখা। ইন্টারনেট, বৈদুত্যিন মাধ্যম, ইয়ুটুউবের গোড়া পত্তনের অনেক অনেক আগে সত্যজিৎ তাঁর একান্ত মৌলিক লেখার মধ্যে দিয়ে আমাদের এগুলি শিখিয়েছিলেন। এজন্য আমি ও আমাদের প্রজন্মের অনেক মানুষ তার কাছে ঋণী ।

সত্যজিৎ রায় মারা যাবার দিন ২৫ আগে একাডেমী পুরস্কার পান। তিনি তখন অসুস্থ এবং হাসপাতাল থেকে ভিডিও লিঙ্ক এর মাধ্যমে আউদ্রে হাপবার্ন তাঁকে পুরস্কারটি প্রদান করেন। তাঁর পুরস্কার গ্রহণ কালীন বক্তৃতা আমরা সকলেই শুনেছি। ছোটবেলায় মার কাছে শুনেছি সত্যজিৎ রায় ইংরেজি বলতেন সাহেব দের মত, যা আমার মা কোন এক অনুষ্ঠানে গিয়ে শুনেছিলেন। তাঁর উচ্চারণ নাকি ব্রিটিশ ইংরেজি ধাঁচের। আমার এক বন্ধু এই পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিল যে পুরস্কার গ্রহণ করার সময় সত্যজিৎ নাকি তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ বদলে নেন - তিনি ইওর্ক-সায়রের উচ্চারণে বক্তৃতাটি দেন যাতে তার অসুস্থতা বোঝা না যায়। কলকাতায় থেকে তখন বাংলা ছাড়া সব ভাষাই বিদেশী মনে হয়। ব্রিটিশ বা ইওর্ক-সায়রের উচ্চারণের ফারাক টা কি ও কোথায় এবিষয়ে আমার বিন্দু মাত্র ধারনা নেই। তাই বন্ধুটির বক্তব্য মেনে নিয়েছিলাম - হবেও বা ভেবে।

মনে আছে টিভিতে আগন্তুক দেখার পরের দিন কলেজে গিয়ে Radio Wave Propagation পড়াতে ঢুকে স্যার আমাদের প্রশ্ন করলেন - "আচ্ছা বলতো, তোমরা জীবনে কোনটা কোনদিন হবে না?"। তারপর নিজেই উত্তর দিলেন - "কূপমণ্ডূক"। এরপর ছবিটি আমি বহুবার দেখেছি, যেমন দেখেছি পথের পাঁচালী, অপরাজিত ও অন্যান্য ছবিগুলি। তবে আগন্তুক ছবিটির একটি বিশেষত্ব হল এর কাহিনী তাঁর নিজের লেখা - যেমন অবশ্য পিকুর ডাইরি, হীরক রাজার দেশে, জয়বাবা ফেলুনাথ ও সোনার কেল্লার। এবং ছবিটি দেখে মনে হয় এটি সত্যজিতের নিজের জীবন দর্শণের প্রতিচ্ছবি।"চাকতি তে চাকতি তে", সিকি-আধুলি ও চন্দ্র-সূর্য মিলে যাবার মতই তার নিজস্ব ভাবনা, সমাজ-চিন্তা, ধর্ম ও ঈশ্বর চেতনা গুলি তিনি মনমোহন মিত্রের (উৎপল দত্ত) মধ্যে যেন মিলিয়েছেন। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি প্রফেসর সুধিন্দ্র বোসও (দীপঙ্কর দে)। যে মানুষটির পড়াশুনা আছে , মুল্যবোধ-বিহীন নন কিন্তু সামাজিক বাস্তবতার স্বীকার হয়ে তাকে সন্দিগ্ধ হতে হয়। গল্পের শুরুতে এই দুই চরিত্রের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও, মধ্যবর্তী পর্যায় বৈঠকখানায় তর্ক চলাকালীন মনমোহন মিত্র ও সুধিন্দ্র বোসের মধ্যে চিন্তার অভিন্নতা

চোখে পড়ে। বিশ্বাস টা দৃঢ় হয় সত্যজিতের মনন ই যেন মনমোহন-সুধিন্দ্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সত্যজিৎ তার সাক্ষাৎকারে অনেকবার Twelve Angry Men ছবিটির কথা বলেছেন। তিনি পরিচালক সিডনী লুমেটের কারিগরি দক্ষতার প্রশংসা করেন যেভাবে দীর্ঘ সময় একটি কক্ষের মধ্যে ঘটে যাওয়া বাক বিনিময় কে প্রখর মুনশিয়ানার সঙ্গে সাজিয়েছেন পরিচালক। অথচ দর্শক এক মুহূর্তের জন্য ক্লান্তি অনুভব করেন না। আগন্তুক ছবিটি কেও আমার অনুরূপ মনে হয়েছে - বিশেষ করে বৈঠকখানায় চলা আলোচনার সময়টিতে।১৯৯১-১৯৯২ তে ঘটে যাওয়া এই আলোচনা বা তর্ক যাই বলি না কেন - আজকের দেশ ও পৃথিবীতেও ১০০ ভাগ প্রযোজ্য।

আজকাল বিশ্ব জুড়ে সব কিছুর ওপর একটা রাজনৈতিক তকমা প্রদানের চেষ্টা চলছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে কোনো মানুষ - বিশেষ করে বিখ্যাত মানুষদের, কোন না কোন মতাদর্শে কক্ষাগত করা হয়। অমুক মানুষটি ডান বা বামপন্থী, সমাজতান্ত্রিক বা মুক্তবাজার পন্থী ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য সত্যজিৎ এই আলোচনা থেকে বাইরে থাকেন না। প্রতিদ্বন্দ্বী ছবিতে ইন্টারভিউ দিতে এসে সিদ্ধার্থ (ধৃতিমান) যখন বলেন ভিয়েতনামে মার্কিন পরাজয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর কাছে এবং তখনই তাঁকে প্রশ্ন করা হয় "আপনি কি কম্যুনিষ্ট?" স্বভাবতই অনেকে ভাবেন সত্যজিৎ পার্টির মেম্বার না হলেও কম্যুনিস্ট চিন্তাধারার পক্ষে ছিলেন। মনে রাখতে হবে সুনীল গাঙ্গুলির কাহিনীতে এই সংলাপ ছিল না আমি যতদূর জানি। কম্যুনিস্ট শব্দটি ১৯৭০-৭২ সালে তৈরি এই ছবিতে একশভাগ প্রাসাঙ্গিক। আবার তার লেখা "হীরক রাজার দেশে" ছবিতেও তাঁর শ্রমিক, শিক্ষক ও চাষীদের পক্ষে এবং অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম পাই। আবার অপরদিকে তাঁরাই সৃষ্টি করা চরিত্র "ফেলুদার ক্লায়েন্ট" রা বেশিরভাগই জমিদার বা বনেদী পরিবারের মানুষ। তাদের প্রকাণ্ড বাড়ি, বিলিতী গাড়ি ও "বাড়ীর সংলগ্ন জমাদার ওঠা নামা করার ঘোরানো সিঁড়ি"। তারিণীখুড়ো তাঁর সৃষ্টি আরেকটি চরিত্রের ক্ষেত্রে একই রকম ব্যাপার দেখি। মনে হতে পারে তার মানে কি তিনি সামন্ততন্ত্র এর পক্ষে? ৬০এর দশকে উৎপল দত্তকে যখন নকশাল আন্দোলনের জন্য জেলে বন্দী করা হয় তখন সত্যজিৎ রায় ইন্দিরা গান্ধী কে লিখে বা দুরাভাষে জানান তার ক্ষোভের কথা, বলেন "it's a disgrace"। শোনা যায় নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক কার্যকলাপের উপর তথ্যচিত্র নির্মাণ করতে অনুরোধও করেন ইন্দিরা গান্ধী, যা সত্যজিৎ প্রত্যাখ্যান করেন। এসব থেকে আমার মনে হয়েছে ব্যক্তি সত্যজিতের রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই থাক না কেন, ছবি করার সময় তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন মানুষ এবং সমাজ ব্যবস্থা ও তাদের সংকট গুলিকে।কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান নি তিনি।

মার্কিন দেশে বাংলা স্কুল চালাবার সময় আমি সত্যজিৎ রায়ের একটা পঙক্তি খুব ব্যবহার করি। মনে হয় এটা ওনারও বেশ প্রিয়, কারণ দুটো ছবিতে উনি ওই লাইন টি ব্যবহার করেছেন। লাইনটির বক্তব্য ছিল "বাংলা ভাষা ভুলতে গেলে বিদেশে যাবার দরকার হয় না, দেশে তিন মাসের মধ্যে ভোলা যায়"। উক্তিটি সোনার কেল্লার মন্দার বোস ও আগন্তুক ছবিতে মনমোহন মিত্রর মুখে শোনা যায়। আশাপূর্ণা দেবীর একটি লেখাতেও এই বক্তব্যটি চোখে পড়ে।

২০২০ একটি বিশেষ সাল বটে। একদিকে কোভিড অতিমারির প্রকোপে পৃথিবী প্রায় থেমে গিয়েছে ও অনেক কামকাজের ক্ষতি অন্য দিকে প্রকৃতির একাধিক তাণ্ডবলীলা ক্রমশ চলছে বিশ্বজুড়ে। আবার এটি বিদ্যাসাগর মশাইয়ের দ্বিতীয় জন্মশত বার্ষিকী। এবং সত্যজিৎ রায়ের জন্মের ১০০ বছর। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী ছবি যেমন পৃথিবীর কাছে সেরা ১০০টি ছবির মধ্যে গণ্য, আমার কাছে তিনি এক পরম শিক্ষক ও চিন্তক যাঁর কাজ আমাকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে।

জয়দীপ দাস, *সানফ্রান্সিকো বে-এরিয়ার বাসিন্দা, ক্লাউড ও তথ্য প্রযুক্তির পেশায় চাকুরিরত। দিশারী ফাউন্ডেষন বাংলা স্কুলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা বইএর বিপনন সংস্থা "বইপাগল (Bookmaniac) " এর প্রতিষ্ঠাতা।*

একটি সাক্ষাৎকার

[ঠক ঠক ঠক]

- আসবো কর্ত্তা?

- আসুন।বসুন।হঠাৎ কর্ত্তা বলে সম্বোধন করলেন?

- আজ্ঞে বাঙালি মালিকানা তো।তাই 'স্যার' এর থেকে কর্ত্তাটাই বেশি উপযুক্ত মনে হলো।

- আচ্ছা, সে ঠিক আছে।অবশ্য আমরা যাদের সাথে ব্যবসা করি তারা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আন্তর্জাতিক। কাজেই কর্মক্ষেত্রে আপনাকে সাধারণ এবং বাহ্যিক জ্ঞানে পারদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে।ইংরাজিতে বার্তালাপ্ করা তার মধ্যে অন্যতম।

- সে আপনি কিছু ভাববেন না কর্ত্তা।আমি 'জ্যাক অফ অল ট্রেডস' মানে সব জায়গায় কলকাঠি নাড়তে ওস্তাদ।

- তাই বুঝি? তা এই পদের উপযুক্ত মনোনীত হবার জন্য আপনাকে আমি বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, খেলাধুলা, খাদ্য এবং আরো অনেক বিবিধ বিষয় নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করবো।সে সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলেই আপনি এই পদের উপযুক্ত বলে গণ্য হবেন।

- বলেন কি স্যার, তাহলে তো আপনাদের রাজনীতিক নেতাদের ডেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া উচিত ছিল।কারণ এতো বিষয়ে জ্ঞান দেবার সাহস বোধহয় তাদের ছাড়া আর কারোর নেই!

- কি বললেন?

- না, মানে ঠিক আছে।আপনি প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি।

- পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জিনিস কোনটি?

- সময়ে সাহায্য পাওয়া।এই ধরুন আপনি যদি ইন্টারভিউয়ের আগে আমাকে ইন্টারভিউয়ের প্রশ্নপত্রটি হস্তান্তরিত করে দিতেন তাহলে সেটা আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জিনিস হতো।

- পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা জিনিস কি?

- বিনামূল্যে উপদেশ।আপনি না চাইতেই পেয়ে যাবেন।যেমন পাড়ার ঘোষ গোয়ালাও আমাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য মাথা ঠান্ডা রাখার উপদেশ দিয়ে গেলো।

- আচ্ছা, 'আজ কাল বড় লাট মাঠে হাওয়া খেতে যান' - এই বাক্যটির ইংরাজি কি হবে?

- 'Today tomorrow big circle eating air vehicle in field'.

- সাংঘাতিক!!! ইংরেজিতে আপনার পারদর্শিতা দেখে আমার মূর্ছা যাবার উপক্রম।

- তা তো হবেই কর্ত্তা।'পিওর' ইংরাজি আর কয় জন বলতে পারে বলুন!

- রাবিশ! এবার বলুন তো বর্তমানে ভারতবর্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রের নাম কি?

- মিডিয়ার বুলি।সেনার গুলির চেয়ে মিডিয়ার বুলি আমাদের শত্রুপক্ষকে অনেক বেশি আঘাত করে ।

- খুব হয়েছে।গত দশকের সবচেয়ে সেরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি?

- Mitron (মিত্রোঁ) - Electron, Proton, Neutron, Positron এর পর প্রধানমন্ত্রীর Mitron হচ্ছে সবচেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার। ধনী থেকে দরিদ্র, মালিক থেকে চাকর, ব্যবসায়ী থেকে চাকুরীজীবি, খেলোয়াড় থেকে চিত্রাভিনেতা-নেত্রী সবাই সন্ধ্যেবেলায় টিভির সামনে বসে ওই একটি উচ্চারণ শুনলেই তটস্থ ।

- আচ্ছা, এই যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর ইরাক এর মধ্যে যুদ্ধ হলো এটা সম্বন্ধে আপনার কি মতামত।

- এটাই তো স্যার "Global Warming"।

- মানে?

- মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মধ্যে ক্ষমতার দখল এর লড়াই শুরু হলো, তখন বিশেষজ্ঞরা সেটাকে "Cold War" বলে চিহ্নিত করলো।সোভিয়েত ইউনিয়ন অত্যন্ত ঠান্ডা প্রদেশ।ইদানিং আমেরিকা আফগানিস্তান, ইরাক এইসব দেশের সাথে লড়াই চালাচ্ছে। এগুলো সব গরম প্রদেশ। তাই এটিকে বলা হচ্ছে "Global Warming"।

- আচ্ছা COVID-19 কথাটার পুরো কথাটা কি?

- কোরোনা অতি ভয়ঙ্কর, ইহাকে ডরাও।

- এমন একটি খেলার নাম বলুন যাতে আমাদের দেশ বিশ্বমঞ্চে অনেক ভালো প্রদর্শন করেছে।

- দাবা মানে "Chess"।

- তার কারণ কি?

- আমরা মানে ভারতীয়রা জায়গা দখল করতে চিরকালই ভালোবাসি - নেতারা সংসদে জায়গা দখল করে, প্রমোটররা শহরের জমি-জমা দখল করে, হকাররা রাস্তার জায়গা দখল করে, এমনকি ডেইলি প্যাসেন্জাররা ট্রেনে বসার জায়গা দখল করে। দাবা খেলাটা সম্পূর্ণ রূপে দখলের খেলা - প্রতিপক্ষের ঘুটি কেটে নিজের জায়গা বানিয়ে নাও। সেটা আমাদের চেয়ে ভালো আর কে পারবে বলুন? এক অর্থে বলতে পারেন আমরা এটাতে জন্মসিদ্ধ।

- আপনার সাধারণ জ্ঞান মা গঙ্গারাম।তাহলে পুঁথি ভিত্তিক কিছু প্রশ্ন করি।বলুন তো "Islets of Langerhans" কোথায় থাকে?

- "Langerhans" মহাশয় এর কাছে।

- আপনার মুন্ডু।'অনকোলজিস্ট' কাকে বলে?

- যে অংক করায়।

- তাহলে 'ম্যাথেমেটিশিয়ান' কে?

- মাথা মোটা সেয়ানে! সে তো আমাদের পাড়ার গজেন বাবু মশাই। বকুলতলা প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত গণিত পড়ান।সব ব্যাপারে মাতব্বরি করতে ছাড়েন না।

- কি রকম?

- এই তো গত বছর কি সব হিসেবে নিকেশ করে পাড়ার ক্লাবের দুর্গাপুজোর জন্য প্যান্ডেলের নকশা তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই নকশা মতন প্যান্ডেল তৈরী করেই তো যত বিপদ। দশমী অব্দি আর যেতে হয়নি, অষ্টমীর রাত্রের সামান্য শরতের হাওয়াতেই ঝাড়বাতি সমেত পুরো প্যান্ডেল পপাত-চ। পাড়ার চ্যাংড়ারা তো গজেনবাবু কে এই মারে কি সেই মারে, নেহাত কিছু বয়স্ক লোকের হস্তক্ষেপে বেঁচে গেলেন। উনি অবশ্য বলেছেন যে প্যান্ডেলের বাঁশ ও দড়ি পচা ছিল, ডিজাইনে কোনো ভুল ছিল না।

- ধুস।আচ্ছা 'ফাদার অফ ইউরোপ' কাকে বলা হয়?

- শালার মা।

- কি বললেন?

- না মানে কর্ত্তা ফরাসি উচ্চারণ গুলো বড়ই খটোমটো। আমি "Charlemagne"-ই বলতে চেয়েছিলাম।

- হাহ! আপনাকে আগেই বলেছি আমাদের অংশীদার এবং ক্রেতারা বেশিরভাগই আন্তর্জাতিক।ব্যবসায়িক সম্মেলনে 'ড্রিংক' একটি অপরিহার্য বিষয়।আপনার ড্রিংক এর সম্বন্ধে জানা আছে?

- আছে বৈকি কর্ত্তা।

- আপনি নিজে 'ড্রিংক' করেন?

- মানে আমি "Passive Drinker"।

- সেটা আবার কি জিনিস?

- বুঝলেন না কর্ত্তা - যেমন "Passive Smoker" হয় তেমনি আমি "Passive drinker"। নিজে ড্রিংক করি না কিন্তু যাদের সংস্পর্শে ওঠাবসা করি তারা নিয়মিত ড্রিংক করে। তাদের সান্নিধ্যে বসে একটু আধটু alcohol fumes কি আর নাক দিয়ে ঢোকে না। তাই বলছিলাম আমি "Passive drinker" ।তাদের কৃপায় অনেক ড্রিঙ্কের বিষয়ে অবগত হয়েছি।

- আচ্ছা, কয়েকটা 'স্কচ' এর নাম বলুন তো?

- 'হপস্কচ', 'বাটারস্কচ', 'ঘটোৎকচ ' ...

- থামুন, থামুন ... horrible ...

- যা বলেছেন কর্ত্তা।হরিবোল বলে হরিবোল।

- মানে? হরিবোল আবার কোথা থেকে আসলো?

- এই যে আপনি স্কচ গুলোর নাম শুনে হরিবোল বললেন।আমিও আগে আপনার মতনই ভাবতাম কি না কি।তারপর দেখার পর বুঝতে পারলাম যে মাল সব এক জিনিস - সে দেশি-ই হোক কি বিলিতি।

- আমি সেই জন্য horrible বলিনি, আপনার কাল্পনিক স্কচ এর নাম গুলো শুনে বলেছি।বেশ, বলেই যখন ফেলেছি তখন বলুন তো এই horrible শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?

- আজ্ঞে ব্রিটিশরা যখন বাংলা দখল করলো, তখন বাঙালিদের মুখে "হরিবোল"ও শুনলো।সেই হরিবোল বুলির ইংরিজি রূপান্তর হচ্ছে "horrible"।

- বুঝলাম। আপনাকে এখানে স্থান দিলে আমাদের খুব শীঘ্রই আমাদের সংস্থানের হরিবোল হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

[বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা]

- আচ্ছা কর্ত্তা তাহলে আমার চাকরিটা হচ্ছে কি?

- না, হচ্ছে না।

- ভুল করলেন কর্ত্তা।মোটামুটি কোনো প্রশ্নের উত্তর না জেনেও দিব্বি আধ ঘন্টা আপনার সাথে গেঁজিয়ে কাটিয়ে দিলাম। Sales Department এ রেখে দেখতে পারতেন।অচল মালও মুখের জোরে চালিয়ে দিতাম।

- ব্যাপার কি জানেন, আপনার মতন প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য 'ওভার কোয়ালিফায়েড'।আপনি বরং সংসদ ভবনে দরখাস্ত করে দেখুন।আপনার অগাধ জ্ঞানের উপযুক্ত মূল্যায়ন এবং সদ্গতি সেখানেই সম্ভব।নমস্কার!

মৈনাক বঙ্গ, *ভার্জিনিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করে বর্তমানে ইন্টেল, ফলসম এ কর্মরত।পেশার বাইরে উনি সাহিত্য, খেলাধুলো এবং সংগীত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।*

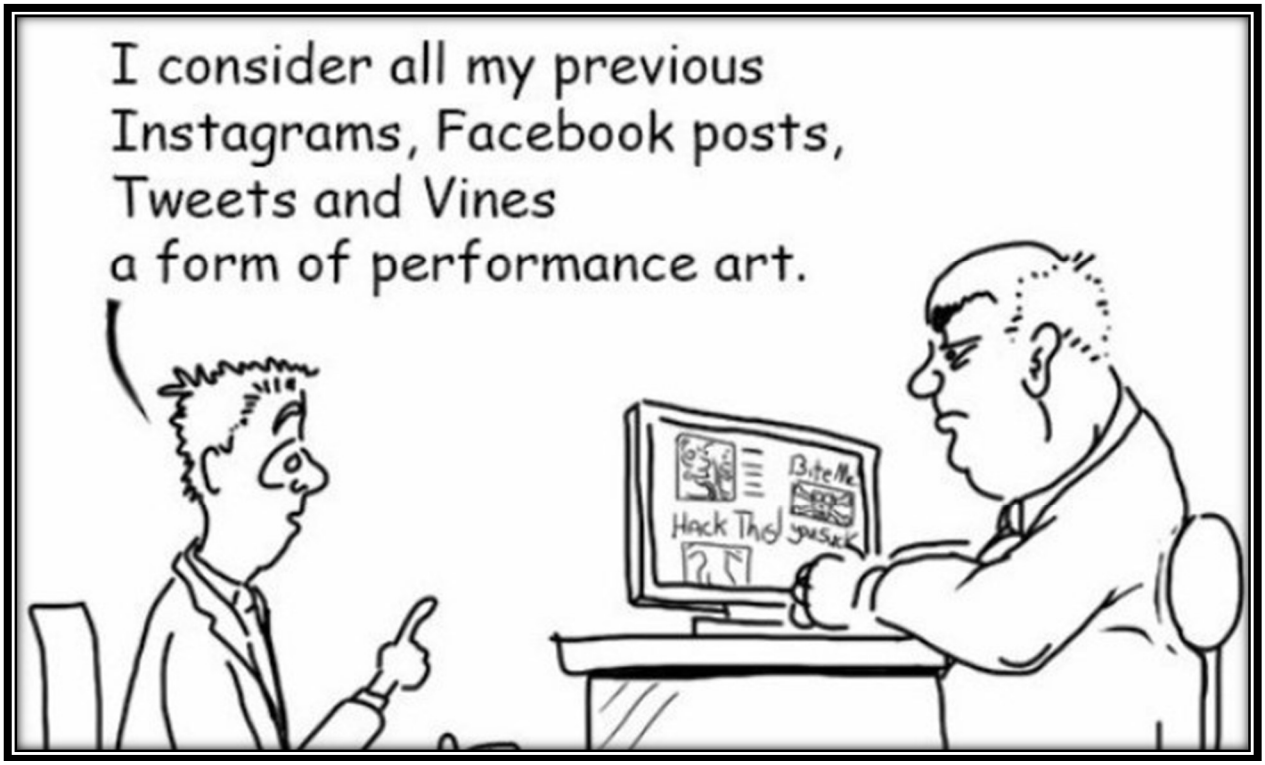

"পুরনো পুজোর কথা"

"আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জির,
ধরনীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা,
প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত;
জ্যোতির্ময়ী জগতমাতার আগমন বার্তা,
আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি,
অসীম ছন্দে বেজে উঠে,
রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাবনা ধূলির সঞ্জীবন,
তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন,
আজ চিচ্ছক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদশ্রী বিরন্ডিতা প্রতিমা,
মন্দিরে মন্দিরে ধ্যানবোধিতা ..."

মহালয়ার সকালটা এই ভাবেই শুরু হয় প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে ঘরে। অন্যান্য দিন "আর পাঁচ মিনিট ঘুমোতে দাও না মা" বলে জেদ ধরলেও, রেডিওতে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের গলায় "আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জির" শুনলেই মনের মধ্যে গ্রামোফোনের পিনটা বাজতে শুরু করে।"বাজলো তোমার আলোর বেণু, মাতল রে ভুবন" - মহালয়া দিয়ে দেবী পক্ষের সূচনা করে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া এইভাবে যতদিন এগোতে থাকে, পুজোর গন্ধেতে মোহিত হয়ে বই এর সঙ্গে সম্পর্কটা ততটাই কমতে থাকে।পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।আমাদের পাড়ায় একটা ঠাকুর গড়ার শিল্পালয় আছে, স্কুল আসা যাওয়ার পথে প্রতিদিন ঢুঁ মেরে যেতাম।বড় সুন্দর লাগতো দেখতে, কিভাবে খড়ের ওপর ধীরে ধীরে মাটির প্রলেপ লাগিয়ে একটু একটু করে একটা আস্ত প্রতিমা তৈরি হয়।এ এক আশ্চর্য উত্তেজনা - "জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী"। স্কুলে পুজোর ছুটি পড়ার দিনটা ছিল খুব আনন্দের। সবাই নিজেদের নতুন জামা পড়ে বেশ সেজেগুজে স্কুলে যেতাম।এ এক অন্য স্বাধীনতার স্বাদ।তার পরের দিন থেকেই বেজে যেত আমাদের পুজোর ছুটির ঘণ্টা।

"ছুটির মেজাজে ছুটি দুহাত বাড়িয়ে ছুটি
যাই হারিয়ে সব ছাড়িয়ে
বাজলো ছুটির ঘন্টা,
বাজল ছুটির ঘন্টা।"

চারিদিকে হলুদ বাল্বের রোশনাই, বড় বড় বাড়ির গা বেয়ে নেমে আসা লাল-নীল-সবুজ টুনির মালা যেন অস্ফুটে বলে উঠতো "মা আসছে" ব্যস্ শুরু হয়ে গেল হইচই। পুজোর শেষ মুহূর্তের কেনাকাটার জন্য হুড়োহুড়ি।উন্মাদনার শেষ নেই।নতুন জামা হলেই মনে শান্তি কই! চাই জামার সঙ্গে মানানসই সাজ-সন্তার, আরও কতকি! বাপরে বাপ সে এক এলাহি প্রস্তুতি।

আর এর মধ্যে যেই বাড়িতে আসতো, ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর সামনে বসে যেতাম নিজের পুজোর জামার পসরা সাজিয়ে।এছাড়াও কার কটা জামা হল সেই নিয়ে পাড়ার বন্ধুদের বা ভাই বোনেদের মধ্যে পাগলামো ছিল তুঙ্গে।

আমাদের পুজো শুরু হতো মোটামুটি ষষ্ঠী থেকে।আর পুজো শুরু মানেই ঠাকুর দেখতে যাওয়ার পালা।তখন থিম পুজো ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে। কোথাও মাটির ভাঁড় এর প্যান্ডেল, কোথাও বা রং করার তুলি দিয়ে নানান কারুকাজ। এইভাবেই আধুনিকতার ধারা বইল পুজোর সাবেকিয়ানার স্রোতের মধ্য দিয়ে।

কলেজে উঠে বন্ধুদের সঙ্গেও দেদার মজা হত ঠাকুর দেখতে গেলে, হেঁটে হেঁটে ঠাকুর দেখতে দেখতে কত যে কাণ্ড হত! কারও কারও নতুন জুতো পরে হয়ত ফোস্কা পরল, তাতে কি! উদ্দামে কোনও ঘাটতি নেই।
এতসব কথার মাঝে পুজোর ভুরিভোজকে কি আর বাদ দেওয়া যায়! অষ্টমীর লুচি ছোলার ডাল থেকে দশমীর কচি পাঁঠার ঝোল সব একদম লিস্টি করা থাকতো।কোনদিন পাড়ার প্যান্ডেল আর কোনদিন রেস্তোরাঁ তে খাওয়া হবে সেটা পাড়ার মেনু দেখে আলোচনা করে নিতাম বন্ধুরা মিলে।পুজোর সেইসব দিনের কথা মনে পড়লে আজও মন টা আনমনা হয়ে যায়।মনে হয় বেশ ছিল আড্ডা- গল্প-হাসি-ঠাট্টা নিয়ে পুজোর দিন গুলো।

"আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা
আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম"

পুজোর চারটে দিনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে পুজোয় খুঁজে পাওয়া ভালোবাসা। সপ্তমীতে "প্রথম দেখা", অষ্টমীতে "হাসি" এর মতোই মিষ্টি।অষ্টমীর অঞ্জলি থেকে নবমীর ভোগ সবেতেই ভালোবাসার মানুষটা অগ্রাধিকার পেয়ে যেতো।তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মায়ের মূর্তি বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই পুজোয় খুঁজে পাওয়া এই ভালবাসাও বিলীন হয়ে যেতো।

আর ছিল পুজোর গান, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে মাইকে সে বছরের সেরা গান ও পুজো উপলক্ষে নানান গুণী শিল্পীদের গাওয়া গান বাজানো হতো।সেখানেই "এক কাপ চা এ আমি তোমাকে চাই" বলতে বলতে কখন যে "বারান্দায় রোদ্দুর" গড়িয়ে পড়ল সময়ের দাঁড়িপাল্লা চেপে, টেরই পেলাম না। আবার "তুমি আসবে বলেই আকাশ মেঘলা, বৃষ্টি এখনও হয়নি" এতো বড়ো ভরসা দিয়েছিল বলেই "বেণী মাধব" এর খোঁজ করতে করতে আচমকাই "ঢাকের তালে" এর সঙ্গে পা মিলিয়েছিলাম।

এই সব কিছু থেকে দূরে প্রবাসে পুজোর সময়টা বড্ড একা লাগে, মনটা ভার হয়ে যায় ফেলে আসা পুজোর দিনগুলোর জন্য।মা-বাবা দুঃখ করে বলে," কিরে এ বছরও পুজোয় বাড়ি আসবি না?" কাশ ফোটে, ঢাক বাজে, অঞ্জলি হয়, এইসব থেকে শত যোজন দূরে আমরা বসে ভাবি-

"ওখানে নীল, বেড়েছে পুজোর আকাশে,
এখানে শরত ভীষণ ফ্যাকাশে
আগমনীর খুশিতে মুখে হাসি,
এখানে শরত প্রবাসী
দুচোখে শিশির দল,
বেঁধেছে জল নোনতা
ফিরে ফিরে তাকায় মনটা"

***পৌলোমী চ্যাটার্জী**, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফর্নিয়া, ডেভিস-এর ডিপার্টমেন্ট অফ মাইক্রোবায়োলজি ও মলিক্যুলার জেনেটিক্স এ পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো।*

শ্যামল চৌধুরী

নদীর পাড়ে বসত

আমার জন্ম চট্টগ্রামের চাঁনখালী খালের পাশে বাকখালী গ্রামে যেখানে দিবানিশি জোয়ার ভাটা খেলা করে। চাঁনখালী খালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রীমাই খাল যা বর্ষার সময় পাহাড়ি ঢল ও বালি এনে চাঁনখালীর মধ্যে ফেলে। ফলে চাঁনখালী ভরাট হয়ে যায়, নাব্যতা হারায়, বোরো ধান চাষের জল হারায় এবং বর্ষায় পটিয়া উপজেলাকে বন্যাক্রান্ত করে।ষাট দশকে এরকম এক প্রবল বন্যার দিনে আমাদের গ্রামের মাটির বাড়িটি ধ্বসে যায়। ধ্বসে যায় পড়শীর বাড়িটিও, বেরিয়ে আসে হলুদ হয়ে যাওয়া ভারতী ও অন্যান্য সাহিত্য পত্রিকা। থৈ থৈ বন্যার মধ্যে পড়ে ফেলি দু'একটি গল্প। এদিকে বন্যাক্রান্ত আত্মীয় স্বজন আমাদের পটিয়া শহরের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়।এই বন্যা আমার মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে।ছোটবেলা থেকে নদী ও জলজ প্রকৃতি সম্পর্কে আমার কৌতুহল জাগে।আমার ধাইমা রূপনবালা জলদাসী ছিলেন ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষ।তাঁর জীবন ছিল নদী কেন্দ্রিক, মাছ ধরা, মাছ বিক্রি করা তাঁর পেশা।মৎসজীবি রূপনবালা যেন চাঁনখালী খালের সন্তান. তাঁর নদী কেন্দ্রিক জীবনের কথা প্রায়ই স্মরণে আসে। সাম্পানের মাঝি সালেহার বাপের কথা মনে আসে। তিনি সাম্পান যোগে আমাদেরকে পিসির বাড়ি খালকুইল্যা (নদীতীরের) বাতাসের তিসরি গ্রামে নিয়ে যেতেন।চাঁনখালী খালের মাধ্যমে আমার পিসির বাড়ি যাওয়া আসার সময় জোয়ার ভাটার সময় মেনে চলতে হতো। মানে ভাটার সময় দক্ষিণে পিসির বাড়ী যেতে হবে, আর জোয়ারের সময় নিজেদের বাড়ীতে ফিরতে হবে।প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত হাইড্রলিক জ্ঞানের অধিকারী মাঝি চেষ্টা করতেন জোয়ার থাকতেই টেগরপুলি গ্রামের কাছে শ্রীমতি খালের সংযোগস্থলের বালি পড়া অংশটা যেন পার হয়ে যেতে পারেন।জোয়ার ভাটার নিরন্তর সময় পরিবর্তনের জন্য দায়ী পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যাকর্ষণের টানের ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও এনিয়ে আমার কৌতুহলের অন্ত ছিল না।মনে পড়ে মাঝি 'সালেহার বাপের' হাঁক 'জোয়ার আসছে, চলো চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে'। কারণ এই যে এই জোয়ার মিস্ করলে পরের দিনের জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।আমার জন্য জোয়ার মিস করা খারাপ কিছু নয়, পিসির বাড়িতে চিংড়ি মাছ ও পিঠা আরো একদিন খাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় কর্তৃপক্ষ 'ওয়াটার রিসোরসেস ইনজিনিয়ারিং' (Water Resources Engineering) ডিপার্টমেন্ট খোলার সিদ্ধান্ত নেন। এরমধ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ বিধ্বংসী বন্যার কবলে পড়ে । ক্ষুধার্ত মানুষ উচ্ছিষ্টের আশায় আমাদের হলের সামনে ভীড় জমায়। এই বন্যার ঘটনা আমাকে নদী ও জলের ইনজিনিয়ারিং পড়ার প্রেরণা জোগায়। এরপর এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীতে নদী ও সাগর বিষয়ে স্নাতকোত্তর লেখাপড়া করি।

আমাদের সেডিমেন্ট ইনজিনিয়ারিং (Sediment Engineering) পড়াতেন মিস্টার ওভারবিক। তিনি একজন ডাচ্ ভদ্রলোক, তাঁর অনেক কাজের অভিজ্ঞতা, তিনি পড়াতেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নদী সম্পর্কে, যেমন ইউরোপের রাইন, কলাম্বিয়ার ম্যাগডেলেনা, ভারতের গঙ্গা, বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র, চীনের পো এবং লাওসের মেকং। পড়াতে গিয়ে তিনি বললেন, বাংলাদেশের চাঁদপুরের মেঘনা নদীর বিশালতা দেখে তিনি থমকে গিয়েছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং বই বন্ধ রেখে কিছুক্ষণের জন্য প্রকৃতির শোভা উপভোগ করেছেন, ভেবেছেন অংকের মাধ্যমে এই বিশাল নদীর গতি প্রকৃতি সত্যই নির্ণয় করা যাবে কিনা, পরবর্তী জীবনে নীরদ চৌধুরীর বর্ণনায় চন্দ্রালোকিত মেঘনা নদীর বর্ণনা পড়ে মিঃ ওভারবিকের কথা মনে হয়েছে।

ইনজিনিয়ারিং পেশার পাশাপাশি সাহিত্য ও শিল্পকলায় নদীর বর্ণনা (treatment) সম্পর্কে আমার আগ্রহ বাড়তে থাকে।হাতে আসে অদ্বৈত মল্ল বর্মনের উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'।পড়তে গিয়ে প্রথম পাতাতেই চোখ আটকে যায়, "পল্লী রমনীর কাঁকনের দুই মুখের মধ্যে যেমন একটু ফাঁক থাকে, তিতাসের দুই মুখের মধ্যে রহিয়াছে তেমনি একটু খানি ফাঁক – কিন্তু কাঁকনের মতই বলয়াকৃতি" ।নদীর বাঁককে কাঁকনের সঙ্গে তুলনা লেখকের ভূতাত্বিক পর্যবেক্ষণের গভীরতা প্রমান করে। আমাকে উদ্বুদ্ধ করে ম্যাপ দেখতে তিতাসের মুখের কেমন পরিবর্তন হয়েছে ১৯৫৬ সালের পর। এখানে এসে আমার ইনজিনিয়ারিং চিন্তা ভীড় করে। পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া নদীখাত পরিবর্তনের সকল ইতিহাস ও ভূগোল জানতে ইচ্ছে হয়। ৩৫,০০০ ফুট উচ্চতায় প্লেন যাত্রার সময় নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকি নদীগুলোর দিকে। সেরকম এক যাত্রায় দেখেছি হারিয়ে যাওয়া অ্যারাল সি (Aral Sea) ।

ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের মাষ্টার তরনীসেন বড়ুয়ার দেয়া রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'ভোলগা থেকে গংগা' বইটি পড়ে মোহিত হয়েছি। পড়ে এই বইয়ের এককপি সংগে রেখেছি। 'ভোলগা থেকে গংগার' খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ সালের গল্পে পড়ি, "শীতের সময় নদী হয়ে যায় জমাট বরফ, শীতের অবসানে আবার বিগলিত ধারায় প্রবাহিত হয়" । এরপর ফাষ্ট ফরোয়ার্ড ১৯৯৯ সাল, আমেরিকায় তখন চাকরি শুরু করি। জমাট বরফের উপর বৃষ্টি পড়ে কত জল প্রবাহ হতে পারে এ ধরনের অংক করতে থাকি। কোন সময় বেশী পরিমান জল প্রবাহ হিসাব করলে, প্রতিবাদ শুনতে হয়, একি করলেন, এ যে দেখি নূহ নবীর আমলে বাইবেলে বর্ণিত বন্যার চাইতেও বেশী। মনে হয় ভুল করিনি তো? 'ভোলগা থেকে গঙ্গার' সুমের গল্পে ১৯৪২ সালে পাটনা শহরের কাছে "বাঁধ থেকে বিঘত খানিক নীচে দিয়ে গংগার জলরাশি প্রবাহিত হবার কথা আছে। আরো আছে "ঝুড়ি কোদাল নিয়ে হাজার মানুষ তৈরী, কিন্তু সকলের মনেই গভীর সন্দেহ, গঙ্গার বাঁধকে আরো এক ইঞ্চি উঁচু করা সম্ভব কিনা" । গঙ্গার বাঁধের মতোই পৃথিবীর অন্যান্য নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে মানুষ বন্যা মোকাবিলা করে। কোনো কোনো সময় নিজের বাঁধকে রক্ষণ করার জন্য মানুষ তার অপর পারের বাঁধও কেটে দেয়। এরকম দেখেছি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা ও কুমিল্লা এলাকা ও ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্র্যামেন্টো এলাকায়। সাতক্ষীরা অঞ্চলে এরকম বিবদমান দুই গোষ্টীর মধ্যে বাঁধ কাটাকাটির বাক বিতন্ডার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। তখন মনে হয়েছিল ইনজিনিয়ারিং বিদ্যা ছাড়াও পলিটিক্যাল সায়েন্স ও Social Science পড়া উচিত ছিল। তা নাহলে জলের সমস্যা সমাধান করা কঠিন।

প্লাবন ও বাঁধের সংগে আমার পেশা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করলাম দশ বৎসরেরও বেশী, আমেরিকাতে কুড়ি বৎসরেরও বেশী। ঘুরে দেখতে হয়েছে অনেক নদী। কোনটি সাগরের কাছাকাছি কোনটি পাহাড়ের উপর, অনেকগুলি বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে, কোনটি হাওর অঞ্চলে, কোনটি চলন বিলে।দেখেছি নিশ্চল ব্যাকওয়াটার (backwater) ও বিপরীত দিক থেকে আসা থমকে থাকা জোয়ারের জল।মুখোমুখি হয়েছি নদীপথে ঢুকে যাওয়া সাগরের উত্তাল তরঙ্গের (surge)।

সেরকম তরঙ্গের মুখোমুখি হয়ে আমি ভয় পেলেও, বোটচালক বেজায় সাহসে তরঙ্গকে অতিক্রম করেছেন। বলা যায়, মাঝি মাল্লা, বোটচালক ও কৃষকের কাছে হাইড্রলিক পাঠ নিয়েছি। আমেরিকায় hydraulic modelling কাজে আত্মনিয়োগ করার পর, সেইসব নাম না-জানা মানুষের কথা স্মরণে আসে। পৃথিবীর পাঠশালায় প্রকৃতি থেকে অর্জিত জ্ঞানের জন্য তাঁদেরকে শিক্ষকের সম্মান দেই। নদীর প্রবাহের সংগে জড়িয়ে থাকে পলি জমা ও নদী ভাঙ্গনের কাহিনী। কোথায় কেন পলি জমেছে, কেন নদী ভাঙছে এ বিষয়ে লঞ্চ ও স্টীমার চালকদের পর্যবেক্ষণ প্রখর। বইয়ের জ্ঞানের বাইরে নদীর বুকে ঘোরাঘুরির সময় তাঁদের অভিজ্ঞতা শুনে ঋদ্ধ হয়েছি। অমিতাভ ঘোষের উপন্যাসে 'Hungry Tide' সুন্দরবন অঞ্চলের একজন মাঝির দেখা মেলে।

পৃথিবীর কোন কোন নদীর একটি আধ্যাত্মিক দিক আছে, যেমন ভারতের গঙ্গা, জর্ডানের জর্ডান নদী ও কলম্বিয়ার ম্যাগডেলেনা নদী। ম্যাগডেলেনা নদীকে যদিও কখনো দেখিনি, তবুও সে আমার জ্ঞানের জগৎ ও চেতনার জগতে বিরাট স্থান দখল করে আছে। পূর্বোক্ত মিঃ ওভারবিক আমাদের এই নদীর উপর sediment transport বিষয়ে অনেক অংক শিখিয়েছিলেন। ডাচ্ ইনজিনিয়ারদের এই থিয়োরীগুলো আমেরিকায় প্রয়োগ না করলেও ডাচ্ প্রভাবিত দেশ কলম্বিয়াতে এই ধরনের অংকের অনেক চল আছে। যাহোক ম্যাগডেলেনা নদীর কথা ভাবতেই কলম্বিয়ার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক গ্যাবরিয়েল গার্সিয়া মারকোয়েজ সাহেবের কালজয়ী উপন্যাস 'Love in the Time of Cholera' কথা মনে আসে। ম্যাগডেলেনা নদী এই উপন্যাসের সেটিং। আরো কত যে কবিতা ও গান রচিত হয়েছে এই নদী নিয়ে, ভারতের গঙ্গার মতোই। ম্যাগডেলেনা আবার বাইবেলের একটি চরিত্র।

কাজ ছাড়াও বেড়াতে গিয়ে অনেক নদীতে ঘুরেছি, নৌকা চালিয়েছি আমেরিকা, ভারত, নেপাল ও থাইল্যান্ডে। ২০১৭ সালে ভারতের কেরালা রাজ্যের ব্যাকওয়াটারের স্মৃতি খুবই নিকটের। হাউসবোট, করিমন মাছের ঝোলসহ লাঞ্চ, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির লাল ঝান্ডা ও পাশাপাশি মন্দির, মসজিদ ও গির্জার সহাবস্থান – এইসব দৃশ্য স্মৃতিতে ভীড় করে। চম্পা নদীর উপর যাবার সময় দুপারের সরু বাঁধ, জল প্রবেশ ও নিকাশের জন্য স্ট্রাকচার দেখে, ভ্রমণ ছেড়ে রিভার ইনজিনিয়ারিং করার সাধ হয়। আমি আমেরিকা ফিরে আসার কিছুদিন পর চম্পা নদী ও সমগ্র কেরালা প্লাবনে ভেসে যায়। তাঁদের ড্যামগুলো ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়।

এখন কাজ করছি স্যাক্রামেন্টো এলাকার আমেরিকান রিভার নিয়ে। জানিনা সময়ের নদী এই নদী সাধককে এরপর কোথায় নিয়ে যায়। কোন নদীতে?

ভাবি, আমাদের চাঁনখালী খাল ভরে যাবার পর আমার ধাইমা রুপনবালা জলদাসীর পরবর্তী প্রজন্মের কি হবে? মৎসজীবি মানুষ তাদের জীবিকা হারাবে?

শ্যামল চৌধুরী, *স্যাক্রামেন্টো নিবাসী এবং পেশায় প্রকৌশলী।*

ভজনের জন্য একটি প্রার্থনা সংগীত

বহু বৎসর আগে রবিবার সকালে।স্বর্গীয় পঙ্কজ কুমার মল্লিকের গলায় রেডিওতে এ গানটি আমি শুনেছিলাম।এর নাম ছিল সংগীত শিক্ষার আসর। বলা বাহুল্য খুব ভালো লেগেছিলো।তারপর দিন কেটে গেছে। মাসখানেক আগে আমার নাতনি একটা গান শোনালেন, আমি তাজ্জব। লক্ষীশঙ্কর রেকর্ড করেছে। সবাই বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছে। মহাত্মা গান্ধীর খুব প্রিয় ছিল। আমি আপনাদের সাথে আমার আনন্দ ভাগ করলাম।

বৈষ্ণব জন ত তৈনে কহিয়ে যে, পীড় পরাই জানে রে।
পর দুঃখে উপকার করে তোয়ে, মন অভিমান না আনে রে। ১।
সকল লোকমান সহুনে বন্দে, নিন্দা না করে কেনী রে।
বাচ কাছ মন নিশ্চল রাখে, ধন-ধন জননী তেনী রে। ২।
সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণা ত্যাগী, পর-স্ত্রী জেনে মাত রে।
জিব্হা থকী অসত্য না বোলে, পরধন না ঝালি হাথ রে। ৩।
মোহ-মায়া ব্যাপে নহি জেনে, দৃঢ় বৈরাগ্য যেনা মন মান রে।
রাম নাম সুন্ তালি লাগী, সকল তীরথ তেনা তন্ মান রে। ৪।

কবি নরসিং মেহতা যে ভাষায় লিখেছেন সে তো বাংলা নয়, তাই একটু অনুবাদ করা হলো। বৈষ্ণব তাকেই বলা যায় যে প্রেম বিলোতে জানে, পরের দুঃখে উপকার করে নিরহংকার থাকতে জানে। সে সকল লোককে সমদৃষ্টিতে দেখে, কখনও কারো নিন্দা করে না যে অন্যের বাক্যে নিশ্চল থাকে ধন্য তার জননী। পরস্ত্রীকে নিজের মা মনে করে এবং পর দ্রব্যতে দৃষ্টি দেয় না। নিজ মুখে অসত্য কথা বলে না। বৈরাগ্য আশ্রিত জীবনে রামনাম করে তীর্থে বাস করে।

মনে হয় সম্পূর্ণটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তুলে ধরতে পারলাম না, কিন্তু ২২টা দেশে এই গান চলছে।

***মঞ্জু রায়চৌধুরী**, অশীতিপর, গ্র্যানাইট বে - তে অবসর জীবন যাপন করছেন। বাংলা ভাষা, রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি তার আনুগত্য তাঁকে লেখালেখি ও পড়াশোনায় ব্যস্ত রাখে।*

বৈশ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে জে, পীড় পরায়ী জাণে রে |
পর-দুখ্খে উপকার করে তোয়ে, মন অভিমান না আণে রে | 1 |
বৈশ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে জে ...

সকল্ লোক মান সহুনে বংদে, নীংদা ন করে কেনী রে |
বাচ কাছ মন নিশ্চল রাখে ধন-ধন জননী তেনী রে | 2 |
বৈশ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে জে ...

সম-দ্রিষ্টী নে তৃষ্ণা ত্যাগী পর-স্ত্রী জেনে মাত রে |
জিহ্বা থকী অসত্য না বোলে পর-ধন নব ঝালী হাথ রে | 3 |
বৈশ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে জে ...

মোহ-মায়া ব্যাপে নহী জেনে দ্রিঢ় বৈরাগ্য জেনা মন মান রে |
রাম নাম সুন তাল্ী লাগী সকল্ তিরথ তেনা তন মান রে | 4 |
বৈশ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে জে ...

বণ-লোভী নে কপট-রহিত ছে কাম-ক্রোধ নিবার্যা রে |
ভণে নরসৈয্যো তেনুন দর্শন কর্তা কুল্ একোতের তারয়া রে | 5 |
বৈশ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে জে ...

চিরকুট

নিজের ওপর নিজেরই প্রচন্ড রাগ উঠছে সুহাসের। ডাক্তারের কাছে যাবার কথা ছিল, দু দিন আগেও বার বার করে মনে করে রেখেছিলেন কিন্তু আজ সকালে উঠে বেমালুম ভুলে গেলেন? এখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আবার নতুন করে নিতে হবে।ডাঃ সাক্সেনার বহু দিনের পেশেন্ট সুহাস।এ দেশে আসার পর হঠাৎই একদিন কথা প্রসঙ্গে শৈলেশ এনার নাম উল্লেখ করেছিল বলেছিল "সুহাসদা ডাক্তার যদি দেখাতেই হয় তাহলে আর কোথথাও যেতে হবেনা, ডাঃ সাক্সেনা হল যাকে বলে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি !"তারপর থেকে এই ডাক্তার সাক্সেনার কাছেই যাতায়াত শুরু।পুরানো পেশেন্ট হলে যা হয়, গেলে খানিক ক্ষণ টুকটাক গল্প হয়েই যায়।অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে বাতিল করেছেন এমনটা কখনো হয়েছে বলে মনে পড়ে না তাই একটু বিব্রত লাগছে।'কিন্তু শৈলেশ কে আজ এতদিনপর কি করে মনে পড়ল কে জানে!কথাও বলা হয় নি অনেকদিন, কেমন আছে কে জানে" ,ভাবেন সুহাস।শৈলেশের ফোন নম্বরটা আর খুঁজে পান না।কাগজ পত্র হাটকে হয়রান অবশেষে অধৈর্য হয়ে গিন্নি কে তলব ।

-শৈলেশের নম্বরটা একটু বের করে দাও তো? ডায়েরীটাও তো পাচ্ছিনা, এখানেই তো রেখে ছিলাম!

-কোন শৈলেশ? অমলা বলেন।

-কোন শৈলেশ মানে কি? বিরু কাকার ছেলে! শৈলেশ! শৈলেশ! ভুলে গেলে নাকি?

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন অমলা ।

-শৈলেশ তো পনেরদিন আগেই বলল পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাতে দেশে যাচ্ছে ভুলে গেলে?

-বলেছিল? কই কিছুই তো মনে পড়ছে না! শৈলেশ দেশে গেল? অবাক হন সুহাস।

আজকাল প্রায়ই এটা হচ্ছে সুহাসের অমলা মনে করিয়ে না দিলে কোন কিছুরই খেই ঠিক রাখতে পারছেন না।ওষুধপত্র খেতে গোলমাল তো বহুদিন ধরেই হচ্ছে, তাই ডাক্তারের পরামর্শে সব ওষুধ গুলো ভাগে ভাগে না খেয়ে একসঙ্গেই এক মুঠে খেয়ে নিচ্ছেন সেই কবে থেকে! আজও ওষুধের রূপোলী মোড়ক গুলো একটার পর একটা খুলে হাতের মুঠোতে ধরে দেখছিলেন।

-কি দেখছ এত মন দিয়ে? মুখে পুরে নাও না! এই নাও জল!তখন থেকে ওষুধ গুলো হাতেই নিয়ে বসে আছো!

উত্তর আর পাননা সুহাসের থেকে ।

-আজ কি খাবে বলো।ভাবছি লাউটা রেঁধেই নেব কি খাবে ত? অনেকদিন হল ফ্রিজে পড়ে আছে।অমলা আপন মনে বলে চলেন।

-লাউ? এখানে লাউ কোথায় পেলে?

-কি যে বল! এখানে তুমি কোনদিন লাউ খাওনি নাকি? খাবে কিনা বলো, তাহলে রাঁধি!

-জানো অমু,মা লাগিয়েছিলেন লাউ।ঠিক রান্নাঘরের পাশে, তখন তো পাকঘর বলতাম!আপন মনে হেসে ওঠেন সুহাস। খুব সুন্দর লক লক করে লাউয়ের চারাটা বড় হয়ে মাচায় ছড়িয়ে পড়েছিল।আর কদিনের মধ্যেই হয়ত ফুল এসে যেত।কিন্তু গাছের গোড়াটা খুব মন দিয়ে বসে বসে কাটছিল বিভু।ও তখন হয়তো ছয় সাত বছরের হবে।মা দেখতে পেয়ে বিভুকে যা মারটাই না দিলেন! খুব দুরন্ত ছিল বিভুটা।মা ও তখন অল্প বয়েসের বিধবা।ছোট ছোট দুটো ছেলে কে নিয়ে দিশাহারা, আর পাল্লা দিয়ে বিভুর নিত্যদিনের দুষ্টামি!

-বললেনা তো লাউ টা রাঁধব কি? খাবে তো? অমলা শুধান।মানুষটা খেতে বড় ভালোবাসেন কিন্তু একবার দেশের বাড়ির কথা শুরু করলে আর ছাড়ান নেই খানিকটা বাধ্য হয়েই যতি টানেন।

-বুঝলে অমু, আমরা দেশে চলে গেলেই পারতাম।এদেশে থেকে বিদেশ বিভুঁইয়ে একা একা...কারোর সঙ্গে মন খুলে গল্প করতে পারিনা সবাই ব্যস্ত! ওখানে তো অন্তত দুটো নিজের লোক পেতাম তুমিই তো যেতে চাইলেনা!

-সবাই ব্যস্ত তো হবেই, চাকরি বাকরি করছে! আমাদের মত অখন্ড অবসর কার আছে! আজ হঠাৎ পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটতে বসলে যে? কোথায় গিয়ে থাকতে শুনি? তুমি ভাবছ পাকাপাকি গেলে তোমার এমনই আদর যত্ন করবে সবাই? কাউকে পাবেনা বুঝলে সব জানা আছে তারপরে তোমার ট্রিটমেন্ট! বাব্বা গত বছর দেশে গিয়ে পিকাই কে নিয়ে কি কান্ডটা হয়েছিল মনে আছে?

-আচ্ছা এতগুলো মানুষ কি করে আছে দেশে? ওরা কি সবাই মরে যাচ্ছে? সবার মত আমরাও অভ্যস্ত হয়ে যেতাম এই যে মাঝে মাঝে যাই কত পরিবর্তন হয়েছে, আগের মত তো আর নাই! বুড়ো বয়সে অন্তত এখানে খেটে খেটে মরতে হতোনা, কাজের মানুষ রেখে একটু স্বস্তিতে কাটাতে পারতাম!

-কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে সেই এক কথাই শুনে আসছি! দেশে ফিরে যাই চলো, দেশে ফিরে যাই চলো বলি এই যে মেয়ে দুটোকে চোখের দেখা দেখতে পাই সেটা কি দেশে গেলে সম্ভব?'তেড়েফুঁড়ে ওঠেন অমলা।এই তো বেশ আছি মেয়েদের দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে, আর কি লাগে?দেশে গেলে ওদের দেখতেও তো হা পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে কিন্ত সে কথা তোমাকে কে বোঝাবে!

দুই মেয়ে রিনি ঝিনির বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন হল, সপ্তাহান্তে পালা করে দুই মেয়েই একবার করে দেখে যায় বাপ মা কে আর দিনের মধ্যে চার পাঁচবার তো কথা হয়েই যায় খুব একটা আফসোস বা অতৃপ্তি অমলার মনে কখনই ছিলনা।সেকথা সুহাস ভালোই জানেন নিজেও তো

বসে থাকেন নাতি নাতনীদের জন্যে! ইদানীং ছোট নাতনী টিয়ার সঙ্গেই বেশ ভাল সময় কাটে।যখনই আসে প্রশ্ন করে করে নাজেহাল করে দেয়। বড় নাতি এখন টিনেজার, তাই মেপে ঝুঁকে কথা বলতে হয়।একটু বড় বড় ভাব এসেছে।দাদুর থেকে দিদার সঙ্গেই বেশি সখ্যতা।অগত্যা খবরের কাগজটা হাতে তুলে নেন সুহাস।আপাতত বিশ্ব সংসারের খবরে মনোনিবেশ করাকেই উত্তম কর্ম বলে মনে হয়।খবরের কাগজ আর বইই এখন সুহাসের সর্বক্ষণের সঙ্গী ।

দেশে গেলে বন্ধুবান্ধবরা বেশির ভাগ বই উপহার দেয়।শখের মধ্যে দেশ বিদেশ ভ্রমণ তো অনেকটাই করেছেন কিন্তু সাত সমুদ্র তেরো নদী ঘুরেও দেশে যাবার মত শান্তি আর কিছুতে পাননা।বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে কদিন কাটিয়ে আবার পরবাসে ফিরে আসতে মন চায় না।কেবলই সুহাসের মনে হতে থাকে শেকড় থেকে বহু দূরে আলগা হয়ে চলে আসা।যুবা বয়সে সেই টান অবজ্ঞা করার শক্তি ছিল, বৃদ্ধ বয়সে এসে সেই পিছুটান সামলাতে পারেন না।কেবলই মনে হতে থাকে আবার দেখা হবে তো?

সেদিন অমলা বইপত্র গোছাতে গিয়ে একটা খাম খুঁজে পেলেন। গতবছরই সুহাসের কলেজের বন্ধু অনাদি নিজের সংগ্রহ থেকে শচীন কর্তার গানের এলবাম অমলার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল বৌদি শুনো কিন্তু ।অমলা তো যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু দেশ থেকে ফিরতে না ফিরতেই দুঃসংবাদ এসেছিল অনাদির।মুখ বন্ধ খামে গানের এলবামটা পড়েই ছিল।বড় মায়া হল আজ এলবামটাকে দেখে।মনে পড়ল অনাদি বাবুকে।

সিডি প্লেয়ার অন করেন অমলা। *"কে যাস রে ভাটি গাং বাইয়া আমার ভাই ধন রে কইয়ো নাইওর নিত বইল্য...* ।"আকাশচুম্বী ফ্ল্যাটের বন্ধ ঘরে আবছা হয়ে আসা দিন গুলো যেন এঘর ওঘর দৌড়ে বেড়ায়।গ্রামের বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ঠাকুমা,মানস চক্ষে দেখতে পান সুহাস। মেজদির শ্বশুর বাড়ি থেকে আসার অপেক্ষায়, হাঁক ডাক করে চলেছেন 'নাইওর আইব, নাইওর আইব তোমরা আর দেরী কইর না' ছবি গুলো আসে আর মিলিয়ে যায়।এই আছে, এই নেই।অনাদিটা বড় সরল , সোজা বরাবর ই।ছেলে পুলে নেই, স্ত্রী ও চলে গেলেন।গানের শখ চিরকালের।বাড়িতে যত্র তত্র গানের গানের রেকর্ড, ক্যাসেট।ইদানিং কালের সিডির স্তুপ।শেষের দিকে এতদিনের প্রাণে ধরা সঞ্চয় সবাই কে উপহার দিতে শুরু করল।বিভুতির বাড়িতে সেদিন কি নিয়ে যেন অনাদি, সত্য আর গোপাল খুব তর্কে মজেছিল, কি যেন কি যেন...

-কি গো এখানেই ঘুমিয়ে পড়লে? স্নান খাওয়া দাওয়া কখন করবে? রিনি ঝিনিরা কিন্তু বিকেল বিকেল এসে যাবে।অমলার ডাকে ঘোর ভেঙ্গে যায় সুহাসের।

এই এক নতুন উপসর্গ হয়েছে।অল্পেতেই চোখ লেগে যায়।সপরিবারে কন্যারা আজ আসবে মনে হতেই একটু আনন্দ অনুভব হল।'কিন্তু টিয়া দিদিমণি কি যেন একটা কাজ দিয়ে গিয়েছিল ? মনে পড়ছে না তো?এবার নির্ঘাত টিয়া দিদিমনির বকা খেতে হবে!"আবার মহা সঙ্কটে পড়ে যান সুহাস।

ঠিক তাই হল।বিকেল হতেই হুড়মুড় করে দুই মেয়ে ,জামাই,নাতি নাতনীরা এসে হাজির।ঘরে ঢুকেই দাদুভাই এর কাছে ছুটে চলে আসে টিয়া।কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বলে " দাদুভাই তুমি যে বলেছিলে বাঁশীটা খুঁজে আমাকে দেবে, বের করে রেখেছ?" কাঁচুমাচু হয়ে যান সুহাস।' আমি যে একদম ভুলে গেছি দিদিমণি! আজকাল যে আমি সব ভুলে যাই।'অনেক সাহস সঞ্চয় করে বলেন সুহাস।

-ভুলে যাও? পিটপিটিয়ে অবাক হয়ে তাকায় টিয়া।কই আমি তো কিচ্ছু ভুলিনা।তুমি কি করে ভুলে যাও?
হো হো করে হেসে ওঠেন সুহাস।বলেন, "দিদিমণি আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি, অ্যান ওল্ড ম্যান নাউ!"

হাত ধরে টানতে টানতে দাদুকে নিয়ে স্টাডি টেবিলের সামনে দাঁড়ায়।

-এবার থেকে আর তুমি কিচ্ছু ভুলে যাবেনা।মা আমার স্টাডি টেবিলের ওপরে একটা বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে।ওখানে টেবলস, ম্যাপ, অনেক কিছু টাঙ্গানো থাকে। মা বলে সব সময় চোখের সামনে দেখলে আমি ভুলবনা।তুমিও লিখে রাখ আমার মতন করে।দেখবে আর কখনো ভুলবে না!

আট বছরের নাতনীকে মনে প্রাণে তারিফ করেন সুহাস ।"এইটা তো দারুণ বলেছ দিদিমনি।দাঁড়াও আমি এক্ষুনি কিছু একটা করছি।"দাদু নাতনী দুজনেই লেগে পড়ে নোটিশ বোর্ড বানিয়ে ফেলে।

সপ্তাহখানেক পরে সুহাসের ঘরের দেওয়ালে রঙ বেরঙের চিরকুট ঠিক প্রজাপতির ঝাঁকের মত ঘরের এক কোণে বাসা বাঁধে।সুহাস দাঁড়িয়ে দেখছেন আর ভাবছেন জট পাকানো স্মৃতি গুলোকে দারুণ জব্দ করা গেছে।ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই! স্বয়ং হনুমান গন্ধমাদন পর্বত তুলে এনেছিলেন বিশল্যকরণী খুঁজে না পেয়ে আমি কোন ছার! ভাইঝির সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বলতে অমলা ঘরে ঢুকে সুহাস কে বলেন, "এই নাও কথা বলো, সুমি তোমায় চাইছিল।'সুহাস ফোনে কথা শুরু করেন সুমির সঙ্গে। টুকরো টুকরো একতরফা কথা ভেসে আসে অমলার কানে"...কেমন আছ তোমরা? ... তোমার বরের নামটা যেন কি? আমি না বার বার ভুলে যাই.... তোমরা কোথায় থাকো এখন? ...তোমাদের বাড়িতে আমি গেছি? আমার তো কিছুই মনে পড়ে না সুমি..... এলবাম দেখব? আচ্ছা আচ্ছা... ।
ফোন রাখেন সুহাস।দেওয়ালে সাঁটা চিরকুট গুলোকে দেখতেই থাকেন নিষ্পলক।গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চেয়ে আছে, মাঝে এতটুকু খালি জায়গা নেই।

***জয়তী সেন**, পুনে নিবাসী, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে সমান চলাচল।ভিন্নস্বাদের গল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয় নিয়মিত নিজের ব্লগে এবং প্রতিলিপি বাংলায়।*

Vedanta Society OF SACRAMENTO

1337 Mission Ave., Carmichael, CA 95608, Phone: (916) 489-5137
Email: society@vedantasacto.org, website: www.vedantasacto.org

Swami Prapannananda: Minister and Teacher
Swami Ishadhyanananda: Assistant Minister

The Society was started in 1949 and made a branch of Ramakrishna Math, Belur Math, India, in 1952.

Activities at a Glance:

- Daily **worship** and group **meditation** in the chapel, and **vesper service** on Sundays.
- **Sunday Lectures**, **Wednesday classes** on Vedanta scriptures, **Friday classes** onVedanta Scriptures, **Saturday classes** on the teachings of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, and also **interviews** to students and spiritual aspirants.
- **Lectures** outside the Society.
- **Celebration** of the birthdays of Sri Ramakrishna, Holy Mother Sri Sarada Devi and Swami Vivekananda, and also a few other **festivals**.
- **Spiritual Retreats**
- A **library**, a reading room and a **bookshop**.
- The **Santodyan** (Garden of Saints), a beautiful 4-acre retreat located behind the Society, is extensively used by the devotees.

Bookstore:

Our bookstore has a good selection of Vedanta, Ramakrishna, and Vivekananda literature; and books about the lives and teachings of saints in all major spiritual traditions. CDs and DVDs of classical music and spiritual topics are also available, as well as incense and burners, and a small selection of spiritual art objects. Please visit our website to view the catalog of books.

Bookstore Timings: **Thursday**: 2 pm to 5 pm, **Saturday**: 12:00 to 2:00 p.m., **Sunday**: 12:00 to 2:00 pm.

Telephone: 916-489-2116; E-mail: vedantabookstore@zoho.com.

Owing to the **pandemic**, we are offering our classes and lectures online-only. Their schedule and other details are available at: vedantasacto.org/events/monthly-bulletin/
Our **bookstore** is now open only on Saturdays, from 11 am to 1 pm.

If you wish to get updates about the upcoming events, please visit vedantasacto.org, scroll down to the bottom and subscribe to our monthly newsletter.

Tanima Bhadra

International Conspiracy

In the summer of 2019, Rama's mother returned to the U.S. from India. Within a day of arriving, her excitement at being home gave way to extreme tiredness; given her recent travels, the family put it down to jet lag. A few days later, she developed severe respiratory problems; in panic, Rama called 911. Within fifteen minutes, with sirens blaring, an ambulance had transported her to the hospital. By the time Rama and Joy, her husband, reached the hospital, the medical staff had drawn blood for tests, administered broad-spectrum antibiotics, and sedated her. Shortly after that, they had her on a respirator.

Being on a respirator entails having a tube inserted through the mouth or nose, down the trachea, so that oxygen can be delivered directly to the lungs. It is uncomfortable for the patient, and the patient's instinct is to reach for the tubes to relieve the physical discomfort. The nurse informed Rama that they had restraints on her mother's hands to prevent this from occurring.

After 24 hours in ICU, Rama's mother was considered stable enough to breathe with supplemental oxygen, and the respirator was disconnected – though she remained connected to tubes that delivered IV fluids and medicines. As she regained full consciousness, she went through bouts of confusion, wondering at the strange machines; she also had trouble recollecting her own identity at times. The doctors assured Rama that this was normal given the circumstances - they also mentioned that they had been unable to find the cause of her illness.

On the same day, in the room next to hers, a policeman was admitted to the ICU. A constant flow of uniformed policemen walked past to visit him. The man was the victim of a drive-by shooting - he had witnessed a crime, and the perpetrators had tried to silence him.

Every time a policeman walked past; Rama's mother looked apprehensive. "What are they doing here?" she asked multiple times.

A few hours after she had first seen the police, she told Rama, "Tell the police I am innocent - this is an international conspiracy. They are framing me." Bewildered, Rama asked, "What are you talking about?" "See these marks?" her mother answered; "These are from being tied up by them." she continued, calmly pointing to discolorations on her skin where she had been restrained earlier.

Curious, Rama asked, "Who is framing you?" "The Housing Association Committee, of course," her mother responded with conviction. "Before I left India, I told everyone in a meeting that the committee takes bribes." "But this is the U.S., and they are in India." Rama exclaimed. Her mother shook her head at Rama’s naivete, "Some of the nurses work for the committee. I think the committee poisoned me," she said. She drifted off to sleep, leaving Rama to ponder over the information.

Two years ago, Rama had heard rumors about a couple of committee members who had suppressed evidence related to a murder. These members also had deep political connections, which they flaunted proudly. Still, they wouldn't go this far – her poor mother was in her seventies!

Rama's mother was not the type who was scared easily. Rama vividly remembered an incident from her childhood. One summer, in the purple twilight, the sound of a girl's screams had pierced the air. Neighbors had rushed out of their houses, telling the children to stay inside. Within minutes it was determined that a gang was abducting a girl. The men had picked up cricket bats and sticks - Rama's mother, the sole woman, clad in her cotton saree, had picked up a hockey stick. The gang had heard the commotion and panicked, the unnamed girl escaping to safety. Fortunately, the girl had been able to scream

for help - she had bitten the hand that had covered her mouth with his hand.

The incident had been the focus of discussions for days. Intertwined with the tale about the attempted abduction was the story of a woman willing to confront a gang.

Perhaps international conspiracy wasn't inconceivable.

Rama decided to spend the night at the hospital. The next morning, the staff moved her mother to a room in the general ward. Rama hovered around her mother – keeping an eye on the nurses, in case one of them tried to harm her mother. It was late in the evening when she left the hospital, tired but satisfied with its safety.

At 2:00 am, her phone rang: It must be the hospital, she thought, her heart racing as she reached for the phone.

"Your mother claims she is the victim of a kidnapping," came the agitated voice of the staff nurse. "Could you speak to her please?" and so saying, she put Rama's mother on the phone.

"They have abducted me - I am in a haunted house," Rama's mother declared. A perplexed Rama said, "I just spoke to the nurse - you are in the hospital." "No, no," Rama's mother cried. "The nurse doesn't know. Something very fishy is going on here – people are moving around suspiciously."

Stories of elder abuse came flooding into Rama's tired brain. "I will be there in twenty minutes," she said. Her mother seemed relieved but then piped up, "Don't come by yourself - it's not safe." "Joy will be with me," Rama replied. There was a long pause at her mother's end, then, "Bring someone else as well and come armed – this is a dangerous gang."

Rama looked over at her husband. He was not exactly small in stature, yet her mother had assessed that he would not be enough. And "Come armed"! How grave was the danger?

Except for a small windowless white van, the visitors' parking lot at the hospital was empty when they arrived. A two-person construction crew appeared to be fixing some doors. An owl hooted and flew past them, causing Rama to jump. They walked through desolate corridors to reach the general ward. It was quiet except for the hum of monitors. Relief washed over Rama when she saw her mother - she was sitting up in bed. A yellow light above the washbasin illuminated the counter; another light emanating from behind her mother's bed, cast a blue glow over the room.

Rama sat down at her mother's bedside and asked, "Is this the haunted house?" "Yes," replied Rama's mother, "they moved me at night. They didn't expect me to wake up." She was wide awake. Rama looked around the room, trying to make sense of the story. Had someone moved her mother to another room and back here when she created a fuss? All her belongings lay undisturbed, where Rama had placed them yesterday.

A faint suspicion was beginning to take shape in her mind. To test it, she reached behind the bed and turned off the blue light. There was just the yellow light above the basin now. Her mother looked startled. "Is this the haunted house?" Rama asked again. Her mother looked around the room and spoke tentatively, "It doesn't appear to be."

A few nights ago, the entire family had watched a Bengali movie. Along with eerie music, the director had skillfully used the flickering blue screen of a TV to imply the presence of ghosts. Rama's mother had drawn parallels between the movie and the blue aura in the room – as had Rama later. Her brain had linked the memory of being restrained, the policemen and her distrust of the Housing Committee; the result was an intricate international conspiracy culminating in an abduction.

Two days later, Rama's mother returned home with no additional late-night incidents. Today, she has no recollection of her stay at the hospital and laughs in disbelief when they talk about the conspiracy theory. The mystery of her illness remains unsolved.

Note: Doctors will tell you that patients coming off a respirator often remember being assaulted. Usually, medical staff and family members help them get past that. Numerous patients recovering from COVID-19 are coming off respirators. Visitations from family are not allowed, medical resources are stretched thin. One wonders how these patients are coping. In the world outside, theories of international conspiracy abound – Chinese media claims the U.S. planted the virus in China, the U.S. says the virus escaped from a laboratory in Wuhan. Perhaps these conspiracy theories too arise from fear and distrust?

Tanima Bhadra *is a graduate of the Indian Institute of Technology, Kharagpur, and has spent most of her career in computer chip design. She is currently pursuing her interests in business and investments. She divides her time between Newcastle, CA, and Southern Oregon.*

Sandipan Samaddar

Chasing the Night Sky

A common saying, "A picture is worth a thousand words," is true as photographs tell such beautiful stories and give the gift of memories. I developed the hobby of photography during my college days, be it landscape, macro, or abstract; though at that time I did not understand the basics. I enjoy the process of taking photos as I can see the world in my way, and I feel energized and happy when I click the shutter button. It may not be the best shot always, but I feel each image tells a story about time, about that moment. Recently I gained interest in night/dark skies, which is also a way to be away from the urban grind and try new photography techniques. If you want to try night-sky photography, you have to be away from the city lights. And what can be a better way to start than visit the Great Basin National Park (has one of the darkest skies in the US)?

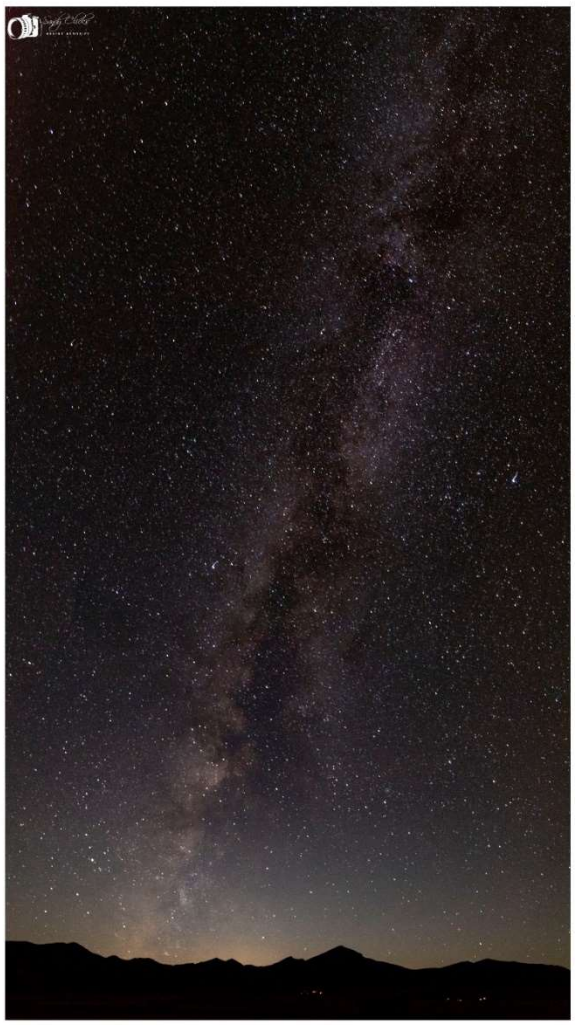

Taken on October 3, 2019 using a NikonD610 with 24-120 mm lens at 24mm, f/4, ISO-5000, 30 seconds at Great Basin National Park, Nevada.

In October 2019, with a few of my friends, we visited the Great Basin National Park, where we decided to shoot the Milky Way. With no prior experience and ideas, we started on our journey; with recommendations from park rangers, we decided to station ourselves at Baker Archaeological Site near Great Basin with an immense hope of capturing the Milky Way. When you are at a pitch-dark place, you need some time to get your eyes familiar with the darkness. So, after trying hard for an hour, I finally managed to find the position and spotted the milky band of light termed as the Milky Way.

The Milky Way is a spiral galaxy comprised of a bar-shaped core region surrounded by a flat disk of gas, dust, and stars. Our own solar system is located about 27,000 light-years from the galactic center of the Milky Way with one light-year about 6000,000,000,000 miles (10 trillion kilometers). Did you see how many zeroes it has? Surprising, right? So, seeing the Milky Way with your own eyes is very exciting, and capturing that is even more fun. I had the opportunity to observe it and capture it again (August 2020) in Yosemite National Park. An added bonus was a shooting star, which is a streak of light sometimes observed in the night sky caused by tiny bits of dust and rock called meteoroids falling into Earth's atmosphere and burning up.

The picture was taken on August 19, 2020 using a NikonD610 with 24-120 mm lens at 24mm, f/4, ISO-5000, 25 seconds at Tunnel View, Yosemite National Park,California.

With all these fascinating facts, I decided to go out and was fortunate enough to witness the beauty (which won't make it back to the inner solar system for 6,800 years) on July 16, 2020, just 60 minutes after the sunset, from a location near Davis which had a clear view of the north-west sky. It appeared under the Big Dipper about 10 degrees above the horizon.

I am a photographer by hobby and try to use my camera Nikon D610 with a couple of lenses, which I have to click these images. If you have a sturdy tripod and a decent camera where you can manually adjust the aperture, shutter speed, and ISO, you can also try to click similar images. I promise it's fun and exciting to look at the night skies; as said by American novelist Jack Kerouac "There was nowhere to go but everywhere, so just keep on rolling under the stars."

Apart from the Milky Way, the night sky has so many other sights to offer. Comet NEOWISE (C/2020 F3) recently made it into the news as the Hubble Space Telescope managed to snap the closest image of it after it passed by the Sun. It was reported as the brightest comet visible from the Northern Hemisphere since 1997. It was discovered on March 27, 2020, by NASA and gets its name from NASA's Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE), a space-based infrared telescope which is dedicated to looking out for potentially hazardous asteroids and comets. The comet was formed when the solar system formed 4.6 billion years ago, which means when you are looking at the comet, you are looking at the beginning of our time. When far from the Sun, comets are inert and lack their beautiful dust tails. The Sun's heat causes them to expel gas and dust, forming an atmospheric shell called a coma, and then the pressure of solar radiation extends this structure out into a long tail, which is visible in the picture below.

The landscape picture was taken on July 16, 2020 using a NikonD610 with 24-120 mm lens at 24mm, f/4, ISO-500, 20 seconds. The picture in the inset was taken with 70-200mm lens at 200mm, f/2.8, ISO-1000,10 seconds. Both were captured at Davis, California.

Sandipan Samaddar *is a Post-Doctoral Fellow in the Department of Land, Air, and Water Resources at the University of California, Davis, CA.*

Marvelous Marvel: A Golden Heart with a Golden Voice

Marvel Gima was popularly known as 'Marvelda' to the Utsav Bengali community. His departure has been an unfathomable loss of a human life who gave back so much to the community and would have continued to do so if he was around. On June 12, 2020, suddenly, Marvel left us with a heart failure after going through a series of unfortunate incidents for five months in the hospital. His sudden passing left the entire community in shock and has been a tremendous loss for his wife (myself), family, and many people whose lives he touched.

Marvelous Marvel.

Marvel grew up in Ville Parle, Bombay. From childhood, he created his music group and was fortunate to come into contact with some well-known music directors such as Laxmikant Pyarelal and Kalyanji Anandji. He even attended song recordings of the star singer Mukesh, whose songs Marvel passionately mastered and delivered to many audiences. From a very young age, he wrote lyrics and composed music.

Marvel came to New York in June 1969 as a young graduate with a lot of dreams and aspirations. He was hardworking, honest, intelligent; and he had a heart of gold. After starting his career in corporate sales with Pitney Bowes Corp. and Honeywell Inc., he flourished as a successful entrepreneur and a savvy real-estate investor. His businesses varied from mailing and shipping software, selling turnkey systems, to hospitality, and owning a franchised hotel. It was here on the east coast that he met his soulmate and his life partner Subhra (me). Together, we scaled the business to successful heights, and soon after, we moved to sunny California and tied the knot in a romantic fairy-tale wedding aboard a yacht in San Francisco Bay on November 6, 1993.

With Anandji.

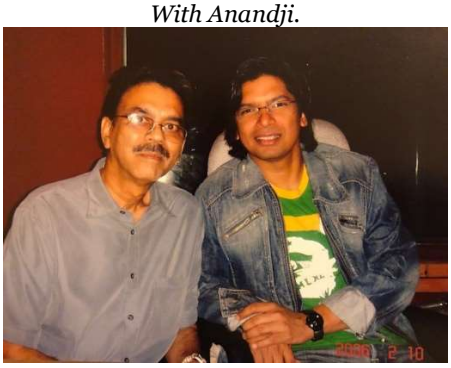

With Shaan.

Marvel was a welcome addition to the Sacramento Indian community with his melodious voice, which deeply resonated with the popular singer Mukesh. He introduced singing to many members of the community with the help of music tracks and was approached by many for singing guidance. His on-stage presence and his interaction with the audience while he belted out song after song were mesmerizing, something that local talents are aspiring to master. He was the life and soul of any gathering he attended, his charming personality along with his unique style of persuading the audience to participate along with him was unmatched, and his absence now creates a large void in our lives that can never be filled again.

Being with Utsav from the beginning, he frequently organized the annual Saraswati Puja singers' talent segment of the program. For many years, he hosted rehearsals at his home, guiding and mentoring each singer with their

song. He was a lively, energetic, witty, and loving person, and was always on the lookout for people needing help. On one of his Kolkata trips, he attended a classical music program and came across a beautiful and versatile singer Abanti Bhattacharjee who was finding it challenging to make it in the music world. Marvel approached Utsav to have the singer perform at the annual Durga Puja program. He offered to sponsor the musicians and spent his time and money to procure their performance visas, hosting them for almost a month. His heart reached out to such musicians, and he had a keen sense of spotting talent.

While staying busy in Sacramento with many business and real-estate opportunities, Marvel became a social magnet in the Utsav community. His warm and caring nature touched many individuals, and his natural willingness to help made a difference in many people's lives – whether it be to buy a car or house, or to negotiate a deal for a new project. His amazing knack for spot-on analysis and the expert advice that followed were a culmination of his years of experience as a successful entrepreneur. His cultural qualities were unparalleled. Marvel wrote, directed, and co-produced a feature film, 'The Perfect Woman', with his wife Subhra (me) that made its way into International Film Festivals and garnered multiple awards. He composed the music and wrote the lyrics of seven songs in his feature film that were recorded by some of the top musicians in India, to name a few, Shaan, Subhamita, and more.

Marvel was also a very dedicated social worker, volunteering countless hours during his Kolkata trips to uplift the lives of the needy around him. His extreme passion for improving the life of an average person in India was exemplified when, in January 2019, he arranged for his housekeeper Sanjib to have a vacation in Bangkok with him so that Sanjib could experience flying in an airplane and taste of international living.

Marvel dreamed of an Utsav clubhouse, which we hope will come to fruition some day. He insisted on quality musical programs for our Utsav events, especially when he was the Cultural Secretary of Utsav.

Marvel was multi-talented with a beautiful golden voice, witty as ever, outstanding culinary skills. The warmth and hospitality he showered on friends and family will be long remembered. His signature dish was his Biriyani, which he coined as 'Marvelyani'! As evidenced above, Marvel has left behind valuable lessons for us on how to fill our lives with laughter and joy, how to embrace music for sharing love, and how not to forget the less privileged around us who need our support and compassion.

Marvel's words of wisdom in one of his text messages to his sister-in-law, Dr. Mitra Choudri, follow: "It takes an average person to act & react to situations but it takes a genius to do nothing because it is the hardest thing to do... do nothing. So Mitra breathe easy, rest easy, enjoy quiet moments with Adi. Shut your phone for 4 waking hours a day. You'll see you'll feel much better."

Marvel's favorite, song 'My Way' by Frank Sinatra, was his life. His signature Mukesh song that moved audiences and brought tears was 'Jeena Isi Ka Naam Hai'. Marvel, your untimely departure has saddened us deeply and left a lot of plans unfinished for us, especially since you were an avid traveler. You lived an enormously meaningful life and I am proud to say that I never stopped learning from your wisdom, kindness, and humility. Your compassion and generosity will always be remembered. We wish you peace in your afterlife; and friends, please pray for me to continue my life here in Marvel's loving memories.

"If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars." -- Rabindranath Tagore

Subhra Gima *is the beloved wife of Marvel Gima and has been a resident of the Sacramento area since 1992. Apart from being a business partner with her husband, Subhra had a career stint with NYSE and also with some major corporations in IT sector in the Sacramento area, CA.*

A Dog's Life (In Quarantine)

Woof! Woof! It's finally the morning! I scramble onto my kid's bed and rapidly lick her on the face. Once her eyes flicker open, she gives me a good, long, belly rub. Oh yeah, baby! That's the stuff! Arf! Arf! After she lets me loose on mom and dad's bed, we do normal stuff like 'Where in the World Is That Toothbrush' and 'Let-Me-Comb-Your- Hair-Willy.' But after that stuff, she lets me outside for play time. We used to go to the park for playtime. Then one day, she decided I was better off playing on my own. I miss running free without any fences to stop me from doing so. I miss smelling all those new human smells. But most of all, I miss doing my colored water under the trees. Every time my tummy felt heavy, I would go to the nearest tree and suddenly, my tummy felt light again.

My human wasn't happy, though. Woof! My human has come back to take me inside. I do a little dance to show my appreciation. She is very pleased. One good thing that has changed is that I get to spend all my time with her. She gives me her old shoes, for me to bite on, while she staress at the people in the glass cage. It never gets boring when you're always with your human. After that, it's lunchtime.

Suddenly, my human is free. We can play tug-a-war, we can play dress up, or we can just simply watch the prisoners in the glass cage. There is always one prisoner with blond hair who is called "a dumb tyrant" by my human. Grr! But there are also plenty of prisoners who look like nice people. I like seeing them. At around six o'clock, I go for a walk with my kid and mom. For some reason, they have started wearing a cloth on their faces when they go out. Once we're at the park, I try to sniff other dogs around. This proves to make mom mad. But my kid just walks on to make me follow her. It works. When we come home, the kid and mom wash their hands with soap and water. Right after that, they take a bath. I wait with dad until they come back with wet hair. My kid starts reading a collection of pages with deep interest. Mom starts making the kitchen smell funny.

Soon, it's dinner. Everyone eats with great zest. Suddenly, I begin to feel sleepy. The kid then brings me upstairs and starts cuddling me. Then, I feel so sleepy that I end up falling asleep in her arms.

Anaya Bhattacharyya (10 years), *is a fifth-grader in Rocklin Academy, CA.*

COVID-19 Remedies – How and When?

Since early March 2020, I am trying my best to learn about this unprecedented COVID-19 situation (only from a series of meetings with Subject Matter Experts and scientific articles – NOT from "social" or news media). Initially, I realized that we collectively know very little about this Sars-Cov-2 virus, but scientists are rapidly and continually trying their best to unveil the facts. The more we learn, the more it will help us get closer to finding better treatment, discovering effective vaccines, and also more accurate and fast diagnostics tests. My thoughts in simple words are written briefly below. If you have any questions, concerns, or constructive criticism, I will be really happy to discuss with you and share my limited knowledge that I am gaining in this trying time.

Development of Drugs to Treat and/or Prevent COVID-19 in Pipeline: *As of September 30, 2020, 8:31 AM EST*

Preclinical: 492;
Phase I Clinical: 40;
Phase II Clinical: 68;
Phase III Clinical: 25

Total: 625

Ref:
https://pharmaintelligence.informa.com/resources/key-topics/coronavirus

This is simply unprecedented in this short period of time. It has only become possible because of tremendous proactive efforts by scientists, medical professionals, and regulatory agencies. Another great source of tracking the updated record of spreading global infections, deaths, and recoveries is the Johns Hopkins University site:
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

About Vaccine Against COVID-19 Diseases

"So the world might think that it's a slam dunk that vaccines will come but it's far from sure. I'm optimistic that it will succeed. The question will be how much risk the world wants to take by shortening the development period of the vaccines, which normally takes 5 to 10 years. I mean if you shorten to 1 to 2 years, you have less data, and therefore we need to see how we assess that." - Christophe Weber, CEO, Takeda (One of the largest Japanese Pharmaceutical Company).

So, it's good to have multiple technologies progressing in parallel, because it would be too risky for the world to bet on one technology - Ref: *BioProcess International* by Dan Stanton, May 15, 2020

The Challenges

Right now (and increasing), we have about 7.8 billion global citizens. In the next year or two, a majority (>90%), if not all of us, need to be vaccinated because of the HIGHLY contagious nature of Sars-CoV-2. This is highly unlikely. Here's why.

- Candidate vaccine/drug has to move and pass through three phases of clinical trials (which usually takes a total of 5 – 10 years).
- Some vaccines will have less efficacy (e.g., ~50%), some vaccines will have higher efficacy (e.g., ~80%), and some will need a booster (i.e., multiple dosages).
- Scaling up production to meet this need so rapidly and the huge quantity required are probably beyond the existing capacity of the entire pharma industry (while they have to continue to produce other lifesaving drugs).
- Capacity to produce additional syringe or the filling of the syringe is challenging –

although many companies have started manufacturing additional syringes and vials with the assumption of forthcoming need. But we do not know what will be the best strategy for ultimate deployment.

- If there is a need to deliver dry powder (potentially to avoid cold chain for storage and delivery), the freeze-drying process has to be optimized. But lack of large-scale "lyophilizers" (the machine used to dry therapeutics) might be another roadblock.
- Transportation, distribution, and deployment of the actual therapy in such a large scale within a short period is probably not possible considering the current public health capacity and system of any country.

The Solutions (over the next few years):

Then, what should we do? Besides developing vaccines, a continuous development of therapeutics, diagnostics, and other tools/gears for treatments are needed to help our medical professionals.

I am confident that no country leader wants to continue to impose their "lockdown" or "shelter-in-place" orders, which are clearly "slowing down the economy". But no country can afford to treat such a large number of patients simultaneously. So, we MUST follow some of our "**new normal**" (as you all know, **wearing masks, washing hands, social distancing, limiting exposure to other people, traveling only when it's urgent**, etc.) while we wait for vaccines and treatments. I strongly believe that we will come out of this situation via some good practices and will restrict this pandemic with a limited percentage of us working on it. Let us work together and help mankind, including yourself and the community. My sincere prayers are for remedies to be available in the near future.

Somen Nandi *is a resident of Sacramento for the past 23 years. Currently, Somen teaches and conducts research at the University of California, Davis, CA.*

COVID-19: Viewpoint of a Physician-Scientist

By now, most of us are aware of coronavirus disease 2019 (COVID-19) and its impact on our daily lives. I cannot think of any sector which is not affected by this pandemic, either directly or by its indirect effect. Needless to say, this new disease has turned the world upside-down. We hear mixed messages about the lethality of this virus/disease and the availability of a potential vaccine/therapy for this disease! Unfortunately, some of this not so clear-cut information is creating confusion about this pandemic and its impact on public health. I hope that this write-up will help us better understand this disease and its current situation.

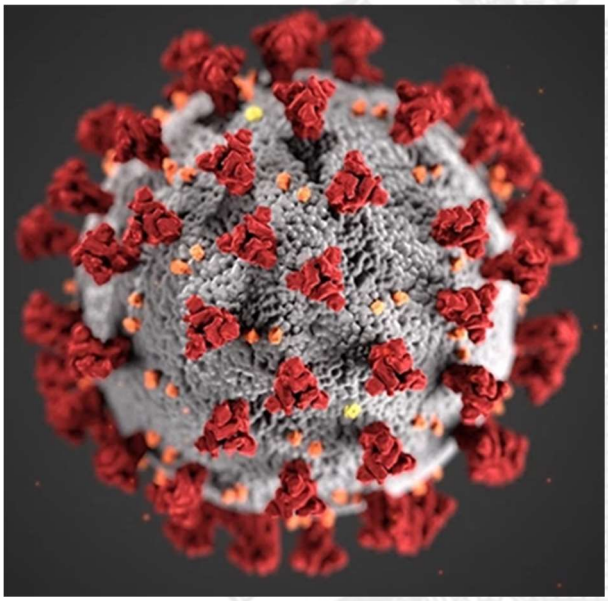

Brief history of COVID-19

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) belongs to the coronavirus family and is common in many animals such as bats, cats, cattle, and camels. Other viruses of this corona family have caused human diseases in the past (middle eastern respiratory syndrome-2012, and SARS-CoV-2002). So far, data suggests that SARS-CoV-2 made the jump from animals to humans at one of the "wet markets" in Wuhan, China, but other theories are also in consideration about the origin of this disease. In February 2020, the World Health Organization (WHO) named the disease caused by SARS-CoV-2 as COVID-19 (coronavirus disease 2019). I can still remember my conversation with one of my colleagues about her upcoming trip to Hong Kong (to visit her family) in early January 2020. We were discussing reports of an unknown viral pneumonia (at that time, the disease was not named as COVID-19) spreading in China and Hong Kong. Things started to deteriorate rapidly, and a greater number of cases were reported from China and subsequently from other parts of the world. The ability of this virus for human to human transmission caused the rapid spread of COVID-19 across the globe.

The possible first case in the US was reported around the third week of January from Washington State in a person with travel history to Wuhan, China. The first non-travel related case was reported in California around late February 2020. To date, the US is in the top position with the highest number of cases (7.3 million cases with more than 200,000 deaths) in the world (~34.7 million cases with ~1 million deaths). The United States has ~4% of the world's population, but it has ~20% of the world's total COVID-19 cases and deaths. This is a matter of concern and needs serious attention to elucidate the underlying cause.

Is it a "hoax"?

Some of you might be surprised by this heading! But I can tell you that in my personal experience, here in Sacramento, I have heard a few times, mostly from unknown persons, that "it is a hoax, no real virus exists, healthcare workers are scaring people and making money". Some of my colleagues also had similar experiences. We strongly believe that those people are not many in number in our locality. This virus, as well as the disease, is real! This is absolutely not a "hoax," I sincerely urge those who are leaning a little towards this notion, to please read and try to find the truth. Do not fall for this rumor!! This is a public

health emergency. Thus, in addition to therapeutic interventions, public awareness and proper precautions are equally needed to fight this disease.

SARS-CoV-2 and the disease it causes (COVID-19) is a new virus and disease, respectively. We, the medical community, did not have any insight about this. At its inception, like the rest of the world, the medical and scientific communities had no clue about what they were dealing with, how to treat the severely ill patients, and how to save themselves from potential infection. This was a really scary situation; the healthcare workers, who are trained and proficient in dealing with such situations also had a hard time dealing with it. A couple of my medical college friends are practicing on the east coast and the United Kingdom. They shared their experiences and described the situation as "many times, they felt helpless and stressed out by this crisis". They could not go home for weeks, stayed at a hotel, or in their basement to avoid exposure to their family. Seeing their crying little ones from a distance for weeks, made them feel weak and depressed at times, but they still hung in there with strong determination to fight this disease. Some of our friends and professors also succumbed to this disease while taking care of patients, and many feared the same outcome at a future point in this crisis. It is not fun and easy for healthcare workers to put all the personal protective equipment (PPE), not just mask, and see patients throughout the day. People who think all these are "hoax", should consider themselves "lucky" that they are just hearing the news about it and not facing it in real life.

What do we know so far about this disease?

We started with NO knowledge about this disease 6-7 months back, and now we are talking about potential vaccines or medicines for this disease. This is a phenomenal and unbelievable advancement. Though the scientific community has learnt a lot in the past few months about this disease, much more is in the process of elucidation. I hope that those of you who have a background in biomedical science will agree with me that "there is no shortcut in science, and it takes time and a lot of effort".

Symptoms

The symptoms of COVID-19 vary a lot. The most common symptoms are fever, cough, fatigue, body aches, loss of smell or taste, and shortness of breath. As per the current understanding of the disease, COVID-19 primarily affects the lungs, but has the potential to affect other organs and cause multiple organ failure in severe cases.

Epidemiology and spread

COVID-19 has the potential to affect individuals of any age group, but data have shown so far that elderly persons and those with other medical illnesses (diabetes, heart disease, or immunocompromised conditions) are more vulnerable to get the more severe form of the disease. NO age group is fully protected from this disease. There is misinformation that children are IMMUNE to this disease, which is not true. Children or young adults without other medical conditions are less vulnerable to the disease but not fully protected. It has been found that COVID-19 can cause a very severe form of the disease in some children - it is under investigation to find out more details about it. The other important piece of this puzzle is the SPREAD of the disease, which is a major concern for any COVID-19 like infectious disease. Children or young adults affected with COVID-19 may be asymptomatic or have mild symptoms, but they have the potential of spreading the virus to other vulnerable patients, thus perpetuating the disease process.

Therapy and prevention

So far, there is no definitive therapy for COVID-19. Few potential vaccines and medicines are undergoing clinical trials. The best way to contain the spread of this disease is PREVENTION (hand hygiene, wearing masks, and social distancing). These preventive measures are TRUE for any infectious disease which has the ability to spread via aerosol. There are arguments that even with these preventive measures in place, why is the

number of cases high in California! Honestly, there is no straight and simple answer to that. It is a complicated issue to analyze and beyond the scope of this write-up. But one thing is certain - the numbers would be much HIGHER in California if these preventive measures were not taken. At least the medical community has no doubt about it. We completely understand that home confinement and lack of social/professional/academic life is not desirable, but we need to think of it in a bigger perspective. I completely agree that wearing a mask is not fun, social distancing is no fun either, but no one said it is, and no one is doing it for fun. We need to acknowledge that we are in a PANDEMIC, and we cannot afford to ignore it and live as if nothing has happened or nothing WILL happen to us as we are in the US. Living in one of the world's most developed countries does not make us IMMUNE to this virus, and the trending numbers clearly show that. The virus does not respect geographical boundaries and is waiting for a chance to infect more people. If we consider ourselves SMART, then we should not let it happen. Most of us have not witnessed a pandemic of this magnitude and thus are not ready mentally to accept the fact. Until we have a vaccine or

medicine for COVID-19, the best way we can deal with it by following these PREVENTIVE measures. The success of these preventive measures would be much better if they were done by a majority/all of us. This is a major STEP to get past this crisis at present.

Challenges faced by healthcare workers

This disease has shown that even in the world's most developed country, fighting a pandemic is a BIG challenge, and the way we differ in basic scientific opinion as well as action makes it even harder. The medical community faced/is facing a lot of challenges during this pandemic and tried/is trying their level best to deal with it. This is quite understandable since this disease came out of nowhere and became widespread rapidly; obviously, we needed time to accept that. In my opinion, it would have been way better if the nation had acknowledged the severity of the pandemic and moved forward to resolve it scientifically rather than DENYING the existence of this virus and the scarcity/unpreparedness for dealing with it.

In February/March this year, a number of COVID-19 cases were reported from Asia and other parts of the world; experts in this field mentioned that the United States would be affected as well. There was no doubt about it, the question was "when." I remember that many people, including world leaders, did not want to believe it and were in DENIAL mode. This created a conflict between facts and beliefs and made it harder for the medical community to build up public awareness to contain this disease.

Many of you still remember the scarcity of test-kits and accessories during the initial phase of this disease, which was a very BIG issue as without enough test-kits, there is no way to confirm a diagnosis. It is implied that making a diagnosis is key to manage a disease successfully. There was a lot of misleading information about the ability to perform the

required tests in adequate numbers. We were not at all close to the numbers we needed. To compensate for this shortage of test-kits, many university hospitals started to develop and validate their own test so that they could ramp up testing in their community. Our institution (University of California Davis Medical Center, Sacramento) is also one of them. Being a budding pathologist, I witnessed how to develop and validate a test during this public health crisis. Our department, with help from hospital administration, put a lot of effort to develop and validate a COVID-19 test within a few weeks and gradually scaled it up to meet the needs of our region. It was a very stressful and labor-intensive process, but definitely a unique experience for us.

Personal protective equipment (PPE) is key in treating COVID-19 patients as it will stop/reduce the spread of infection among patients as well as healthcare workers. There was a huge shortage of PPE during the initial phase of the disease. As a physician, I personally could not believe that even in the United States, health care workers did not have enough PPE and needed to reuse it several times after disinfecting it. This was a hard truth and denying it instead of acknowledging and fixing it just made the situation tougher.

There was misinformation (assumption and inconclusive data) about the efficacy of certain medicines for COVID-19, and some patients got access to these unsupervised and nonprescribed medicines which in some cases turned out to be fatal. We understand that everyone is looking for a readily available magic pill, but that does not usually happen in real-life. All the modern medicines we have today, each has undergone rigorous clinical trials to make it safe and effective for human use. This takes time and patience and most importantly, reliance on science.

When will we have a vaccine and medicine for COVID-19?

Drug development is a very well controlled scientific process, and there are multiple reasons to have this rigorous process in place. The ultimate goal is to have a therapy that is SAFE and EFFECTIVE in humans. To have something safe, effective and reproducible, it takes time and a lot of effort. Historically there were unfortunate events (e.g., thalidomide tragedy, etc.) where a drug had to be withdrawn from the market due to its side effects. We should not go down that lane by compromising the well-validated and time-tested drug development process. We need to have patience and follow the scientific rules and regulations in place rather than rushing it. I am explaining the drug development process in simpler form below.

On average, a candidate medicine takes approximately 10 years of rigorous experiments before it makes it to the drug store. The process can be expedited a little bit, but not much. For any new medicine/vaccine, the "**first and foremost**" thing is to see that it is "**SAFE**" in humans. The efficacy of the medicine/vaccine is tested **after** making sure that the medicine/vaccine is safe. After a lot of laboratory and animal studies, a candidate medicine enters clinical trials. Briefly, there are four phases of clinical trials and they are done sequentially. In phase I clinical trials, the SAFETY of the candidate medicine in healthy volunteers is assessed, and subsequent phases (II-IV) are done in diseased people. This takes a lot of resources (billions of dollars) and time (few years). All the data generated during these trials are reviewed by a regulatory agency (FDA in the United States) who decides to approve, reject, or ask for more data. After getting FDA approval, manufacturers scale up production for the general population. But if we have an approved medicine for some other clinical conditions (e.g., Hydroxychloroquine for rheumatoid arthritis), then the time to see the efficacy of that medicine in other clinical conditions (e.g., COVID-19) is relatively shorter. But it is still a requirement to prove its efficacy in the new disease (in this case Hydroxychloroquine in COVID-19) and must undergo clinical trials. For each phase of clinical trials, hundreds to thousands of volunteers are needed across the globe. Recruiting thousands of volunteer patients at different hospitals/clinics across the globe

takes time and cannot be done in a few months!! Just think, how many of us will "Volunteer" for this type of clinical trials (where the efficacy is under investigation and there are chances of side effects)! So, getting thousands of volunteers is not an easy and fast process - that I can tell you.

Similar to drug development, vaccine development also takes time to make sure that it is "safe" and "effective". There is a basic difference between vaccine and medicine - vaccine is used to prevent the disease (preventive), whereas medicines are mainly used to treat the disease (curative or control the disease symptoms). Thus, there are a few differences in their clinical trial design. Briefly, once a candidate vaccine is developed, its "safety" and "efficacy" is determined. Now you can imagine that doing this in thousands of volunteers will certainly take time. And the unfortunate thing is that after all this effort, the candidate vaccine might not show any substantial effect and its development may be discontinued.

Medical science and technology have made significant improvements in the last decade; that's why we knew the genetic sequence of the SARS-Cov-2 virus within a few months of this pandemic. This itself is a huge achievement and has helped scientists to design candidate vaccine/medicines in a record amount of time (months). Given the huge health and economic impact of this virus worldwide, pharmaceutical companies are taking a huge financial risk to simultaneously arrange for mass-scale production of vaccines even before they know with certainty about their effectiveness. By doing so, it has cut down the development time by years. Given the importance of public health emergency, the FDA probably will also review the submitted data in record time. We are hopeful that all these measures will help us get a vaccine/medicine sooner than has happened in human history. I strongly hope that the development of vaccines and medicine for COVID-19 will be guided by science ONLY. Let us allow the scientific community to do its job. If we fail to do so, there may be long-term consequences.

Will having a vaccine is the SOLE answer to this public health emergency?

Many of us are thinking that Vaccine or Medicine is the answer to this health crisis, and the virus will disappear suddenly! Well that will happen in theory, if we have - (i) 100% effective vaccine, (ii) all of us are ready to take this vaccine including anti-vaxxers, (iii) available in sufficient numbers to everyone at the same time, and (iv) the virus is not changing (mutating) rapidly and significantly over time. In my opinion, achieving all these in few months is not practically possible. Also, there are factors which is beyond our control (mutation of the virus). Moreover, lack of transparent information about vaccine development timeline is creating unnecessary mistrust and concern about its safety and efficacy. This will create difficulty in recruiting volunteers for clinical trials which in turn will delay the availability of the vaccine.

I am very hopeful that we will have one or more effective and safe therapies down the lane. Having vaccine does not mean that we can throw away the preventive measures completely. Preventive measures are key against any infectious diseases, and that holds true for COVID-19 also.

Are we able to manage this disease better now?

If we pay close attention, most of us will agree that we can handle this disease much better than we did 6 months ago. That is because we understand this disease a little better now, but the scientific community needs more time to understand this virus and the disease in greater detail, to develop an effective treatment strategy.

Patients with severe COVID-19 now have a few therapeutic options which are either under clinical trials or emergency use authorization from the FDA. Some of these therapies are showing promise, but it is too early to make any conclusion. This is a ray of hope and the medical community is strongly hopeful of getting one or more therapies in the coming years. We need to be patient and provide sufficient time to get a safe and effective therapy.

The use of preventive measures (hand hygiene, use of face mask, social distancing) has significantly helped to contain the disease as well as slow the spread of COVID-19. As per one report, below 50% of residents in the United States are using masks. This number is worrisome. To reduce the spread of the virus, we definitely need to increase the use of masks and practice social distancing in a larger percentage of the population.

Take home message

There is no doubt that the number of total cases as well as deaths due to COVID-19 could have been significantly lower in the United States if appropriate scientific steps were taken across the nation instead of DENYING its existence. This is very unfortunate to witness, but there is no point in pondering about what has not been done!

There is no need to panic about COVID-19. Per data, the majority of COVID-19 patients completely recover and have mild symptoms; the risk of severity increases in the elderly and patients with other medical illnesses. This pandemic reminds us about staying healthy in general.

I think that this new disease will be here for some time, even with the availability of vaccines and medicines, and we need to adjust our way of living accordingly. In these difficult times, one of my medical college seniors reminded me of this metaphor from Kabiguru's Juta Abishkar – "we cannot remove all the dust from the earth, but we can cover our feet with shoes and prevent them from getting dirty". Similarly, it is impossible to get rid of pathogens entirely (new pathogens will emerge); the best we can do is to take protective precautions and live healthy, which will help us fight any disease better.

I want to urge my friends and families living in the US to get their "flu" vaccine this year. Most studies suggest a surge in COVID-19 during winter months and having flu+COVID-19 is a double whammy.

STAY SAFE AND CONTINUE PRACTICING PREVENTIVE MEASURES

Anupam Mitra *is a Resident-physician at the University of California Medical Center, Sacramento, CA.*

Plagued by the Virus: COVID-19 Changed our Lives Forever in 2020

The opening quote from A Tale of Two Cities by Charles Dickens best describes 2020 as it foreshadows the progression of this year as it unfolds. *"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair."*

January 2020 arrived with a BANG for us in Kolkata, India, where we spent our holiday. As January progressed, online news started to appear that in China, a new type of virus has emerged. This virus had infected many people in Wuhan, China. Even with this emerging new virus, life remained normal. We returned to the United States in mid-January without any incidence. Then, on January 20, we heard the news that in the State of Washington, a man who returned from Wuhan was ill and had been admitted to hospital. Now, in the news, we started hearing of similar virus cases emerging in other countries.

The United States still remained unaffected, and it was business as usual. Therefore, Utsav (the organization for the Bengali Community of Greater Sacramento) celebrated its annual Saraswati Puja on Saturday, January 25, 2020. We socialized with all of our friends at the puja and caught up on December 2019 vacation stories, taking endless group photos for Facebook. At the event, we had an awesome lunch cooked by our budding in-house chefs and the younger generation entertained us with their mesmerizing performance.

Then, in early February, we heard news of the Chinese doctor, Dr. Li, who died of the same virus that he tried to bring to the attention of the world. The media began to announce that the most vulnerable were the elderly and the immune-compromised folks, especially those with heart conditions, diabetes, or some underlying health conditions. Finally, on February 11, 2020, the World Health Organization announced the name of the mysterious virus as COVID-19. This name stands for Coronavirus Disease that was discovered in 2019.

While COVID-19 was making national headlines with rising cases in different parts of the country, we were debating if we should travel to San Diego as planned for the OFC Conference 2020. Biswanath, my husband, had his annual OFC Conference at the San Diego Convention Center during March 7-13. Also, we were looking forward to meeting up with our daughter, Suchitra, and son-in-law, Alexander, who live in San Diego. Ultimately, we decided to take precaution and fly to San Diego as the OFC 2020 Conference was not cancelled. As both of us were flying Southwest, I did Early Check-In and got to board early. I went all the way to the back of the plane and selected two seats — the window and the middle and disinfected with Clorox wipes. The same procedure was followed on our return trip from San Diego to Sacramento.

Our stay in San Diego at the Manchester Grand Hyatt turned out to be very surreal. The huge hotel with two towers was very empty. The hotel had numerous reservation cancellations since flights between USA and China were canceled per U.S. government order. Foreign tourists were absent. During our stay, the hotel closed the Guest Lounge due to lack of business travelers. Also, one of the two towers of Manchester Grand Hyatt closed due to a lack of guests. In addition, the Top of the Hyatt Bar closed due to lack of guests staying at the hotel, and to this day, this indoor bar remains closed due to Governor Newsom's COVID-19 guidelines. During our stay, we were informed by the Front Desk Manager that many housekeeping and restaurant staff had to be laid off due to lack of hotel guests.

San Diego Gaslamp District was very empty, and felt like being in a ghost town. Most restaurants and souvenir shops lacked customers. Even the halls of the OFC Conference at the San Diego Convention Center lacked attendees. The Conference usually has over 10,000 attendees, and this year only had about 1500 delegates.

When we returned from San Diego on March 13, little did we realize that this would be our last out-of-town travel for 2020. On March 19, 2020, California Governor Newsom ordered all bars and restaurants to halt indoor dining services. Also, asked to close were wineries, movie theaters, zoos, museums, and casinos. All people were ordered to stay home, and only those considered essential service workers were allowed to go out to work.

Overnight, our lives were turned upside down, and it felt like "the winter of despair." We were all trying to navigate this new atmosphere where not much was known about this virus. The media kept saying we have to do social distancing of 6 feet, wear masks when we are indoor for shopping, and do 20-second hand wash with warm soapy water or use hand sanitizer. With so many folks who suddenly had to stay home with their children for an extended period of time, life suddenly became a challenge. Many parents had to work on-line, and also had to teach their children online lessons.

Unfortunately, during this extended homestay, paper towels and toilet tissue became prized commodity and disappeared from the supermarket shelves. For some strange reason, people were hoarding those items. It became a challenge to find disposable masks. The N95 masks were available only for healthcare workers. As a service to the community, many friends with sewing skills began to sew masks and donate to friends, relatives, and healthcare workers. We were able to get four cloth masks that our friend made and gave to us. The new reality of "mask-wearing" when outside of the home environment, keeping social distance of 6 feet, and handwashing became the new protocol for keeping the COVID-19 at bay.

This was the "best of times"... even though travel and socializing with family and friends was halted. In April, we celebrated our granddaughter's 3rd birthday via Zoom conferencing. Family members from various parts of the U.S. joined for two hours to wish Anjali Happy Birthday. We each made a dessert and ate it while she ate her own birthday cake at home. I made Ottolenghi Pistachio and Rose Semolina Cake. We wore the birthday celebration hat that was mailed to us by our daughter, Bipasha, from Baltimore, MD. I saw the value of using Zoom conferencing app to keep connected with loved ones living far away.

Mother's Day 2020 in May and Father's Day 2020 in June were spent enjoying restaurant cooked meal for two in our back yard. It was our quiet heaven-on-earth, escaping the constant bombardment of news about COVID-19. For both events, we got food from local restaurants, pick them up and eat them at home for dinner. This way, we could stay safe at home and at the same time, support the local restaurants that lost many customers due to COVID-19.

Masks made by a friend.

Fulkopir singara.

Backyard dinner celebration.

When California went into shelter-in-place, many of us gained wisdom. We learned new skills to stay engaged and pass the time in isolation. My husband, Biswanath, started cooking on a weekly basis and making such exotic entrées as Bengali Singara, Peas Kachori, Chicken Curry, Shami Kabab, Nimkis, and various other vegetables and meat entrees. He picked recipes from reading cooking blogs and looking up online recipes. This became the substitute for the weekly soccer and squash that he used to play. I became engaged in gardening and spent time outdoors to maintain our front and back yard to replace the Zumba that I used to do at the local gym.

.

We saw "Spring of Hope" during our regular evening walks when we strolled through the beautiful UC Davis campus---devoid of students as they all went home during shelter-in-place. We visited the UC Davis Equestrian Center and saw all the horses roaming in the field. We saw many interesting and beautiful plants and trees on campus whose names we shall never know.

Ottolenghi Pista and Rose Semolina Cake.

It is difficult to believe that more than six months have passed since the virus landed on the shores. On November 14, Hindus around the world will be celebrating "The Season of Light" or Diwali, when we will celebrate the triumph of light over darkness or good over evil. Therefore, maybe this COVID-19 can be vanquished soon. We all want to return to the days of reality that existed when we could freely walk with friends and family members without this altered reality of wearing face masks and keeping a social distance of 6 feet.

Supriya Mukherjee *is a resident of California, Davis, for the past 33 years. She used to be a Social Worker in Yolo County, from which she retired in 2018.*

What is Life Like Now?

During this pandemic, any discussion on daily life is hotly debated. Some people have it very good, while some have it very bad. A fortunate few remain unaffected and have lives that haven't really changed at all. All in all, no matter what, everyone's lives have been affected.

It was scary during the first few weeks of the pandemic. Infection cases went up rapidly, and everybody became more worried. People who were able to, started working from home. Life at home just became more productive. We cleaned, exercised, and even cooked more. Whatever it took for us not to be bored had to be done. We learned a lot of new things during the pandemic. I learned how to make a grilled cheese sandwich, while other people acquired new skills. Cleaning was and still is a big thing we have to do. Everything got cleaned and sanitized.

Every day we woke up, looked outside and stared longingly at the beautiful outdoors. Oh so near but yet so far. We were wasting our Summer vacation days indoors. What a disaster! However, our joy knew no bounds when one fine day it was announced we could go outside, with social distancing. My friends and I grabbed this opportunity and went trail biking and running a lot. I went on bike trips with the whole family. It was a fun thing to do. We would just bike and not think about the world for a precious few moments. This was a good break from the boring routine and much needed.

We all have to take the pandemic in our strides and proceed with life. It is best if we all accept the changes as the new normal and proceed to make the best of the situation. Things can get frustrating and boring, but we must understand that if we all stay together and do our best, we will all come out winners and defeat this dreadful virus. We all hope everything will return to normal soon.

Sudhit Ganguly (12 years), *a 7th grader at Sutter Middle School, Folsom, CA.*

Suhaan Devavarapu

The War That Shaped Our World (World War I)

Not every war has a victory or a vanquished foe, but when a war happens, people die, geographies alter, empires fall, and borders change or get destroyed forever. One such historical moment that changed the world forever was World War I (WWI). WWI reshaped the world we live in today. Millions of people lost their lives and countless soldiers were physically wounded and shell-shocked from the effects of the war. WWI brought technological advancements that gave a new dimension to battle. For the first time in history, women took over jobs traditionally held by men, and this change improved women's place in society. Also, WWI helped spur an unprecedented leap in medical advancements, which made a huge difference for public health.

Prior to WWI, wars were fought by foot or horseback using small and weak weapons. WWI saw a massive advancement in technology. Warplanes were used to bomb, search for opponent troops, and spot artillery. Tanks were a slow but strong way of transportation that could also inflict lethal damage. Poisonous gases were introduced as splash-damage weapons. As soon as the gases were thrown on the enemy, the chemical reaction would annihilate them. Another new weapon introduced during WWI was the machine gun. The machine gun was used to give the action of a rifle without reloading or the backfire. The gun was automatic and was extremely dangerous. At sea, the Germans used a special type of boat called the U-Boat.

The U-Boat mimicked the same jobs as a submarine and were responsible for sinking over five thousand warships and passenger boats over a span of four years. All these technological advancements that were being used back then are still being used in warfare today. Over the past hundred years, these weapons and methods of transportation have become more advanced, faster, stronger, and sleeker. Even though WWI took the lives of millions of people, the advancements in technology gave a new dimension to the modern world. The introduction of poisonous gases that killed thousands of people at once and the machine guns that allowed rapid firing without manual reload had the capability to cause mass destruction on a larger scale. Therefore, in the modern world, people understood the danger of these technological inventions and the impact they can have on the lives of normal people. This is why, various treaties have been signed by countries around the world to protect people from mass destruction. Now, poisonous gases are banned, and machine guns are not available for public purchase. These inventions altered our basic human rights and ethical behavior.

WWI sent a huge number of men to war, causing a scarcity in the workforce. This is when women stepped in and took over. Many women took jobs in the munition plants while men were off to war. Some women worked as ambulance drivers, cooks, and medics. Some of the women were farmers and grew crops to supply food for the soldiers in war, yet others were aircraft builders and telephone operators. WWI changed the social order to broaden the inclusion of women in the workplace. As a result, today women hold a much stronger and more independent place in society; they are free to choose what they want to be. They are working hand-to-hand with men. From flying fighter jets to being the head of an organization, women have achieved it all. Some women are doctors, teachers, and engineers. In other words, WWI shattered the ceiling, bringing women out of their homes and giving them an identity.

Prior to WWI, the medical practices were very archaic. When WWI began, surgeons and nurses had to help thousands of wounded soldiers along the battlefield. During this time, many medical discoveries were made, new

medicines that cured dangerous diseases were developed, and scientists collaborated with doctors to create X-ray machines that could be moved and could see bullets inside a victim's body. In today's modern world, X-rays are still in use, but they are now more compact, readily available, and less costly. Other advances made during WWI were screening for tuberculosis, the invention of antibiotics, treatment for tetanus, and vaccines for typhoid. Today these diseases are tested easily and quickly identified using modern technology. Medical advancements were not just land-locked, they could be moved to different areas during WWI. For example, inventions like the medical train and medical bus helped cure thousands of lives during the war quickly. These services are very prevalent in modern-day battles and are used tt cure diseases. In today's world, these medical innovations, made over a century ago, have drastically improved our lifespan and survival rate. Antibiotics cure the most dangerous diseases quickly. Surgeries have become more efficient and easier to perform. People who have lost limbs are now given prosthetics to move on in life. Today, the quality of life has been made better by these medical advancements.

Though WWI was the biggest war seen by humankind and claimed over forty million lives, it was a turning point in our modern civilization. Technology saw a massive boom during WWI. Our world saw women break the glass ceiling and step out and find a place in society. Medical advancements saw a huge leap during WWI, that bettered society. All in all, WWI was the most defining moment in all of history and had a huge role in shaping our modern world.

Suhaan Devavarapu (12 years), *a 7th grader at Golden Hills School, El Dorado Hills, CA.*

Swami Ishadhyanananda, Vedanta Society of Sacramento

The Meaning of Life: Swami Vivekananda's Solution to a Postmodern Problem

Whether we know it or not, we are now living in a postmodern world.

"Postmodernism" refers to a movement in literature, art, philosophy, architecture, fiction, etc., which is largely a reaction to the all-too-certain claim of science in its ability to explain reality. In essence, it is an outlook that denies that there is any single correct worldview. The attitude underlying the postmodern culture—the hallmark of postmodernism—is a kind of centrelessness, uncertainty. Postmodernism rejects any single, universal worldview. According to postmodern philosophers, every truth is a social construction, heavily depending upon the context. So, there is no universal truth or metanarrative.

'What is the meaning or purpose of life?' is one of the persistent and greatest questions of human life. This is, in fact, the grandest question of all. Till the dawn of postmodernism, the question had different answers, depending upon the source from which it came. But, in a postmodern worldview, where everything is relative, there cannot be any normative meaning or purpose of life. Any meaning or purpose is equally valid and there is no ultimate meaning or purpose or goal of life.

Given this uncertainty and relativistic outlook, there prevails, as can be expected, a kind of meaninglessness in the minds of the present generation. "The major issue on people's minds today is meaning. Many writers point out that the need for greater meaning is the central crisis of our times" —this observation made by Danah Johar and Ian Marshal, in their groundbreaking book, Spiritual Intelligence the Ultimate Intelligence, aptly captures one of the greatest crises postmodernism presents before us: the problem regarding the meaning of life.

Without having an overarching purpose in life, life becomes extremely chaotic. We run after one goal, only to abandon it, and run after another. What follows is a sense of restlessness, meaninglessness, and alienation. Is there any way out?

Yes. Indian mystics had long ago discovered the answer to this question, and Swami Vivekananda, who was 'condensed India', has already given us the remedy much before the problem originated. What does he say about the meaning of life?

Before we proceed to answer this question, it will be good to have a cursory view of Postmodernism. First of all, how did we arrive at Postmodernism?

How Did We Get Here? The history of the West in the last 2,000 years can be divided into three periods. The pre-modern world (up to the 17th century), the modern world (17th to late 20th century), and the post-modern world (late 20th century onwards).

What distinguishes these periods? With a few exceptions, those living in the pre-modern world generally accepted the mythological and the supernatural. Pre-modern society acknowledged a religious hierarchy. Status was defined by position. Traditions reigned supreme. People did as they were told, just as their parents had done before them. No one felt they were autonomous. Things were true because tradition, holy books, and authority said so.

The Renaissance (14th-17th CE) and the Enlightenment or 'Age of Reason' (17th-19th CE) changed all that. Reason replaced dogma and tradition. Individualism and free-thinking were encouraged, status was defined by achievement. Moderns rejected disciplines such as theology, metaphysics, morality, and aesthetics. The 19th century materialism

believed that only the observable and empirically verifiable were real.

Cracks began to appear in modernism with the dawning of the Romantic era (1775-1850) which encouraged subjectivity and personal experience. Building on David Hume's ideas about the limitations of observation by sense alone, Immanuel Kant popularized the belief that knowledge is ultimately a matter of interpretation. After all, he reasoned, we cannot know with any certainty that our minds are correctly mirroring reality. The ship of reason was holed below the waterline.

Existential philosophers, such as Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean Paul Sartre and others, proposed that the most important questions in life were not explainable by science. Science, contrary to public perception, is not a pure discipline where scientists with pure motives search for pure truth. Karl Marx claimed that a person's thinking was influenced and shaped by economic structures; Friedrich Nietzsche by the desire to wield power; Sigmund Freud by unconscious sexually-oriented drives. With all this psychological baggage in the mind, how could a person ever state with any certainty what reality really is? Facts are theory-laden and true objectivity is impossible. "There are no facts, only interpretations," said Nietzsche. The door to postmodernism opened.

Postmodernism: The term "postmodernism", although used loosely by many of us to mean what is contemporary, actually refers to a distinct philosophical period or epoch. An epoch is a period in history marked by some predominant or typical characteristics. Understood this way, the postmodern epoch is a historical period that started roughly in the 1970's and is prevalent till date.

Postmodernism, which originally had its birth in the discussions, seminars and talks in academic circles, has percolated into every nook and corner of society, in the West and the East alike. Although the West, particularly the USA, provided the breeding ground of postmodernism, it is already a global phenomenon now, thanks to the Internet and the TV. The number of people advocating postmodernism is not too many—they form the intelligentsia of society. But, as they are the intelligentsia of society, they exert tremendous influence over the masses through their writings, films, paintings, architecture and other media, such as the Internet and TV channels. As a result, society, knowingly or unknowingly, is under the sway of what is called a "postmodern mood".

The postmodern mood is reflected in dress code, movies, TV programs, songs, architecture, and paintings—in fact, in all the things— that make culture.

Let us take, for example, postmodern dress code. In the postmodern outlook, our dress code should reveal a flexible identity. The variety of lifestyles available today frees individuals, especially youth, from tradition and enables them to make their own choices. Every consumer is expected to have her own style of dressing, one suitable for her, put together from various elements, instead of automatically buying and consuming a total look.

In a similar vein, postmodernist movies attempt to challenge the mainstream conventions of narrative structure, characterization, and destroy the audience's suspense. Typically, such movies also break down the cultural divide between high and low art and often upset typical portrayals of gender, race, class, genre, and time with the goal of creating something different from traditional narrative expression. Postmodern film-makers are interested in contradiction, fragmentation, and instability.

The Basic Tenets of Postmodernism: In the postmodern worldview, everything is contingent; nothing is fixed. Confronting reality this way has several implications in our life.

First, reality is ultimately unknowable. Our context prevents us from accessing the real world or having true knowledge about it. No

one has a god's eye view directly of reality; therefore no one can claim to have the truth about it. We are trapped in our context. We never really have the facts; there is only interpretation.

Second, truth and knowledge are constructions of language. They reflect the perspective of the one who is claiming. If truth merely reflects one's perspective and does not actually represent anything about objective reality, it cannot be absolute. This is an inescapable conclusion of the postmodern worldview: there is no absolute truth; there are only "truths."

Thirdly, progress is an illusion. The optimism of the modern project, which was based on a false confidence in human objectivity and certainty, has been challenged. Advancement and achievement are socially constructed concepts; they are leftover baggage from modernity when we attempted to explain the world with metanarratives; they are expressions of our context that cannot be used to evaluate another culture or another time.

Postmodernism and the Problem Regarding the Meaning of Life: The system of philosophy which is closely associated with postmodernism is called "deconstruction". "Deconstruction overcomes the modern worldview through an anti-worldview", says American philosopher David Griffin, "it deconstructs or eliminates the ingredients necessary for worldview, such as god, self, purpose, meaning, a real world…" According to this anti worldview, those aspects of human existence that we assume to be universal are, in fact, only cultural constructions, socially produced. All human knowledge is locked within and filtered through a particular culture; knowledge is received through the bias of that culture. Thus no aspect of life has any ultimate meaning.

Since there is no ultimate truth and meaning in anything, ethics and morality become flimsy with no spiritual or intellectual guiding factors. The danger of such a relativistic outlook is that we have almost reached a point when nothing seems to be better than anything else. The situation is like being in the midst of an ocean without a compass; the traveler is not sure which way he should go.

Now, compare that abysmal state of affairs with the optimistic assertion of Swami Vivekananda: "Therefore, it is better to have an ideal. And this ideal we must hear about as much as we can, till it enters into our hearts, into our brains, into our very veins, until it tingles in every drop of our blood and permeates every pore in our body."

The question is, which ideal should we place before us? This largely depends upon what we accept as the meaning or the purpose or the goal of life.

Swami Vivekananda on the Meaning of Life: Those who are familiar with the Complete Works of Swami Vivekananda, which contain most of Swami's lectures, writings, and conversations, must have noticed that Swamiji had the dexterity of expressing apparently different views on the same subject, depending upon the context. When it comes to the meaning of life, does Swamiji's opinion varies from context to context?

If you run a search within the digitized Complete Works with the following three sets of words—"meaning" and "life", "goal" and "life", and "purpose" and "life", you will altogether get 20 relevant search results. If you go through them, you will be surprised to find that Swamiji, in every context, has spoken, implicitly or explicitly, about one ultimate goal of life: Freedom, Mukti.

In his own words, "'Freedom, O Freedom! Freedom, O Freedom!' is the song of the soul." Moreover, when Swamiji says that "Life would have no meaning, it would not be worth living, if we were not free", he gives a clear signal that freedom is the only meaning of life. With regard to the meaning of life, "Freedom" is the watchword in Swamiji's speeches, writings, and conversations.

Speaking on What is Religion he said: "We make an ideal but we have rushed only half the

way after it, when we make a newer one. We struggle hard to attain to some goal and then discover we do not want it. This dissatisfaction we are having time after time, and what is there in the mind if there is to be only dissatisfaction? What is the meaning of this universal dissatisfaction? It is because freedom is every man's goal". According to Swamiji, the ultimate meaning of life, which can solve the universal dissatisfaction, is Freedom. It should be noted here that Swamiji does not fail to point that there is a universal dissatisfaction of having no ultimate goal in life. In other words, search for the ultimate meaning of life is an existential crisis, a crisis that is concomitant with our existence.

It is also important to remember that, by the term "Freedom", Swamiji refers to the Vedantic idea of freedom or Moksha, not the freedom to do whatever we like. According to the Vedanta philosophy, the human existence is a limited existence, trapped in the whirlpool of desires and deep-rooted mental impressions. To be free means freeing ourselves from the clutches of desires and the past impressions. "The goal of each soul is freedom, mastery—freedom from the slavery of matter and thought, mastery of external and internal nature", observes Swamiji.

In order to reach this goal, Vedanta prescribes a set of means: Sadhanachatushtaya, the four-fold spiritual disciplines. These disciplines are not easy and require one to retire from active life. Swami Vivekananda, however, makes freedom an achievable goal for one and all, including the busy people who live in a work-a-day world. There is scope for everyone to be free in Swamiji's scheme of spirituality: "Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this Divinity within, by controlling nature, external and internal. Do this either by work, or worship, or psychic control, or philosophy—by one or more or all of these—and be free. This is the whole of religion. Doctrines, or dogmas, or rituals, or books, or temples, or forms, are but secondary details." This is indeed unique in the history of spirituality!

Another uniqueness of the ultimate goal of life as pointed by Swamiji is that we need not have to achieve freedom, because we are already free. "You are as free as you were in the beginning, are now, and always will be. He who knows that he is free is free; he who knows that he is bound is bound." We only need to assert our freedom by identifying ourselves with our true, blissful nature.

The Ray of Hope: As we have noted, according to the postmodern viewpoint, everything in this world is contextual, including such ultimate questions like the meaning of life. One of Google's best-rated blog-writers writes: "What determines the goals you set (or don't set) is your context. Your context is your collection of beliefs and values… Context dictates goals. Goals dictate projects. Projects dictate actions. Actions dictate results…. Your context works like a filter. When you are inside a particular context, you lose access to the potential goals, projects, and actions that lie outside that context." This reflects the postmodern attitude towards the meaning of life.

Indian philosophical tradition, however, does not leave man on the mercy of context while deciding about such an ultimate question like the meaning of life. Speaking about this context-free nature of Indian culture, AK Ramanujan observes: "Rasa in aesthetics, moksha in the 'aims of life', sannyasa in the life stages, sphota in semantics, and bhakti in religion are examples of Indian culture. …The ancient seers, sages, and thinkers of India seem to have developed a concept and system of life that structured around a movement towards the context-free rule from context-sensitivity as recongnizable in these domains."

When Swamiji, following the Indian spiritual tradition, affirms that Freedom is the meaning or purpose or goal of life, he makes the meaning of life context-free. This is a message of great hope to all those who, in the uncertainty of postmodernism, grope for the meaning of life, which is, after all, the grandest of all enquiries.

References:

1. *Johar Danah and Marshal Ian, Spiritual Intelligence: The Ultimate Intelligence, Great Britain, Bloomsbury, 2000, p. 8, (emphases added).*
2. *Griffin, David Ray and Huston Smith, Primordial Truth and Postmodern Theology, p.xii*
3. *Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Kolkata, Vol.2, p.152 (Hereafter CW)*
4. *CW, Vol.1, p.335*
5. *CW, Vol.6, p.34*
6. *CW, Vol.1, p.334 (emphasis added)*
   CW, Vol.1, p.172
   CW, Vol.1, p.257 (emphasis added)
   CW, Vol.2, p.471
   Steve Pavlina, The Meaning of Life, <http://www.stevepavlina.com/blog/2005/the-meaning-of-life-intro/> last accessed on September 5, 2020
   Ramanujan AK, Is there an Indian way of thinking? An informal essay, Cited in Handbook of Indian Psychology, Foundation Books, p.24

Swami Ishadhyanananda *is Assistant Minister of the Vedanta Society of Sacramento, CA.*

ভ্রমণ

Travel

My Long Road Trip

Hi, my name is Mahika Chowdhury. Once upon a time, my family used to go on road trips sometimes. I'm talking about a time before COVID-19, although it seems like there never was such a time, but there was.

Last December, we went on a big one (Thank GOD we did). We took a road trip to Texas. Texas is the 2nd largest state in The United States, the 1st is Alaska, and the 3rd is California.

On the first day (December 24), it was crazy. My parents were stressed because of last minute packing. The house was practically buzzing with noise even though my brother was taking a last-minute nap (He makes most of the noise with me).

Once we were on the road, it was kind of peaceful besides the fact that my parents kept on checking if we had everything we needed, but otherwise it was peaceful because I was reading.After we got to Bakersfield, we had lunch at Costco, it was delicious. I tried the chicken bake.

Me and my brother playing at Circus Circus

After 9 hours of driving, we made it to our 1st destination --Circus Circus, Las Vegas. Checking-in in the hotel was the worst part even though my dad was standing in the line, it took forever. We stayed at the hotel in Circus Circus. At night, we went to the actual circus part of the place. We played lots of games. We did not win any prizes, but the shows were awesome.

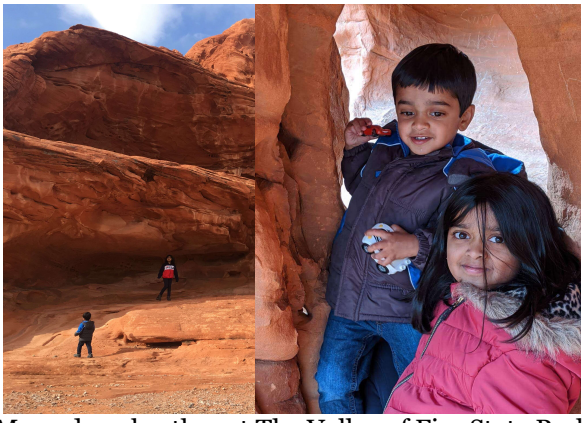

Me and my brother at The Valley of Fire State Park

Antelope Canyon

The next day, we went to the Valley of Fire State Park, Nevada. It took 1 hour to get there, but once we got there, it got more exciting. Everywhere you look, there are fire-colored rocks. It was spectacular. After looking at some of the red landmarks, we went back on the road.

Our next destination was Page, Arizona. We stayed at Super 8, it was great. We had dinner fromDenny's; it was the only place open that night. We had to order it online because it was Christmas day, and it was way too crowded.

The next morning, we had to wake up early because –

1. We were going to miss breakfast
2.We had to get to a tour site so that we could get a tour of Antelope Canyon.

Horseshoe Bend

The roads in Gallup, New Mexico

It was freezing, I felt like I was going to die, but it was amazing at the same time.

After that, we went back to the hotel to pack up and leave for Horseshoe Bend. Horseshoe Bend was awesome. Horseshoe Bend is a river shaped like a horseshoe. It was cool.

Our 2nd to last destination was Gallup, New Mexico. Gallup is close to the continental divide. New Mexico has very colorful license plates. We stayed at the Quality Inn. It wasn't that good. The only good thing was the breakfast the next morning. We had Chinese takeout for dinner. The next morning it was snowing. At first, it wasn't that bad, but after a few minutes, there were 4 inches of snow on top of our car, and trust me that is a lot. During breakfast, my parents were figuring out whether or not to drive in the snow. The final decision was yes because the snow would get worse if we stayed longer. So, off we went. My parents were right. After a while, the snow cleared up.

Our last destination was Amarillo, Texas. After a few hours, we made it to Amarillo. We stayed at my parents' friends' house. Their 1-year-old baby was adorable. We had a great time at their house. Not to mention that the food was great. There was another girl about my age, she was there with her mom. She was the baby's and his brother's cousin.

Me and the baby's brother decorating the cake

Around that time, I had started baking, so we made brownie and a cake for the girl's birthday.

One day (because we had a lot of screen time) we went for a long walk. It was all the other kids (not the baby) and my dad and the baby's dad and me. At first, I didn't want to go but the walk was very refreshing. By the way, my mom gave me twenty dollars for souvenirs, so we stopped a lot to go souvenir shopping. I have all of them in my room. We left on December 31.

On the 31st, we went back to Gallup, New Mexico. We actually went to the same hotel and got the same room. Crazy right!

The next morning, we went to a place called Petrified Natural Forest where all the old trees had turned into rock. Most of the petrified trees were huge and very colorful, unlike regular wood. But don't be tricked by the name of the place, there were other things there too, such as sedimentary rock hills, they were beautiful. They were also called mesa.

The next day was New Year's Day. We went to Sedona, Arizona on our way to Barstow, California. When we were in the car in Sedona, my tooth fell out, which was unexpected. I kept it in a pocket of my bag because we didn't have a Ziploc bag. In Barstow, we stayed at a Super 8. The breakfast was okay. After breakfast, we started for home. We came back home at 5:00 pm with our dad because my mom had to get her car back from some company fixing her car. I hope that we will go to Texas again someday because this trip was awesome.

Everyone

I hope this type of thing will be possible again.

Mahika A. Chowdhury (10 years) *is a 4th grader at Elliot Ranch Elementary School, Elk Grove, CA.*

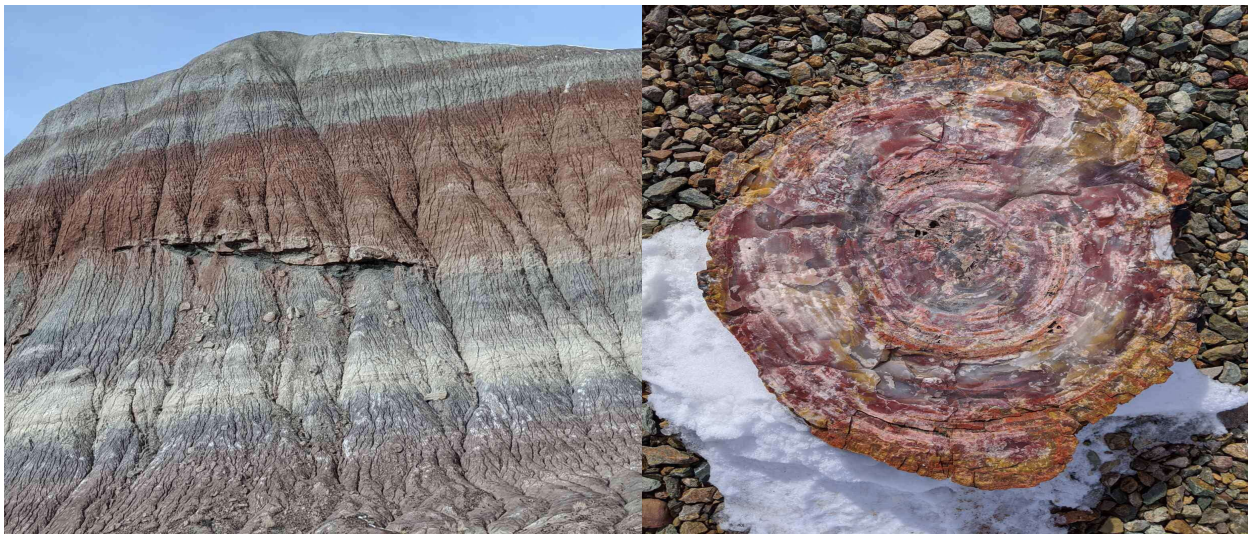

Mesa and Petrified Wood

33G Notebook: New Zealand

33G is a travel notebook… penned by the author for Chowrongee since 2005. Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic, this year the author was unable to travel for vacation. So, this edition of 33G Notebook covers New Zealand, which the author was fortunate to visit with his family in 1997.

Krish Mohanty

"*Bangla bolen?*" (Do you speak Bengali?) Those were the first words I heard when I answered the phone for the first time on my first day in office at the University of Canterbury in Christchurch, New Zealand. The voice belonged to Dr. Hare Krishna Mohanty (known to everyone as Krish), Professor of Biological Sciences at the same university. Krish-da read in the university's weekly bulletin that I was coming as a Visiting Erskine Fellow. My family and I were delighted to have Bengali company from Day 1 of our two-month stay in Chch.

Within an hour of the phone call, Krish-da was in my office, and we walked five minutes to the house where we were staying (myself, my wife Supriya, and our daughters Bipasha and Suchitra, who were seventh and fourth graders, respectively). Krish-da drove us to an Indian grocery (so we could stock up on essentials), and then to his beautiful home (on a hillside in the eastern part of the city overlooking vast expanses of water). His wife, Abanti, returned from work a little later, while we were enjoying tea and snacks. And one of their first questions was: when are you coming for dinner?

It was decided that we will come (again) for dinner two days later. And we were thinking: Holy moly! Dinner at a friend's home on a weekday! In two days' notice! Unheard of… in our lifestyle in the US! But we soon realized the easy way of life in New Zealand! (And you guessed it: Krish-da gave us rides both ways… as we did not have our own transport, and this was pre-Uber era.)

We would meet up with Krish-da and Abanti Boudi often. They took us to India's Independence Day celebration in Chch, where we met a large population of Indians from Fiji (which is not far, relatively, from New Zealand); the emcee was a Fiji Indian, speaking in Kiwi accent! Four years later, Krish-da visited us in Davis, on a lucky day when we were celebrating Bipasha's Sweet Sixteen Birthday! Unfortunately, we lost contact with Krish-da and Boudi, but from somebody's post on social media, it seems they now live in Melbourne, Australia.

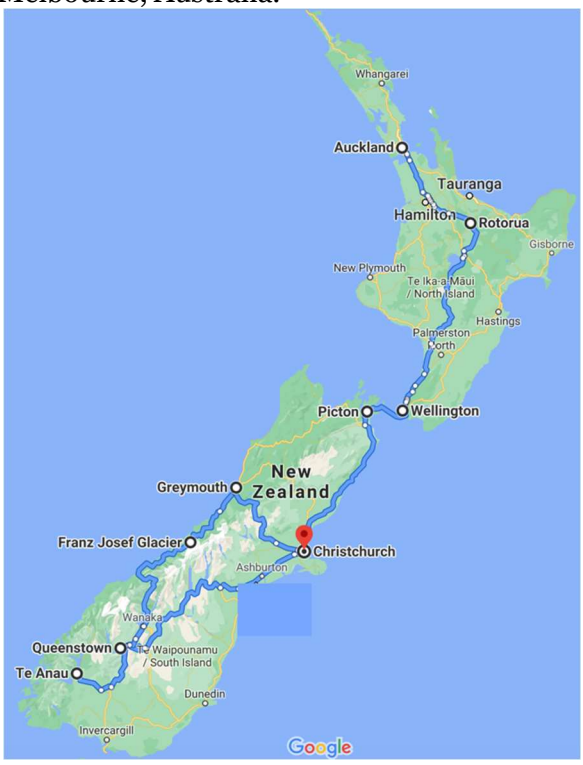

Our Two-Month New Zealand Visit.

Krys Pawlikowski; Univ. of Canterbury

We were in New Zealand because I was invited to serve as a Visiting Erskine Fellow in Computer Science (CS) at the University of Canterbury. I was required to teach a class, give some research colloquia, and conduct joint research with some faculty colleagues and their post-graduate students. While they encouraged Fellows to stay for up to a year, the minimum is

two months, which is what I opted for. Thus, we could be there during our daughters' summer break (July-August), so they wouldn't miss school. My host, Professor Krys Pawlikowski, reasoned (correctly) that this was peak winter season, and New Zealand was more beautiful to visit earlier or later… and for longer… and our kids could go to international school (which was not appetizing to us). At any rate, my family and I had a really wonderful time in NZ.

Can you imagine, particularly from our kids' perspective, going off on holiday for two months, where you live on the "slow lane", getting up late, relaxing most of the time? I would walk over to our home for lunch with the family almost every day. Every other evening, we would watch a movie on TV as a family. Otherwise, we would visit the downtown area, called Cathedral Square (which got devasted unfortunately by a big earthquake a few years back), or a mall (our favorite: Riccarton Mall) or a supermarket. On weekends, we would rent a car, and visit surrounding regions such as Akarao, Hanmer Springs, Christchurch gondola, etc.

Our host, Krys, is a very good friend who I had known professionally for many years. He was born and raised in Poland, and also studied there, getting his PhD from Gdansk University. Krys and his wife, Barbara, moved to New Zealand in the mid-80s. I had learned a little Polish from my father because he had visited Poland in the early 70s, while working for Coal India… and I would try out words like herbata (tea), dobre (good), barzo dobre (very good), etc. with Krys and Barbara. We became very good family friends; and their two sons, Jacek and Andrezj, would give us rides to various places. Years later, Andrzej would spend an extended period of time in Kolkata working at Mother Teresa's Missionaries of Charity!

We know New Zealanders enjoy a high quality of life. I experienced more instances first-hand. Daily, at 10:30 am and 3:00 pm, CS faculty members would gather at the tearoom for tea, biscuits, chit-chat, newspaper reading, etc. Every Wednesday, they would have lunch at the Faculty Club. They were surprised I was spending so much time with them and that I was regularly in my office instead of traveling around the country. But to me, what I was doing was very enjoyable (vs. the hustle and bustle of a US academic).

Sometimes, Barbara, as a production manager in a company, needed people to work overtime to meet quotas. But it was hard to get Kiwis to work overtime for double pay because they are very guarded about their personal time. Kiwis are avid sportspeople and thrillseekers; they invented bungee jumping. Their All-Blacks rugby team is a world champion. For a small nation, their cricket team is excellent. They are always winning sportsmanship awards.

Christchurch

The City Center of Christchurch is Cathedral Square, where a large cathedral is located, and where all bus routes originate. A visit to this place would not be complete without having New Zealand Natural ice cream. This chain used to have a location in Kolkata also (behind the Camac Street Pantaloons).

The University of Canterbury's original campus, formed by old Victorian buildings, is located close to the city center, but the university moved west to Ilam neighborhood at its current large site several decades back. The Avon River flows through the campus, providing nice flora and fauna, much like Putah Creek on UC Davis campus. It starts in Avonhead, is about 20-40 feet wide, meanders east about 10 miles through various Christchurch neighborhoods, and empties into an estuary east of the city.

Punting on Avon (like Gondola Ride in Venice) is quite popular, which we enjoyed in Hagley Park, which is much like New York's Central Park, close to the city center.

West of Avonhead is the Christchurch Airport, where is located the International Antartica Center, from where various expeditions to Antartica are launched. Here, we enjoyed the

museum, learning more about Antartica, as well as the penguins.

One weekend, we rented a car to visit Akaroa, an hour's drive south-east to Banks Peninsula, close to the Pacific Ocean. We took a catamaran ride to see dolphins, a salmon farm, etc. A cheese factory we visited showed the French influence on the region.

Another weekend, we drove for an overnight visit to Hanmner Springs, a resort town with several thermal pools (of different water temperatures) which we thoroughly enjoyed. Suchitra just wouldn't leave the pools and wanted to go there again the next day. We trekked up the conical hill for nice views of Hanmer Springs and vicinity.

On our way to Hanmer Springs, we drove by Balmoral Forest, which looked strange with trees growing in a grid. I thought: "Wow, Mother Nature is so organized." Later, I learned that Kiwis do re-forestation when they de-forest elsewhere for developments; they are so eco-conscious.

We found such seriousness in Chch also. Based on family size, each home is given a bag in which to fit their weekly trash. It was a muscle exercise for my kids and myself to compact the bottles, etc. into our trash bag.

Our favorite supermarket in Chch was Countdown. You could get prepared meats like various types of kabas which you bring home and grill; and stuff like that weren't so widely available in U.S. those days.

Talking of food, there were quite a few Indian restaurants in Chch; our favorite was Rajmahal at Cathedral Square. Restaurants usually have two entrances: one for dine-in, another for takeout. Takeout food costs less as the overhead/service costs are lower.

At Chch, I was fortunate to enjoy indoor cricket, in a game between CS faculty and CS students. Indoor cricket is played with a tennis ball, and the playing area is cricket's net practice area, with nets all around. This all-weather sport is popular in NZ, requires little space, but needs some strategic skills.

North Island

Our trip Down Under (to New Zealand) started adventurously. On the last Friday of June 1997, we had to take a 7 pm flight from Sacramento to LA, and then a 10 pm from LA to Auckland (NZ). I was co-organi-zing a multi-day workshop at UC Davis with nearly 100 people, and the event ended that Friday. By the time I wiggled out of the workshop and got home, it was 4 pm; and I had to pack for myself for our 2-month trip for New Zealand's winter (as Supriya was busy packing for herself and our daughters). Our friend, Selim, was to give us a ride to Sac airport twice: first (at 5:30 pm), we took his car and my car—both small—to drop off my family and luggage; then back to Davis to drop my car; and then Selim took me to the airport again. I made it with only 10-15 minutes before our flight time. Luckily, this was before TSA-security, ID-check era, so Supriya already had my boarding pass. It was summer in Davis, but we were loaded with thick jackets for winter in the Southern Hemisphere; people were giving us curious glances, but I did not care as I was tired. During our LA transit, Supriya's parents came to bid us bon voyage! as they were living in the area at that time.

The LA-to-Auckalnd flight was one of the longest those days, and we arrived on Sunday at 6 am. To our kids' amusement, Saturday had mysteriously vanished!

The immigration officer was the first New Zealander we met, and genuinely welcoming she was! She gave us many tips on how to enjoy her beautiful country.

The car which Krys rented for us was a Honda CRV; it was comfortable and very roomy for all our luggage. (We liked it so much that, a few years later, when we were looking for a new car, we bought a CRV, which is serving us even today.) The challenge was driving on the left side of the road and the driver sits on the right (as in India and UK) … so I told my kids to

shout “stick to the left!” when we made a turn. It was dark and the roads deserted when we arrived at our hotel in Auckland, so a few errors were not bad. Bizarrely, when I wanted to use the turn signal, windshield wipers would come on! Soon, I got better at driving on the other side of the road!

A few words on orientation first. New Zealand consists mainly of two equal-sized islands. Its largest city, Auckland, is located near the north of North Island; and its capital, Wellington, is at the southern tip of North Island. Our final destination, Christchurch, is the largest city in South Island. New Zealand then was home to 3 million people: a million lived in and around Auckland; a million on the rest of North Island; and a million on South Island. The country has about 30 million sheep. The numbers have increased in the past 20+ years. New Zealanders are also called Kiwis, after their national bird, the kiwi; and this is where the kiwifruit had its origin. Aborginal New Zealanders are called Maoris, and their culture is well preserved. Most places have English and Maori names.

Our host, Krys, had prepared a 7-day itinerary for us to travel on North Island in our CRV: 2 nights in Auckland, 2 in Rotorua, and 3 in Wellington. He arranged for me to lecture at the University of Auckland and Victoria University, Wellington.

Some of Auckland’s attractions I recall are: vast waterbody north of City Center; beautiful waterfront and harbor called Quay (pronounced “key”); numerous restaurants with diverse cuisine; charming village of Devonport, a short ferry ride across the water, with many boutique shops and restaurants (with local restaurants serving Indian dishes); a tall building called Sky Tower; Harrahs casino in Sky Tower; and Auckland the only city in NZ with freeways.

From Auckland, we drove 3 hrs south-east to Rotorua. Outside Auckland, all the roads, including highways, have two lanes as there is not much traffic. But, if you fall behind a slow-moving vehicle, the driver will move left, so you can pass easily on the right. Kiwis are so polite! We hadn’t heard of Rotorua before. It is indeed a well-kept secret with geo-thermal activity like Yellowstone: geysers, mud pools, ancient baths, limestone formations, earthquakes, volcanoes, etc. The geology is always changing, with famous limestone formations disappearing under Lake Rotorua after a severe volcano 100 years back. I remember Rotorua for its sulphur smell, and a gondola ride to the top of a nearby hill with commanding views of the city and Lake Rotorua (a.k.a. NZ’s Crater Lake).

On our way to Rotorua, as well as while traveling through the countryside, we found very few towns where you can stop; and that the same shop serves as a gas station and restaurant with limited options. Toasted sandwich with cheese, tomato, onion, mushroom, and so on became our favorite food.

The Rotorua-to-Wellington drive took an entire day. Roads were deserted, and we passed through some forests where we couldn’t see a car for long time periods. But we enjoyed the rolling hillsides with lush greenery and numerous grazing sheep.

My Wellington memories are its hilly landscape; NZ’s parliament building called The Beehive; and the site of its airport which used to be under water but got lifted to permanent dry land due to earthquakes over a century back. I enjoyed Basin Reserve, Wellington’s international cricket ground, which is surrounded by roads on all sides so it is inside a huge traffic rotary. Since it was winter and no one was around, we could just enter the ground, and I could inspect the pitch and do shadow batting practice.

We returned our CRV at Wellington Harbor, and boarded the Inter-Islander Ferry to Picton, which is at the north end of South Island. The Cook Strait ferry crossing lasted 4 hrs. Then we took the Coastal Pacific train from Picton to Christchurch, which took 6 hrs. The train ride was spectacular as most of the way we hugged

the Pacific coastline of South Island on the east, right next to a mountain range. The train had tasty food: I recall having a cheese platter, some Thai curry dish, and an Indian tandoori dish. When we arrived in Chch, Krys and family greeted us, took us to their house for dinner, and then to our new home in NZ for the next two months.

Cathedral Square, Christchurch.

Ice Sculptures in Cathedral Square.

New Zealand Countryside.

With Krys and Barbara Pawlikowski.

South Island

Towards the end of our stay, we took a week to drive a rental car to visit tourist spots in South Island. From Chch, we drove south for six hours to Queenstown. We passed a town called Twizel, built in 1968, to house construction workers for a hydroelectric project. Today, Twizel has become a regular town, and serves as a base for people to climb Mt. Cook, the tallest peak of the Southern Alps, which runs through the spine of South Island. Like many NZ cities, Queenstown is located on a lake and next to a mountain. The Skyline Gondola took us to the mountain top, which commanded a picture-perfect view of the city. I admired the Queenstown Oval, whose photos you might have seen if you are a cricket fan. The Remarkables Mountain Range, with its jagged top, was also very attractive.

The next day, we drove further south and then west to Te Anau (pronounced Teyana), from where one explores various parts of NZ's Fiordlands, located in its southwest region. A

major attraction is the Glow Worm Caves, which we missed as rains had flooded the caves. We also couldn't visit Milford Sound due to snowstorms blocking the road. We settled for Doubtful Sound, which is much bigger but less pretty than Milford. (Note: Sound is a large ocean inlet between land-masses.)

Getting to Doubtful Sound is not easy. After taking a boat to cross Lake Manapouri and a bus to transfer over Wilmot Pass, we boarded a catamaran to tour the majestic Doubtful Sound. Everywhere we could see fiords, which are rock formations that jut out of the sea as high cliffs, i.e., mountains which rise from the sea floor and are formed by "submergence of a glaciated valley" [Wiki].

After a couple of nights in Te Anau, we drove back to Queenstown and stopped at Wanaka, famous for its Puzzling World attraction, where we bought many nice puzzles. Then, we drove west to cross the Southern Alps at Haast Pass and arrived at Franz Josef Glacier for an overnight stay.

Frans Josef and Fox are two large glaciers (ice masses) that descend from Mt. Cook towards the Tasman Sea on NZ's west coast. Many people hike on the glaciers, but we were not so brave. Frans Josef had come down to almost sea level and seeing ice at such low elevation was quite fascinating. Even 20 years back, Franz Josef was receding due to global warming.

We drove further north to Greymouth, the largest city on the west coast, where Grey River empties into the Tasman Sea. Slighyly north of Greymouth was Punakaiki, whose pancake rock formations were very attractive. I recall ordering takeout dinner from a Thai restaurant. Guess what: the chef and owner was a Kiwi! They had indeed adopted global cuisines.

Eventually, we headed back to Chch, and this time our Southern Alps crossing was through Arthur's Pass. Our kids had heard that driving in Arthur's Pass was a hair-raising experience because of the cliffside's narrow and winding road with hairpin bends which becomes single lane - drivers have to be very cautious, especially eastbound drivers like us - as we were also going uphill. So, the kids went to sleep as we approached Arthur's Pass. Luckily, we made it without any incident.

On the other side of Arthur's Pass, we were greeted by sunshine and snow-covered hillsides and plains. It had indeed snowed in Christchurch and vicinity when we were on tour. Too bad, we had missed snow fall during our entire stay in South Island.

Tailpiece

Two months just flew by, and soon it was time to head back to Davis. Suchitra, our younger daughter, was very sad when we had left for New Zealand as "she was going to have three winters in a row without any summer". Now, she and we were all very sad again... after having thoroughly enjoyed the beautiful country we had called home for the past two months. A few years later, the "Lord of the Rings" trilogy came out, whose many scenes were shot in New Zealand, so we could re-enjoy some of the sites we had already seen. We hope we get opportunities to visit New Zealand again!

Biswanath Mukherjee *is a Distinguished Professor Emeritus (and Past Chairman) of Computer Science at University of California, Davis, where he has been for the past 33 years. Readers can visit the author at: http://networks.cs.ucdavis.edu/bmukherjee.html*

Following My Father's Footsteps

My father often talked about his adventurous trip to Badrinath when he was studying engineering at Jadavpur University in the thirties. In those days, the journey was not easy from Kolkata – by train to Haridwar, bus to Rishikesh and then a six-day walk to Badrinath roughing it out in the trail.

Road to Badrinath

So, in 1986, during one of my long sabbaticals from the high-pressure of Silicon Valley, I decided to retrace my father's footsteps to the holy place located nearly eleven thousand feet high in the Garhwal Himalayas in Uttarakhand.

The fast Shatabdi train from New Delhi reached Haridwar just before noon. After a quick visit to Har-Ki-Pairi for a refreshing dip in the Ganges followed by a freshly made tasty lunch of Aloo/Pooris in a stall in the main street, I came back to the station to hire a trusted Ambassador taxi with a seasoned hill-driver and headed out to Rishikesh for my first night's halt.

Arriving in Rishikesh around four PM, I was able to find a clean room in a hotel by the river Ganges, where the hotel served welcoming chai and samosa. Since the river was within walking distance, I decided to participate in the evening Ganga-Aarti (ritual of offering prayers to Mother Ganga).

Ganga-Aarti at Rishikesh

Ganga Aarti is held daily at dusk in Rishikesh since the Vedic period. Several priests perform this ritual by carrying lit torches and moving them up and down in a rhythmic tune of bhajans and chants. Unlike Haridwar and Varanasi Ganga Aarti, which I have also seen, in Rishikesh Aarti, there are no blaring loudspeakers, jostling crowds, and marauding pickpockets. Here one is transported in a trance to experience the very core of the divine relationship between humans and the river over the ages.

The next morning I made an early start for Deoprayag, where the rivers Bhagirathi from Gangotri and Alakananda from Badrinath meet to become the Ganges (contrary to general belief Deoprayag is the origin of river Ganga not Gaumukh, which is the origin of Bhagirathi). I was spellbound by the view of the confluence of the two rivers. Hindus believe the places where two rivers meet have

supernatural powers - Deoprayag is dotted with numerous temples.

After a dip in the chilly waters of the confluence point, it was on the road again. The right fork in the road leads to Badrinath, while the left fork goes towards Gangotri. Now the paved road ran parallel to Alakananda. Across the river, one can see the footpath taken by pilgrims in the early days – it was not difficult to touch the soul of my father along the way, as my car steadily climbed towards Pipalkoti, my night halt.

The next day it was a scenic four-hour drive to Badrinath, with a halt at Joshimath for a quick tea and buttered toast in an ancient riverside stall where, probably, my father also rested during his walk. Arriving at Badrinath around noon, it was not difficult to get a room in a clean Yatri Niwas. After checking in, I visited the to Badrinath temple dedicated to Lord Vishnu to get my blessings. According to legend, the temple was established in the 12th century and is one of the holiest spots in India.

After a simple dinner of Dal, Roti, and Jeera Aloo I hit the sack under several layers of homemade duvets – at nearly 11,000 ft up in the Himalayas the nights are bitterly cold. The next morning around four AM, the skies cleared, and I had a life-changing view of the first light falling on India as the Sun lit up Nilkanth Parbat.

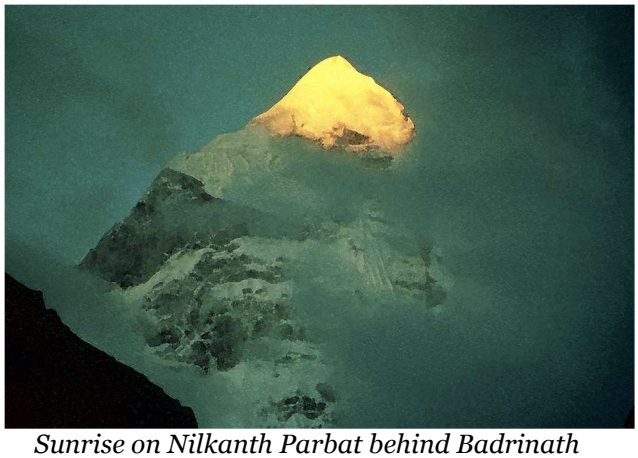

Sunrise on Nilkanth Parbat behind Badrinath

I am sure my father also.experienced the same view fifty years ago.

Shyamal Roy *was born in Old Delhi in India and is a graduate of the Indian Institute of Technology, Kharagpur. He studied photography under various masters in Paris, France, and attended the Nikon School of Photography.*

বিবিধ

Miscellaneous

এক-ঝুড়ি প্যালিনড্রোম

অর্থাৎ যা উল্টে দিলেও পাল্টায় না। ওল্টানো বলতে কি বোঝায়? ওল্টানো মানে হল, উচ্চারণ আর ছেদযতিচিহ্নের কথা ভুলে গিয়ে একটি বাক্য, বাক্যাংশ বা বাক্যসমষ্টির লিখিত অক্ষরগুলি (grapheme) বিপরীত ক্রমে লেখা -- যেমন, 'নর্তকী' ওল্টালে পাই 'কীর্তন' - তাই 'নয়ন' , 'নন্দন' , 'তুমি কি মিতু?', 'কীর্তন-মঞ্চ 'পরে পঞ্চম নর্তকী' ইত্যাদি প্যালিনড্রোম, কিন্তু 'পাপ' , 'নগ্ন' বা 'আটা' প্যালিনড্রোম নয়।

- নেই এটা? এই নে!
- ওরে! কম প্রেম করে ও?
- দে মদন, দম দে!
- নবেন কি নরুন কিনবেন?
- মালা-কাকিমা কি কালা, মা?
- মামলা ত জিতলাম, মা!
- মানবেরা সাইকেল কালকেই সারাবেন, মা!
- কি হে? নন্দকুমার মাকুন্দ নহে কি?
- কেন পলা আনবেন না ওঝা -- বোঝাও না, নবেন, আলাপনকে!
- বেদেনি রুচিকে চিরুনি দেবে।
- না হে সখি, মাখামাখি সহে না!
- কেয়া জল দিয়ে দিল জয়াকে?
- কেয়া দিল জগে জল দিয়াকে।
- কেয়া দিল জল জলদি দিয়াকে।
- রতি, দাও হাওদা হাতির।
- ওথা কোকিলই গাইল কি কোথাও?
- রোকন, ব' সে চা সেবন করো!
- বারেক লুফে কন্দুক ফেলুক রেবা।
- কফির টাকাটা, রফিক!
- তবে হরফের হেরফের হবে ত!
- লাগত ভাল ডালভাত-গলা?
- গাছে আতা আছে গা?
- গোলমাল! জাল মাল গো!
- দিশা আছে কার কাছে, আশাদি?
- দিতির ননদ নন রতিদি!
- মকর ক'রকম?
- কেয়া, দিলে কোরকের কোলে দিয়াকে?
- দাশুকে ও-খাদের ধার দেখাও, কেশুদা!
- করে হল্লা মাঝি-মাল্লা হরেক!
- সদা উনি উদাস।
- লড়ি' চঞ্চল লঞ্চ চড়িল।
- ও দাশ, বাঁকা বাঁশ দাও?!
- কেন জেরা কর, তারক, রাজেনকে?
- কেন রে সুতপা খেপাত সুরেনকে?
- বস্তাপচা চা কিনবেন কি, চাচা? পস্তাব!
- রবি কলেজে না জেলে, কবির?
- রবি কয়, "লব কনকবলয়, কবির।"
- রমার চুড়ি চুরমার!
- রমার দরকার দরমার।
- দিয়াকে লেখা শেখালে, কেয়াদি?
- লুকাতে শেখো মুখ মুখোশেতে, কালু।
- তাকে, সখা, শেখাস কেতা।
- লেঠেলটা হরদের হটাল ঠেলে।
- পদ্য মন খুলিয়া লিখুন মদ্যপ।
- এতদিন ধামা-ধামা ধান দিত এ।
- মাথা-নোয়ানো থামা!
- ঠেকাই মই কাঠে?
- দিতাম মহেনকে খাম খামখা কেন হে, মমতাদি?
- দিবি ছ'টা ডাঁটা, ছবিদি?
- দিবি রুটি, রুবিদি?
- বলত চিনু, "অনর্থ-প্রার্থন অনুচিত, লব!"
- রাম, আছি কাছাকাছি আমরা!
- রাম, আতঙ্কিত আমরা!
- বেটার কেচ্ছা-কুচ্ছা কে রটাবে?
- মারুক জোঁক রুমা!
- সে কি যে-সে বোঝা? বোঝাবো সে যে কিসে!
- একটু পেটুক এ!
- নীলিমা কচু বেচুক, মালিনী!
- নয় বছর করছ বয়ন?
- ইলা! বলছি, লেকে বিকেলে ছিল বলাই!
- দেখে মুড়ি তাড়াতাড়ি মুখে দে।
- ইলা, বলছ মুখ মুছল বলাই?
- ন'দিনে এইটাই এনে দিন।
- তুই চার সের চা চাইবিই? চা চার সের চা, ইতু!
- তোরা মন-মরা তো?
- গান শোন গা!
- মাছির মত মরছি, মা!
- ছি! মাছে মাছি!
- তাড়াতাড়ি তাড়া তা!
- কেকা কালনা চেনাল কাকাকে।
- কাকে লেলালে, কেকা?
- কেয়া খেলাবে এক্কাদোক্কা এবেলা খেয়াকে।
- কেয়া দিত কনক-কাঁকন কত দিয়াকে!
- কেয়া দিল দু-রতির দুল দিয়াকে?
- করে তাড়াহুড়া তারেক?
- বেনে কি ঝুঁকি নেবে?

- ও মা! নাটাইটা নামাও!
- মহেনকে ডাকে হেম।
- ও দাদা, চাঁদা দাও!
- ও দিদি, গদি দিও!
- ও মামা! দাও দামামাও!
- ছাড়িবি না বিড়ি, ছা!
- বিধু, গা ধুবি!
- তিন মিনিটে ঘটেনি, মিনতি।
- কি! খুনি বিভাস? ভাবিনি, খুকি?
- কি! খুলে চটি চলে খুকি?
- রমা! কুসুম! রাধা! রাম! সুকুমার!
- নে, খা এসে এখানে!
- নূতন বরফে ছেয়ে গিয়েছে ফের বনতনূ।
- খালে গিয়ে, বিচি চিবিয়ে, গিলে খা!

[বিঃ দ্রঃ 'ত' , 'তো' উভয় বানানই আভিধানিকভাবে স্বীকৃত, 'ত' বানানই প্রাচীনতর।কোন-কোন অতৎসম শব্দের বানানে (দীর্ঘ-)ঈ-কার, (দীর্ঘ-)ঊ-কার, (মূর্ধন্য-)ণ, ক্ষ প্রভৃতি লেখার চল থাকলেও বাধ্যতা নেই -- এই ব্যাপারটিকে প্রয়োজনমত কাজে লাগানো হয়েছে -- যেমন, কাকি, কি, খেপাত ইত্যাদি।একইভাবে কাজে লাগানো হয়েছে কোন-কোন শব্দে অ-কার এবং ও-কারের বৈকল্পিকতাকে -- যেমন, ভালো/ভাল, করো/কর ইত্যাদি]

লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিন ও দূরসংযোগ-সংক্রান্ত প্রকৌশল বিভাগের স্নাতক। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট লুইস-স্থিত ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিগণক-বিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি. উপাধি অর্জন ক'রে, সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আড়াই বছর অতিবাহিত করার পর বর্তমানে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী গবেষকরূপে কর্মরত।

পুনশ্চ: উপরের সব লেখাই লেখকের ফেসবুক দেওয়ালে (https://www.facebook.com/mithun.chakrabarty.98) এবং 'প্যালিন্ড্রোম প্রচার পর্ষদ' (পপ্রপ) গ্রুপের পাতায় (https://www.facebook.com/groups/648625188968368) পূর্বপ্রকাশিত। এই পাতাগুলিতে এমন আরো অনেক প্যালিনড্রোম-ভিত্তিক রচনা পাবেন।

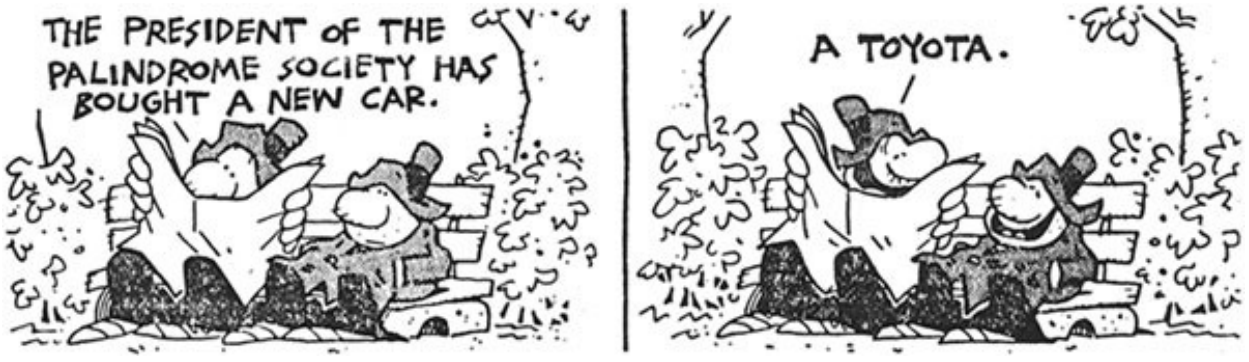

Barin Kumar

A Collection of Quotable Quotes

I have been collecting quotes or sayings for a long time as a hobby along with learning languages. Here I would like to share some of those with Utsav Chowrongee readers. Exact quotes are presented within quotation marks. Some of the quotes have been paraphrased. For Russian quotations, I used English alphabets, as Russian alphabets are quite different. For pronunciation of Spanish quotations, I used Spanish alphabets, except for the consonant pronounced 'ny' - as there is no Spanish equivalent in English.

****

Mahatma Gandhi on Customer Focus:
"A customer is the most important visitor on our premise. He is not dependant on us; we are dependent on him. He is not an interruption on our work; he is the purpose of it. He is not an outsider of our business; he is a part of it. We are not doing him a favor by serving him, he is doing us a favor by giving us an opportunity to do so."

****

Albert Einstein about Mahatma Gandhi:
"For generations to come, people will scarcely believe that such a person walked on this earth flesh and blood."

****

Albert Einstein on Indians:
"We owe a lot to the Indians, who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made."

****

Albert Einstein on Human Stupidity:
There are two things in this world which are unlimited. One is the universe and the other is human stupidity.

****

A comedian once told his wife to explain Einstein's 'Theory of Relativity':
"When you are courting a nice girl, an hour seems like a second but on when you sit on a red-hot cinder, a second seems an hour."

****

Mark Twain on India:
"India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only."

****

Mark Twain on Money:
Some worship Rank, some worship Hero, and some worship God. Overall, these they cannot agree or unite but all worship Money.

****

Swami Vivekananda on Injustice or অন্যায়:
"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তারা সমান দোষী।"
(Whosoever does the wrongful act and whosoever tolerates the effect of that wrongful act, they are equally guilty.)

****

Rabindranath Tagore on Want and Receive or চাওয়া আর পাওয়া:
"যাহা চাই তাহা পাই না, যাহা পাই তাহা ভুল করে চাই।"
(Whatever I want, I don't get and whatever I get I ask by mistake.)

****

Robert Frost on Education:
It is the ability of a person to listen anything and everything without losing temper or self-confidence.

****

Warren Buffet on Investment:
You only find out who is swimming naked when the tide goes out.

****

A Russian saying on Understanding:
"Deyceatch raz obyasnoo tovareeshoo poneemayesh sam."
(You have to explain ten times to your comrades in order to understand yourself.)

****

A Russian saying on Yoga:
"Eeoga pomagaet bwitch vah khoroshei formeh."
(Yoga helps to be in good shape.)

****

A Russian saying on Time:
"Vechno neh khovataet vremnee."
(Always there is not enough time.)
****

A Spanish saying on Learning:
"Dima (deeh-meh), y (eeh) lo (loh) olvido (olh-veeh-doh), ensenyame (enh-she-nyah-meh), y (eeh) lo (loh) recuerdo (reh-kooh-erh-doh), involucrame (eenh-voh-looh-krah-meh), y (eeh) lo (loh) aprendo (ah-prenh-doh)."
(Tell me, I forget; teach me, I remember; and involve me, I learn.)
****

A Spanish saying on Inevitability:
"Que (kay) sera (she-rah) sera (she-rah."
(Whatever will be, will be.)
****

A Spanish saying on Tolerance:
"La (lah) toleran cia (toh-leh-ranh-seeh-ah) es (es) una (yooh-nah) virtud (veerh-toodh) que (kay) nos (nosh) ayuda (ah-yooh-dah) a (ah) trabajar (trah-bah-harh) en (enh) equipo (eeh-kooh-eeh-poh)."
(Tolerance is a virtue that helps us work as a team.)
****

A Spanish saying on Driving:
"No (noh) debes(deh-besh) manejar (mah-neh-harh) si (seeh) te (the) sientes (seeh-enh-tehs) sonyoliento (soh-nyoh-leeh-enh-toh.")
(You should not drive, if you feel sleepy.)
****

A French saying on 'Lack of Concentration':
"Qui (kew) courit (koo-hee) deux (deu) lievres (leeh-evh) a (ah) la (lah) fois (foh-ah), n'en (noh) prend (phonh) aucun (ooh-kah)."
(One who runs after two hares at the same time, catches none.)
****

A German saying on Liking:
"Das (daz) ist (eest) nich (neekt) mein (myen) Bier (beeh-arh)."
(That is not my beer, literally; it means I don't like it or this is not my cup of tea.)

Barin Kumar *is a resident of Sacramento for 34 years. He is an electrical and nuclear engineer, who worked for Sacramento Municipal Utility District (SMUD) at Rancho Seco Nuclear Generating Station and SMUD Power Distribution for many years.*

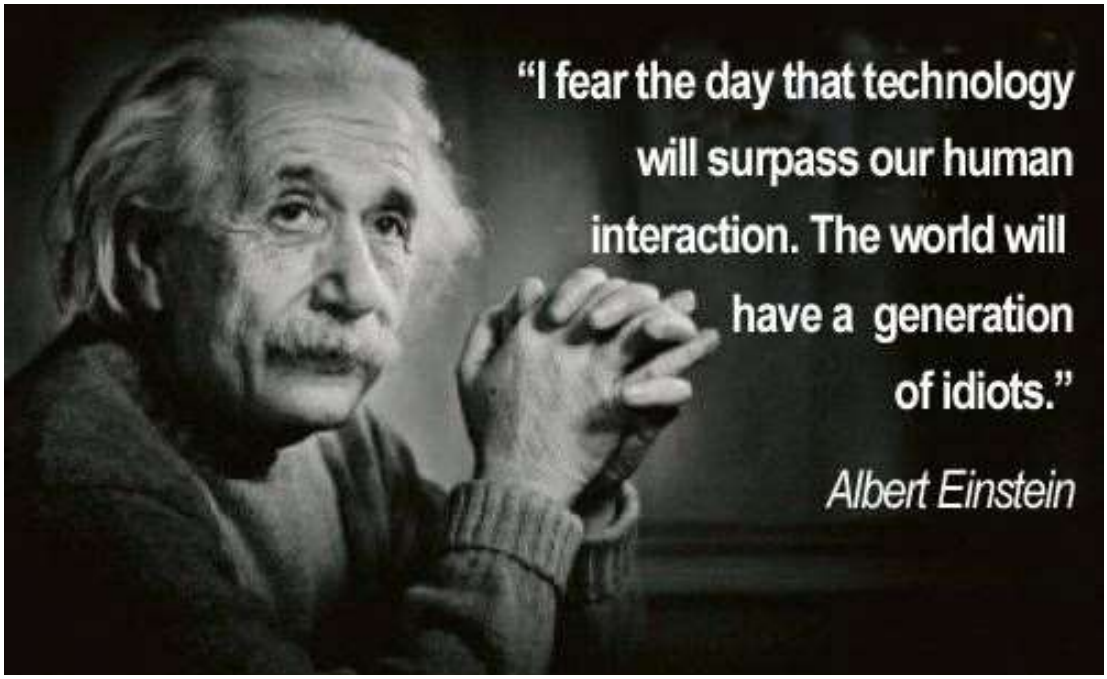

চিঠিপত্র

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এই কঠিন সময়ে বাড়িতে আরো বেশী সময় পেয়ে 'বই-কাগজ-কালি-কলম' এর সাহচর্যে আমাদের নিত্য যাপণ আমরা সহজ করে নিয়েছি। কোন প্রতিযোগিতায় নয়, আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই আমি মূলতঃ মনীষীদের জীবনী নিয়ে নাটক বা নিবন্ধ লিখি তাঁদের জন্য, যাঁদের বই পড়বার বা পড়াবার সময় নেই। তেমনি একটি লেখা পাঠিয়ে ছিলাম। গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াই । পোর্টল্যান্ডে আমার দ্বিতীয় বাড়ি। সাধ্যমত দেশ ও অন্যান্য দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছি বিগত তিন দশক ধরে। তা ছাড়া ভ্রমণ কাহিনী ও ছোট গল্পও লিখি। প্রসঙ্গত ছোটবেলায় আমরা সারা পৃথিবীর সাহিত্য সম্ভার (অনুবাদ) অনায়াসেই হাতের কাছে পেয়েছি। এখন ছোটরা কতটা পায়?

চিঠির উত্তর পেলে ভালো লাগবে।

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছাসহ – ইতি।

তপতী সাহা।

৯৮৩০০৬০৪১৭

কলকাতা- ৭০০ ০৩২

শ্রদ্ধেয় তপতীদি,

আপনার চিঠি কৈশোরের সেই অনুভূতিটা জাগিয়ে তুললো যখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সম্পাদককে লেখা চিঠি পড়া আমাদের নিয়মিত বিনোদনের মধ্যে গণ্য হতো। তথ্যপ্রযুক্তির অসামান্য অগ্রগতির ফলে মুদ্রিত পত্র পত্রিকার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, তদুপরি বর্তমান প্রজন্মের বিনোদনের অভ্যেসও পাল্টে গেছে। চৌরঙ্গীর মাধ্যমে আমরা সেই অভ্যেসটাকেই বজায় রাখার প্রচেষ্টা করছি। লেখা, আঁকা; পদ্য, গদ্য; ভ্রমণ, সংগীত; বা সাহিত্য বিষয়ক যে কোনো উপাদান আমরা চৌরঙ্গীর অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করি।

এটা জেনে খুব আনন্দিত হলাম যে আপনি আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে উৎসাহিত। প্রত্যেক বছর উৎসব গোষ্ঠীর দুর্গাপুজোর একটি অভিন্ন অঙ্গ - চৌরঙ্গী। আপনার বর্তমান অবদানের জন্য অনেক ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে আপনার কলম থেকে আরও লেখা পাওয়ার প্রত্যাশা থাকলো।

শুভেচ্ছান্তে -

সম্পাদক

Brief History of Utsav

"Utsav is a nonprofit organization promoting Bengali culture in Sacramento Valley. Utsav was founded in 2002, with one goal: creating a positive and enjoyable experience of friendship, happiness, and harmony via our Bengali heritage. Although Utsav is predominantly a Bengali organization so far, we want to reach other communities as well. Membership in Utsav is not limited to any particular race, religion, or ethnic origin".

The Journey

The Beginning: It was a fine afternoon of Saraswasti Puja of 2002. A few new Bengali arrivals in Sacramento were standing in front of 1317 Montridge Ct., El Dorado Hills, reminiscing over the Puja celebrations in their homeland in India. The participants in that gathering – Deb Saha, Udayan Chanda (UC), Arun Chowdhury, Samrat Basu, Anirban Bhattacharya, Suvayu Bose, and Joy Mukherjee – all felt the need to host their own Durga Puja in Sacramento, and the idea of an organization was thus born. In an hour, they came up with the name, Utsav, first proposed by Suvayu Bose. Later, Mala Paul designed the Utsav logo.

A few weeks after that momentous gathering, several Sacramento Bengali old timers were contacted with the help of Mita Chakraborty. Everyone who we spoke to got excited to have our own Durga Puja and to have our own organization. Through this process of joyous interactions between the new arrivals and the old timers of Sacramento, Utsav found some strong pillars in the names of Adi and Mitra Choudri, Somen Nandi, Biswanath Mukherjee, and others, who had an immediate impact to make Utsav a grand success.

In July 2002, Utsav was officially formed. Adi Choudri, Deb Saha, Udayan Chanda, Arijit Chattopadhyay, and Joy Mukherjee – with smiles, happiness, and glitters in their eyes – signed the official paperwork. We celebrated our first Durga Puja in October 2002. The participation of member families was outstanding and the joy was boundless. With time, the Utsav tree has expanded and the bondage among families grew deeper.

The baton of responsibility transferred to other able hands from the hands of those who started the organization. But the founders and senior members continued to remain very active in different roles.

Utsav members include 80-90 families, from which several individuals are elected every two years to serve as officers. (For the first few years, our elections were held annually.) So far, many of our members have ably served our organization with the leadership of our following Presidents:

- 2003: Arijit Chattopadhyay
- 2004: Udayan Chanda
- 2005: Mitra Choudri
- 2006: Biswanath Mukherjee
- 2007: Dipankar Chattopadhyay
- 2008: Deb Saha
- 2009: Adi Choudri
- 2010: Sharmila Mukherjee
- 2011-12: Joy Mukherjee
- 2013-14: Ajay Joshi
- 2015-16: Sanjib Nayak
- 2017-18: Rajat Saha
- 2019-20: Joydeep Ray

Our Activities:

We organize several annual events: Durga Puja; Saraswati Puja; Annual General Meeting (AGM) + Picnic; etc. Our events enjoy strong participation from our children. Our next generation – for whom exposure to Bengali culture is invaluable – is very active in our cultural programs, literary activities, and puja activities. It is gratifying to note that many of our young members, even after going to college, still come back for our Pujas and look forward to attending them.

Our other activities include the following:

- Cultural Program productions, as parts of Durga Puja, Saraswati Puja, Anandamela, India Day, California State Fair, etc.
- Our Past Durga Puja External Artists include the following famous performers:
  - **Mala Ganguly**
  - **Lopamudra Mitra**
  - **Antara Chowdhury**
  - **Bhoomi**
  - **Rezwana Chowdhury Banya**
  - **Somdatta Basu**
  - **Utpalendu Chowdhury**
  - **Nachiketa**
  - **Sougata Ganguli (Sarod)**
  - **Jojo (2007 and 2016)**
  - **Anup Ghoshal**
  - **Raghav Chatterjee**
  - **Suchismita Das**
  - **Shubhomita**
  - **Arnab Chakrabarty**
  - **Kaya**
  - **Tanusree Shankar and Troup**
  - **Aneek Dhar** and **Anwesha**
  - **Parnava**
  - **Cactus**
  - **Abanti**
  - **Kinjal**
  - **Madhubanti and Dipayan**
  - **Sourendro and Soumyojit**
  - **Omkara**

- **Youth Activities:** Utsav has organized several youth activities over the years: some highlights follow:
  - In 2009-10, Dr. Mitra Choudri initiated a youth volunteer group, led by Utsav kids. They organized clothes drive and served a meal at St. John's Shelter, performed Spring Cleaning at Vedanta Center, and raised funds for Haiti Disaster.
  - Later, Rupa Chowdhury led youth activities over many years; in recent years, Sangita Biswas has been leading our youth activities, such as Walk4Literacy, serving food at Saint John's Program for Real Change, etc.
  - In Dec. 2015, Utsav Youth Group volunteers (Aditya Chowdhury, Ayanta Chowdhury, Debangshu Das, Sharon Sarkar, and Neha Joshi) participated in the KVIE Public Television fundraising event during their pledge drive, attending the phone bank, accepting donations, etc. The group gave over 60 hours of their time in support of PBS and public television, and helped raise over $6500.
  - Recently, Utsav's youth volunteers, Sayak Datta, Ena Nayak, and Dayita Biswas, led fundraising efforts for the flood victims of Texas and Kolkata.
  - In 2018, Sayak Datta led a fundraising program for the Shankara Eye Foundation.
- High-quality production of our Annual Magazine, **Chowrongee** (please visit our website for archives), thanks to Past and Present Editors: Dilip Roychowdhury, Arun Das, Rashmi Nandi, Manas Ray, Avishek Nag, Rajat Saha, and Mainak Banga.
- **Drama Productions**, under the Direction of Somen Nandi, such as:
  - **Obak Jolpan** (Sukumar Roy), performed also at Durgotsav'07 by an all-female cast under the direction of Sharmila Mukherjee.
  - **Mamago** (by Sukumar Roy).
  - **Makuda Chole Gelen** (Gautam Roy).
  - **Bifole Mulyo Ferot** (Samir Dasgupta), also performed at 23rd Annual North American Bengali Conference (NABC), Long Beach, CA, July 2003.
  - **Hum Do Hamara Do** (Amol Roy).
  - **Public Servant** (Gautam Roy), performed also at Bay Area Natyamela, May 2005.
  - **Jampati** (Sruti Natak) (by Sanjib Chattopadyay).
  - **Babuder Dalkukure** (Manoj Mitra), also performed at Bay Area Natyamela, June 2006.
  - **Apaharan** (Sruti Natak) (Baidyanath Mukhopadhyay), performed at Bay Area Natyamela, June 2007.
- Our participation in **23rd Annual North American Bengali Conference (NABC)** (Bongo Sammelan), Long Beach, CA, July 2003: with a Children's Dance Program (Production: Mala Paul) and Drama **Bifole Mulyo Ferot** (see above).
- **Transfusion** (November 2005; Producer: Mala Paul; Keynote Speaker: Dr. Ernie Bodai): Fundraiser for donating $5,000 to Cancer Foundation of India.
- Our participation in **29th Annual North American Bengali Conference (NABC)**, San Jose, CA, July 2009: Dance Program (Production: Shashwati Roy and Mala Paul) and Drama **Hoitey Sabhdan** directed by Joydeep Ray.
- **Ramayan** (October 2009; Directed by: Ajay Joshi): A children's drama.
- **Chalo Kolkata** (October 2010; Written by: Manas Ray; Directed by: Mala Paul): A musical drama.
- **Bir Purush** (October 2010; Directed by: Paramita Ghosh): A children's drama.
- **Halud Himu Kalo Rab** (October 2012; Directed by Manas Ray): A drama based on Humayun Ahmed's novel.
- **100 Years of Bollywood** (October 2013; Directed by Nupur Joshi).
- **Dance pe Chance** (October 2014; Directed by Joydeep Ray).
- **Naacher Taale Pujo Pandale** (Oct. 2015; Directed by Mala Paul and Manas Ray).
- **Occupy Wal-Mart** (at NABC 2017 and Oct. 2017; Script: Manas Ray; Direction: Somen Nandi).
- **Live from Banglaville** (Oct. 2018); Script and Direction: Joydeep Ray).
- Bangla Natok – **Talent** (Oct. 2019); Original short film by Chandril Bhattacharya; Direction: Somen Nandi.
- Fundraising for St. John's Shelter **-- Qawwali and Ghazal Night** by Sukhawat Ali Khan and Ensemble (Dec. 2019).

Information for this writeup is gathered from the past several years with the objective to help new and future members who are expected to take forward and improve the Utsav legacy.

Paris Ann-Powell Chakroborty

"I am heartbroken to inform you that the center of my whole universe, my soul mate, the love of my life, Paris passed away on 27 January 2020. I was at her bedside when she decided to make the happy journey from the physical world to her new eternal home in heaven.

Paris Ann Powell-Chakroborty was much loved by legions of her friends, her adoring grandkids, Barrett Michael and Ava Marie, children Marty, Elicia, Tanie, and Brandon, and her bestie, Sunanda.

Paris was born in Norwalk, California. She did her undergraduate studies at UCLA, MBA at Stanford and Executive Management program at Harvard University. She was a senior executive of a major investment and financial company.

She was diagnosed with Stage 4 metastatic lung cancer two years ago and fought gallantly to the end to extend her sojourn here on earth, but at the end, God had a better plan and called her home. Paris did not want to burden her friends with the emotional trauma and so decided to keep her prolonged struggle somewhat private while undergoing treatment.

Bon Voyage, my darling. Rest in eternal peace in your new home in heaven till we meet again".

- Shyama Chakraborty

Samrat Majumder

"Every life is noted and is cherished, and nothing loved is ever lost or perished."

It is with great sadness that we inform you of the passing away of our loved community member, husband and father - Mr. Samrat Majumder, on November 4th, 2019 in Sacramento. He leaves behind his wife Suchanda, and daughters Samridhi (Neha) and Ishani.

Mr K.B.D. Sharma

Mr K.B.D. Sharma, father of Kingshuk Sharma, M.D., passed away peacefully at his residence in Elk Grove on April 25, 2020 after fighting prostate cancer. He was born in 1934 in Dhaka, Bangladesh, studied in Presidency College (Kolkata), graduated from Engineering Institute (BUET) in 1959, retired as Chief Engineer from Power Development Board and after the death of his wife, Mrs. Beena Sharma, in 2015 split his time between Dhaka and Sacramento.

He always had a profound love for his family and friends and was known for his sharp mind and intellect, a great wit, and his very humble and soft disposition. He had a poetic mind, enviable penmanship, in the Engineering Institute as the Cultural Secretary, he cast a first-ever woman (his sister) to play a woman's role in a college drama. He had a deep zest for life, an insurmountable curiosity for learning, and loved to connect with people both in-person and via the global web, leaving fond memories to many. He will be missed by his friends and family all over the world. May God bestow him peace in Heaven.

Dr. Arun Sen

Dr. Arun Kumar Sen, Ph.D. -- a resident of Davis for 50 years, a friend of the Bengali community in the Davis-Sacramento area, and Vice President of Utsav in 2007 -- peacefully passed away on May 27, 2020, surrounded by family.

Born and raised in Kolkata, India, Arun-da (as he was known to most people in the Bengali community) earned his B.S. degree from Bihar University, India, receiving a Gold Medal for highest marks in Entomology. He went on to receive a Masters and Ph.D. in Entomology / Nematology / Plant Pathology from Oregon State University (OSU). Some say his greatest accomplishment at OSU was meeting his future wife, Lourminia "Mimi" Cariño Sen, whom he married in 1970.

Arun-da and Mimi moved to Davis in 1970, where he became the statewide technical advisor to the California Department of Pesticide Regulation. He retired shortly after Mimi's passing away in 2005. He was dedicated to the field of science and served on the Department of Food and Agriculture's Equal Employment Opportunity and Affirmative Action Advisory Committee, Entomological Society of America, Northern California Entomology Club, and Royal Entomological Society of London.

Arun-da was a valuable member of many professional, social, and cultural organizations, and supported many local causes. He made significant contributions in leadership positions at India Association of Davis, Davis Town and Gown Toastmasters, International House Davis, Sunset Rotary Club of Davis, and St. James Catholic Church, to name just a few. Arun-da and Mimi also extended their friendship and hospitality to numerous students and newcomers to Davis over the years.

Those of us who had the honor and privilege of knowing Arun-da will miss him for his guidance, sense of humor, and his dynamism.

Arun-da is survived by his daughters Anita Sen and Monina Sen Cervone; son-in-law Tony Cervone; grandchildren Lourminia and PaoloKumar Cervone; and sister Shikha Sen. He is reunited with the love of his life, his wife Lourminia.

In Memorium: Marvel Gima

Marvel was born in Surat, India. At age 2, his family moved to Mumbai. Marvel was a passionate singer and music composer, and this was evident while he was in school and college. His dream of America brought him to New York, USA in June 1969. He was hardworking, honest, intelligent, and had a heart of gold. After starting his career in corporate sales, he flourished as a successful entrepreneur and a savvy real estate investor. His businesses varied from Computer Software to Hospitality. His cultural qualities were unparalleled. Marvel wrote, directed, and co-produced a feature film with his wife that made its way into International Film Festivals and garnered multiple awards. His warm and caring nature touched many individuals, and his natural willingness to help make a difference in many people's lives. He was multitalented, with a beautiful golden voice, witty as ever, outstanding culinary skills; and the warmth and hospitality that he showered on friends and family will be long remembered. He has left a void that will be hard to fill. He was the most loving and caring husband, a great father, and a fun grandpa.

Rest in Peace 'Marvelous Marvel' — as you were known to all.

Utsav Membership Roster (2020-21)

Platinum Sponsors (contribution: $1200 and above)

Choudri, Adi & Mitra
Mathew, Brandon & Tanima (Bhadra)
Nandi, Somen & Rashmi

Gold Sponsors (contribution: $600 and above)

Chanda, Udayan & Seema
Gima, Subhra
Kriplani, Indru & Pramila
Mukherjee, Biswanath & Supriya
Ray, Joydeep & Dipanjali (Banerjee)

Silver Sponsors (contribution: $400 and above)

Devavarapu, Pradeep & Sanhita (Bandyopadhyay)
Kumar, Barin & Anima
Mukherjee, Joy & Suvra

General Members

*Adoni, Anand, Subhra (Chakraborty), Anish, and Aisha
Bagchi, Shyamal and Ossing
*Banga, Mainak, Pubasha, Toushini, and Soumini
Bandyopadhyay, Barun, Sunanda, Sneha, and Hiya
*Banerjee, Amit, Snigdha (Ghosh), Esha, Shriya, and Aayan
*Banerjee, Jaideep, Taniya (Roychowdhury), and Josh
Baruah, Prashanta and Gitanjali
Basu, Shantanu, Rina, and Family
*Basuroy, Nirupam, Sudeshna, Shimika, and Nirvik
*Bhattacharya, Anirban, Paramita (Chakraborty), Archita, and Zini
*Bhattacharya, Anirban, Sanchita (Auddy), and Anaya
Bhattacharya, Srilekha
Bhaumik, Partha and Shenjuti (Gupta)
Bhowmick, Rana
*Bhowmik, Niladri and Family
*Biswas, Debabrata, Sangita, and Family
Biswas, Shina
*Bose, Riya
Burman, Prabir and Family
*Chakraborty, Prodosh, Mita, Joey, and Robby
*Chakravarty, Rajat and Torsha (Ghoshal)
Chakroborty, Soumya and Priosmita
Chakroborty, Shyama
*Chanda, Udayan, Seema, Neel, and Natasha
Chatterjee, Madhura and Mahesh
*Chatterjee, Satya and Pat
*Chaudhuri, Debanik and Shampa
*Choudri, Adi, Mitra, and Family

*Chowdhury, Arun, Rupa, Ayananta, and Aditya
*Chowdhury, Pulak, Sanchita (Dey), and Mahika Adishree, Vivan Mayukh
*Chowdhury, Shyamal, Bipasha, Sudip, and Anindya
Chowdhury, Ujjwal and Family
Das, Aveek
Das, Kamal and Trishita (Paul)
*Das, Koushik, Santana, and Debanshu
*Das, Koushik, Paramita, Mia, Krish, and Kiaan
Das, Modan, Shilpi, Neil, and Raj
Datta, Jyotirmoy, Namita, Srijon, and Orjon
Datta, Sandipan and Behnaz Hekmat
*Datta, Subrata, Alodipa, Sayak, and Sarthak
*Devavarapu, Pradeep, Sanhita (Bandyopadhyay), and Suhaan
*Dey, Saumen, Manjula, Siddhartha, and Rishaan
Dubey, Paromita
Dutta, Ayushman
Ganguly, Apratim and Rohosen (Bandyopadhyay)
*Ganguly, Somnath, Tanushree, Shoyoma, and Sudhit
*Ghosh, Anjan and family
*Ghosh, Saurajit, Shruthi, and Shristi
*Ghosh, Sumanta, Paramita, Sumita, and Shayan
*Ghoshal, Surajit, Tuhina, Tuli, and Tithi
*Ghoshal, Chaitali, Rittwika, and Anusha
*Gima, Subhra
Guha, Deeptarghya
*Guha, Snehungsu and Tanusree (Dasgupta)
Gupta, Abhishek
Joshi, Ajay, Nupur, Neha, and Veer
Jadhav, Umesh and Poonam
Karmakar, Amit, Carol, Deven, and Asha
*Khan, Abdul Quyyum, Jasmin, Sami, and Nafi
*Kriplani, Indru and Pramila
*Kumar, Barin, Anima, and Family
Majumder, Arijit and Srijita
Majumdar, Suchanda and Family
Majumdar, Tapas and Saptarshi
Mallick, Soummya, Sharmila, and Family
Mandal, Amit and Amrita
*Mathew, Brandon; Bhadra, Shikha, and Tanima
*Mitra, Anupam, Ananya, and Anaisha
Mohammad, Billah (Rana), Baby, Farah, and Farhan
*Mukherjee, Arun, Sharmila, and Family
*Mukherjee, Biswanath, Supriya, and Family
*Mukherjee, Joy, Suvra, Rinita, and Ronit
Mukherjee, Kokonad, Shatabdi, and Family
Mukherjee, Sourav and Suparna
Mukherjee, Tuhin and Ishita
*Mullins, Mala P., Shane, and Evani Paul
*Nandi, Somen, Rashmi, Sunoy, and Sharod
*Nayak, Sanjib, Soma, Ena, and Ashna
Padihari, Prasanna, Aishwarya, and Family

*Pal, Jayanta
*Paul, Debashis
Paul, Prakash, Monika, Rai, and Raya
*Paul, Shomeek and Evani
Paul, Subrata, Soma, Dipto, and Sreeja
*Ray, Joydeep, Dipanjali (Banerjee), Siddharth, and Sanjoli
*Ray, Manas and Shashwati (Roy)
Ray, Monika, Naveen (Atray), Sultana, and Dhruv (Atray)
Roy, Shyamal
Saha, Deb, Nina Shetty, Rohan, and Ishaan
*Saha, Rajat, Ananya, Ileena, and Ivaan
*Saha, Subir, Seema (Chowdhury), Shopneil, and Spriha
*Saletore, Yogesh, Mohana (Roy), and Akash
*Samaddar, Sandipan and Poulami (Chatterjee)
Saquib, Najmus, Lubna, Samhita, and Samara
*Sarkar, Shampa
*Sarkar, Sanjib, Hem, Arunava, and Sonia
Sarkar, Subir, Lily, Sahana, and Sharon
*Sarkar, Sudeep, Suman, Aditya, and Aryav
*Sharma, Kingshuk, Ashrukana, Khounish, and Eashaan
Sircar, Tanushree and Sunil Somarajan
Shrivastava, Sanjay and Karuna
Verma, Ravi and Barnali (Roy Choudhury)

* Denotes membership renewed for 2020-21 during press time. Our apologies if the information has any inaccuracy; please drop us an email at utsavpr@gmail.com with corrections.

Thanks to All Volunteers and Donors Who Have Generously Contributed To the Success of All Utsav Events in 2020-21

UTSAV GRATEFULLY ACKNOWLEDGES THE FOLLOWING SPONSORS (GOLD, PLATINUM, OR HIGHER) FOR THE ABOVE CHARITY PROGRAM

Suman Adhikari
Biswanath Mukherjee *Joy Mukherjee*
Suresh Ullegaddi *Jennifer Baker*
Hima Kolanagireddy *Jessie Buan*
Brian. Murphy *Sumant Anand* *Mani Jha*
Eugene Martinez *Sayan Mukherji*
Y. K. Chalamcherla *Hrishika Vuppala*
Jessica Pollak *David Brehm* *Saket Pabby*
Garcie Sachs *Mark Spitzer* *Mary Lalouch*
Frank Petrus *Nirakar Jena* *Dave Blevins*
Kendal Bare *Madhu Pawar* *Anna Corley*
Prodosh Chakraborty *Timothy Ward*
Prathamesh Shinde *Janelle Leonardo*

বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক এবং নির্দেশক
শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায়ের
জন্মশতবর্ষে উৎসবের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম!

সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)